# কলা শিক্ষা

## তৃতীয় শ্রেণী

Tele MANAS

National Tele Mental Health Programme

14416

# টেলি-মানস হেল্পলাইন

**Tele MANAS (Tele Mental Health Assistance and Networking Across States)**

**(১৪৪১৬ / ১৮০০-৮৯-১৪৪১৬)**

জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য কর্মসূচির অধীনে টেলি-মানস, এই কেন্দ্র সরকার সমর্থিত একটি প্রকল্প, যা মহারাষ্ট্র রাজ্য অক্টোবর ২০২২ থেকে কার্যকর হয়েছে। টেলি-মানস কর্মসূচির মাধ্যমে হেল্পলাইন নম্বর ১৪৪১৬ এ ফোন করে ২৪×৭ বিনামূল্য এবং সবার জন্য মানসিক স্বাস্থ্য পরিসেবা পাওয়া যায়। এর মাধ্যমে বিভিন্ন মানসিক সমস্যার জন্য বিশেষজ্ঞদের দ্বারা চিকিৎসা ও পরামর্শ প্রদান করা হয়। টেলি-মানস হেল্পলাইনে ফোন করার পর যে তথ্য দেওয়া হয় তা সম্পূর্ণ গোপন রাখা হয়। তাই শিক্ষার্থীরা নির্ভয়ে তাদের সমস্যা এই হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করে জানাতে পারে এবং নিজের সমস্যার জন্য সাহায্য চাইতে পারে। অন্যদেরও সাহায্য নেওয়ার জন্য উৎসাহিত করা যেতে পারে।

# মনোদর্পণ

মনোদর্পণ (৮৪৪৮৪৪০৬৩২) এর মাধ্যমে দূরভাষ পরিসেবা জুলাই ২০২০ থেকে শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের উদ্যোগে জাতীয় শিক্ষাগত গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ (NCERT) এর মনোদর্পণ কর্মসূচির মাধ্যমে শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং শিক্ষকদের মানসিক দিকনির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করা হয়। এই পরিসেবা প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে সন্ধ্যা ৮টা পর্যন্ত, সপ্তাহের সব দিন উপলব্ধ। শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষকেরা প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ পাওয়ার জন্য এই হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করতে পারে।

শাসন নির্ণয় ক্রমাঙ্ক : অভ্যাস 2116 (প্র.ক্র. 43/16) এসভী-4 তারিখ-25.04.2016 অনুযায়ী স্থাপিত করা সমন্বয় সমিতির তারিখ-19.05.2026-এর সভায় এই পাঠ্যপুস্তক শিক্ষাগত বর্ষ 2026–27 থেকে নির্ধারিত করার জন্য মান্যতা দেওয়া হয়েছে।

# কলা শিক্ষা

## তৃতীয় শ্রেণী

**মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতী ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মন্ডল, পুণে-411004**

ছকের মধ্যে দেওয়া Q.R. Code টি স্মার্টফোন দ্বারা স্ক্যান করলে তোমার কাছে ডিজিটাল পাঠ্যপুস্তক এবং পাঠ্যপুস্তকে দেওয়া উপাদানগুলির সাথে সম্পর্কিত দৃশ্য, শ্রাব্য ও শ্রাব্য-দৃশ্য শিক্ষণ সামগ্রী উপলব্ধ হবে।

First Edition :
2026

© মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতী ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মন্ডল, পুণে ৪

এই বইটির সকল অধিকার মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতী ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মন্ডল, পুণের কাছে সংরক্ষিত থাকবে।মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতী ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মন্ডলের সঞ্চালকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত এই বইয়ের কোনো অংশ উদ্ধৃত করা যাবে না।

✻ 'কলা শিক্ষা' বিষয় সমিতি ✻

শ্রী শশিকান্ত দেশমুখ (অধ্যক্ষ)
শ্রী শিবাজি হান্ডে (সদস্য)
শ্রী গোরক্ষনাথ আবুজ (সদস্য)
শ্রী শ্রীকান্ত ঢালকর (সদস্য)
শ্রীমতি পুনম ভোপলে (সদস্য)
শ্রীমতি ছায়া মালবাল (সদস্য)
শ্রীমতি স্নেহা গাড়ে (সদস্য)
ড. সুমেধা ঠাকুর (আমন্ত্রিত সদস্য)
শ্রী নন্দকিশোর নগরকর (আমন্ত্রিত সদস্য)
শ্রীমতি মৃগয়া মোরে (আমন্ত্রিত সদস্য)
শ্রী অমোল জাধব (আমন্ত্রিত সদস্য)
শ্রী নিতিন মহামুনি (আমন্ত্রিত সদস্য)
শ্রীমতি বৃষালী লেলে (আমন্ত্রিত সদস্য)
শ্রীমতি নিতালি হরগুড়ে (আমন্ত্রিত সদস্য)
শ্রী ওংকার বৈরাগকর (আমন্ত্রিত সদস্য)
শ্রী অমোল বোধে (আমন্ত্রিত সদস্য)
শ্রীমতি জুই দেশিংকর (আমন্ত্রিত সদস্য)
শ্রীমতি রশ্মি জোশি (আমন্ত্রিত সদস্য)
ডা. গীতাঞ্জলি বোরুড়ে (অভ্যাসক্রম সমন্বয়কারী)
ডা. অজয়কুমার লোলগে (সদস্য-সচিব)

✻ গুণমান সমীক্ষক ✻

ডা. এম. জি. গুরভ (গুণমান পরীক্ষক)
অ্যাড. সন্দেশ সাখরে (আইন বিশেষজ্ঞ)
ডা. অতুল জাধব (CWSN বিশেষজ্ঞ)

✻ সংযোজক ✻

ডা. অজয়কুমার লোলগে
বিশেষাধিকারী, কার্যানুভব (বি.কা.)
প্র. বিশেষাধিকারী, কলা (বি.কা.)

✻ বাংলা ভাষা সংযোজক ✻

ডা. অলকা পোতদার
বিশেষাধিকারী হিন্দী (বি.কা.)
শ্রী কৃষ্ণপদ গোপাল বিশ্বাস
সহায়ক বিশেষাধিকারী বাংলা (বি.কা.)

✻ বাংলা ভাষান্তর বিষয়তজ্ঞ ✻

শ্রী মহিতোষ মন্ডল　শ্রী শংকর মন্ডল
শ্রী নারায়ণ মল্লিক　শ্রী তপন সরকার

অভ্যন্তরীণ চিত্রাঙ্কন– শ্রী লক্ষ্মীকান্ত কালে, শ্রীমতী প্রাজক্তা কেরকর, শ্রী মনোহর বাবিস্কর, শ্রীমতী প্রাচী পোতদার, শ্রী সোহম ওতারী, শ্রী অজয় পরাড়কর

অক্ষরাঙ্কন– সমৃদ্ধী, পুণে

কাগজ : 70 জিএসএম, ক্রিমওভ
মুদ্রণাদেশ :
মুদ্রক :

✻ নির্মিতী ✻

শ্রীমতী মিতালী শিতপ
প্র. প্রধান নির্মিতি আধিকারী
শ্রী প্রশান্ত হরণে
নির্মিতি আধিকারী

✻ প্রকাশক ✻

শ্রী হেমন্ত বাবর
প্র. নিয়ন্ত্রক
পাঠ্যপুস্তক নির্মিতি মণ্ডল, প্রভাদেবী, মুম্বই-25

# ভারতের সংবিধান

উদ্দেশিকা

"আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্র রূপে গড়ে তুলতে এবং তার সকল নাগরিকই যাতে
সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়,
বিচার, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম
এবং উপাসনার স্বাধীনতা,
সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন
ও সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠা
এবং তাদের সকলের মধ্যে

ব্যক্তির মর্যাদা এবং জাতীয় ঐক্য
ও সংহতি সুনিশ্চিতকরণের মাধ্যমে
তাদের মধ্যে যাতে ভ্রাতৃত্বের ভাব

গড়ে ওঠে তার জন্য

সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করে আমাদের গণপরিষদে, আজ ১৯৪৯, সালের ২৬ শে নভেম্বর, (তিথি মাঘ শুক্ল সপ্তমী, সম্বত দুই হাজার ছয় বিক্রমী) এতদ্দ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ, বিধিবদ্ধ এবং নিজেদের অর্পণ করছি।"

## ভারতের সংবিধান

ভাগ ৪ক

## নাগরিকের মৌলিক কর্তব্য

**অনুচ্ছেদ ৫১ ক.**

**মৌলিক কর্তব্য - ভারতের প্রতিটি নাগরিকের এই কর্তব্য থাকবে যে সে-**

(ক) সংবিধানকে মান্য করতে হবে এবং সংবিধানের আদর্শ, প্রতিষ্ঠানসমূহ, জাতীয় পতাকা এবং জাতীয় সংগীতের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে হবে।
(খ) যে সকল মহান আদর্শ দেশের স্বাধীনতার জন্য জাতীয় সংগ্রামকে অনুপ্রাণিত করেছিল, সেগুলিকে পোষণ এবং অনুসরণ করতে হবে।
(গ) ভারতের সার্বভৌমিকতা, ঐক্য এবং সংহতিকে সমর্থন ও সংরক্ষণ করতে হবে।
(ঘ) দেশরক্ষা ও জাতীয় সেবাকার্যে আত্মনিয়োগের জন্য আহূত হলে সাড়া দিতে হবে।
(ঙ) ধর্মগত, ভাষাগত, অঞ্চলগত বা শ্রেণীগত বিভেদের উর্ধ্বে থেকে সমস্ত ভারতবাসীর মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধকে সম্প্রসারিত করতে হবে এবং নারীজাতির মর্যাদাহানিকর সকল প্রথাকে পরিহার করতে হবে।
(চ) আমাদের দেশের বহুমুখী সংস্কৃতির গৌরবময় ঐতিহ্যকে মূল্যপ্রদান ও সংরক্ষণ করতে হবে।
(ছ) বনভূমি, হ্রদ, নদী, বন্যপ্রাণী-সহ প্রাকৃতিক পরিবেশের সংরক্ষণ ও উন্নতি এবং জীবজন্তুর প্রতি মমত্ববোধ প্রকাশ করতে হবে।
(জ) বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, মানবিকতাবোধ, অনুসন্ধিৎসা, সংস্কারমূলক মনোভাবের প্রসার ঘটাতে হবে।
(ঝ) জাতীয় সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও হিংসার পথ পরিহার করতে হবে।
(ঞ) সকল ক্ষেত্রে জাতীয় উন্নতির উৎকর্ষ এবং গতি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সকল কাজে চরম উৎকর্ষের জন্য সচেষ্ট হতে হবে।
(ট) মাতা-পিতা বা অভিভাবকদের ছয় থেকে চৌদ্দ বছর বয়সের প্রত্যেক শিশুকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

## রাষ্ট্রগীত

জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে
ভারত-ভাগ্যবিধাতা।
পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মরাঠা
দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ,
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা
উচ্ছলজলধিতরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিস মাগে,
গাহে তব জয়গাথা।
জনগণ মঙ্গলদায়ক জয় হে,
ভারত-ভাগ্যবিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে,
জয় জয় জয় জয় হে।।

## প্রতিজ্ঞা

ভারত আমার দেশ । সমস্ত ভারতবাসী আমার ভাই-বোন।

আমি আমার দেশকে ভালবাসি। আমার দেশের সমৃদ্ধি এবং বিবিধতায় বিভূষিত পরম্পরার উপর আমার গর্ব।

ওই পরম্পরার সফলতা অনুসারে চলার জন্য আমি সর্বদা ক্ষমতা অর্জন করতে চেষ্টা করবো।

আমি আমার মা-বাবা, গুরুজন এবং বড়দের প্রতি সম্মান ও সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করবো।

আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, আমি আমার দেশ ও দেশবাসীর প্রতি নিষ্ঠাবান থাকবো। তাদের কল্যাণ এবং সমৃদ্ধিতেই আমার সুখ নিহিত।

# প্রস্তাবনা

প্রিয় শিশু বন্ধুরা,

তোমাদের সবাইকে তৃতীয় শ্রেণীতে স্বাগত! তোমাদের হাতে কলা শিক্ষা-তৃতীয় শ্রেণীর এই পাঠ্যপুস্তকটি  তুলে দিতে পেরে আমরা খুব আনন্দিত।

তোমরা খেলতে, গান গাইতে, ছবি আঁকতে ও রঙ করতে, অভিনয় করতে, নাচতে এবং মাটি দিয়ে বিভিন্ন জিনিস তেরী করতে ভালোবাসো, তাই না? এই সব কাজ তোমরা এই পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে করতে পারবে। দৃশ্যকলা, মঞ্চকলা, সঙ্গীত এবং নৃত্যকলার নানা কার্যক্রমের মাধ্যমে তোমরা অনেক আনন্দ করবে। পাশাপাশি তোমাদের এই কলা প্রকারগুলো উপস্থাপনাও করতে পারবে। তোমরা নিজের হাতে তৈরী কিছু পদার্থ অন্যদের উপহারও দিতে পারবে। ফলে আনন্দের সঙ্গে প্রশংসাও অবশ্যই পাবে।

ভারতের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের একটি ছোট্ট পরিচয় তোমরা শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ক কার্যক্রমের মাধ্যমে জানতে পারবে। তোমাদের মতো কর্মঠ, সৃজনশীল ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের নিজেদের প্রকাশ করার জন্য এই পাঠ্যপুস্তক একটি উৎকৃষ্ট মাধ্যম হবে। এর মাধ্যমে তোমাদের সৃজনশীলতা, নতুন কিছু তৈরী করার ক্ষমতা এবং গুণাবলি বৃদ্ধি হতে সাহায্য করবে। তাহলে এসো, কার্যভিত্তিক শিক্ষার অভিজ্ঞতা লাভ করি!

এই পাঠ্যপুস্তকের কিছু পৃষ্ঠার উপরে কিউআর কোড দেওয়া আছে। পাঠ্যপুস্তকের যে কার্যক্রমগুলো তোমাদের ভালো লাগবে, সেগুলোর সম্পর্কে মতামত জানাতে ভুলবে না। তাতে নতুন কিছু যোগ করে এই পুস্তকটিকে আরও সমৃদ্ধ করা যাবে।

কলা শিক্ষা পাঠ্যপুস্তকের সব কার্যক্রম আনন্দের সঙ্গে, উৎসাহের সঙ্গে এবং সফলভাবে সম্পূর্ণ করার জন্য আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল।

কিউআর কোডের মাধ্যমে পাওয়া তথ্যও তোমাদের খুব ভালো লাগবে। তোমরা উপস্থাপিত শিল্পকর্মগুলোর দৃশ্য-শ্রাব্য উপকরণও পাঠাতে পারো।

**(অনুরাধা ওক)**
**সঞ্চালক**
মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মাণ ও
পাঠ্যক্রম গবেষণা মণ্ডল, পুণে-4

পুণে
তারিখ : 19 এপ্রিল 2026
ভারতীয় সৌর তারিখ : বৈশাখ শু. 2, শকে 1948,
অক্ষয় তৃতীয়া

# শিক্ষকদের জন্য

জাতীয় শিক্ষা নীতি 2020 এর নির্দেশিকা অনুযায়ী কলা শিক্ষা বিষয়টি শিক্ষার্থীদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটানো, কল্পনাশক্তি বৃদ্ধি করা, আত্মপ্রকাশে উৎসাহিত করা এবং শেখার প্রক্রিয়াকে আনন্দময় করে তোলা এগুলোই কলা শিক্ষা পাঠ্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য।

এই পাঠ্যপুস্তকে দৃশ্যকলা, নাট্যকলা, সঙ্গীত এবং নৃত্য ও চলন এই চারটি শিল্পধারাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি শিল্পধারার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা পর্যবেক্ষণ করা, উপস্থাপন করা, নতুন সৃষ্টি করা এবং নিজেদের ভাবনা প্রকাশ করার সুযোগ পাবে।

কার্যভিত্তিক কার্যক্রম, সামুহিক কাজ, আলোচনা এবং ভূমিকাভিনয় এই কলা শিক্ষা পদ্ধতিগুলোর মাধ্যমে শিক্ষণ অভিজ্ঞতা প্রদান করা উচিত। প্রতিটি কার্যক্রমের মাধ্যমে আনন্দময় শিক্ষণ প্রক্রিয়ার উপর গুরুত্ব দেবেন। দৃশ্যকলা, নাট্যকলা, সঙ্গীত, নৃত্য এবং চলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সহজে নিজেদের ভাবনা, অনুভূতি ও কল্পনা প্রকাশ করতে পারবে। এই পাঠ্যপুস্তকে অতিরিক্ত তথ্যও দেওয়া হয়েছে, তবে সেই তথ্যের উপর প্রশ্ন বা স্বাধ্যায় না নিয়ে ব্যবহারিক অনুশীলনের উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া প্রত্যাশিত।

এই বইটিকে চারটি বিভাগে দৃশ্যকলা, নাট্যকলা, সঙ্গীত এবং নৃত্য ও চলন ভাগ করা হলেও বার্ষিক পরিকল্পনায় চারটি বিভাগের উপাদান সমানভাবে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত, যাতে শিক্ষার্থীরা সারা বছর চারটি শিল্পধারার স্বাদ ও অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে। কিউআর কোডের সঠিক ব্যবহার করবেন। প্রতিটি বিভাগের জন্য কিছু নির্দেশনা নিচে দেওয়া হলো।

### দৃশ্যকলা

- বিভিন্ন ধরনের রেখা, আকার এবং সুন্দর হাতের লেখার জন্য বিভিন্ন অক্ষরের অংশের অনুশীলন করাবেন।
- প্রাকৃতিক উপাদান এবং মানবসৃষ্ট উপাদানের মধ্যে পার্থক্য বোঝাবেন এবং উদাহরণ দেবেন।
- স্মৃতিচিত্র আঁকার ধাপগুলো বুঝিয়ে দেবেন। তবে ছবি আঁকার সময় যেন অন্যের ছবি নকল না করা হয়, সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। তার পাশাপাশি কোনো ঘটনার বর্ণনা করে স্মৃতিচিত্র আঁকতে উৎসাহিত করবেন।
- স্মৃতিচিত্র ও কল্পনাচিত্রের নমুনা দেখিয়ে দুটির মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট করবেন। তাদের কল্পনাশক্তি বিকাশের জন্য গল্প বা কাহিনি বলে উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করবেন।
- বিভিন্ন ধরনের চিত্রের নমুনা, আলোকচিত্র এবং ভাস্কর্যের নমুনা সংগ্রহ করবেন এবং সেগুলোকে শিক্ষণ উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করবেন।
- সব শিক্ষার্থী সমানভাবে ছবি আঁকতে আগ্রহী নাও হতে পারে। তাই তাদের মধ্যে আগ্রহ তৈরি করতে প্রেরণামূলক শিক্ষণ অভিজ্ঞতা ব্যবহারিকভাবে প্রদান করা প্রয়োজন। কোনো শিক্ষার্থী নতুনভাবে কোনো দৃশ্যকলা উপস্থাপনের চেষ্টা করলে তাকে উৎসাহ দেবেন এবং যথাযথ দিকনির্দেশনা দেবেন।
- স্থানীয় শিল্পধারা ও শিল্পীদের পরিচয় করিয়ে দেবেন। সম্ভব হলে স্থানীয় শিল্পীদের কর্মশালায় শিক্ষা সফরের আয়োজন করবেন।

### রঙ্গমঞ্চ

- শ্রেণীকক্ষে আনন্দময় পরিবেশ তৈরি করে স্বাভাবিক ও সহজ কাজ, চলন এবং নির্বাক অভিনয় করাবেন। ছোট ছোট সমূহ তৈরি করে বিভিন্ন ঘটনা উপস্থাপন করতে বলবেন।
- প্রাণী, পাখি এবং প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানের ভূমিকা দিয়ে অভিনয় করাবেন।
- নিজেদের সংলাপ ও চলন উপস্থাপনের সুযোগ দেবেন। ছবি দেখিয়ে প্রশ্ন করবেন, যেমন- তোমরা এই ছবিতে কী দেখতে পাচ্ছ?
- প্রত্যেককে ভূমিকা দিয়ে উপস্থাপনায় অংশগ্রহণ করাবেন। দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পর্কিত ঘটনা নির্বাচন করবেন।
- একটি সমূহের উপস্থাপনা অন্য দলের শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ দেবেন।
- পর্যবেক্ষণভিত্তিক মতামত দিতে উৎসাহিত করবেন। শ্রেণীনাট্যঘরের ধারণা বাস্তবায়ন করবেন।

## সঙ্গীত

- শ্রেণীকক্ষে আনন্দময় ও উৎসাহবর্ধক পরিবেশ সৃষ্টি করে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।
- গান শেখানোর সময় শিক্ষক নিজে গান শুনে উপস্থাপন করবেন। গান শেখানোর সময় গানকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করে শেখাবেন।
- তাল, লয় ও সুরের পরিচয় সহজ উদাহরণের মাধ্যমে করাবেন। তালের জন্য হাততালি ব্যবহার করে গানকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে। একক ও যুগল গানের জন্য উৎসাহ দেবেন।
- লোকসঙ্গীত যেমন- বাসুদেব গান, পোওয়াড়া, ভারুড়, ভজন, জাতিয় গান ইত্যাদির পরিচয় করাবেন এবং ব্যবহারিক প্রদর্শনের মাধ্যমে অনুশীলন করাবেন।
- উপলব্ধ বাদ্যযন্ত্র (ঢোল, করতাল, ঝাঁঝ, হারমোনিয়াম, তবলা ইত্যাদি) ব্যবহার করে তাল সম্পর্কে ধারণা দেবেন। ছোট ছোট দলে ভাগ করে গান পরিবেশন করাবেন।
- প্রতিটি শিক্ষার্থীকে গান বা বাদ্যযন্ত্র বাজানোর ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়ে তাদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করবেন।
- উপলব্ধ উপকরণ বা ভিডিওর মাধ্যমে স্বর ও অলংকারের তাল-লয়ের সঙ্গে অনুশীলন করাবেন।
- **প্রথম পৃষ্ঠার কিউআর কোড ব্যবহার করে গান শুনিয়ে শেখাবেন এবং দলগত ও ব্যক্তিগত উপস্থাপনার মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন।**

## নৃত্য ও চলন

- শ্রেণীকক্ষে আনন্দদায়ক ও উৎসাহী পরিবেশ তৈরি করে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে নৃত্যে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করবেন।
- সহজ ও স্বাভাবিক চলাফেরার মাধ্যমে নৃত্যের পরিচয় করিয়ে দেবেন।
- দৈনন্দিন চলাফেরা (যেমন- হাঁটা, লাফানো, ঘোরা) নৃত্যের রূপ দিতে বলতে হবে।
- তাল, লয় ও গতির ধারণা খেলাধুলার মাধ্যমে করাবেন।
- বিভিন্ন অনুভূতি (আনন্দ, দুঃখ, বিস্ময়) মুখের অভিব্যক্তির মাধ্যমে প্রকাশ করতে নির্দেশনা দেবেন।
- ছোট ছোট দলে সহজ নৃত্য উপস্থাপনা করতে উৎসাহিত করবেন। প্রতিটি শিক্ষার্থীকে নিজের শৈলীতে প্রকাশের সুযোগ দেবেন।
- নৃত্যের সময় শারীরিক নিরাপত্তা, উপযুক্ত দূরত্ব বজায় রাখা এবং সঠিক পোশাক পরিধান সম্পর্কে নির্দেশনা দেবেন।
- উপলব্ধ উপকরণ (সঙ্গীত, স্থান ইত্যাদি) যথাযথ ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের নৃত্যের অভিজ্ঞতা দেওয়ার চেষ্টা করবেন।
- নৃত্যের শেষে তারা কী অভিজ্ঞতা পেল বা কী শিখল সে বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবেন। সৃজনশীলতা ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিতে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেবেন।

সকল প্রকার শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচনা করে পাঠ্যপুস্তক প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রতিটি শিক্ষার্থী যেন নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী অংশগ্রহণ করতে পারে এবং তাদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পায়, সেই উদ্দেশ্যে এই পাঠ্যপুস্তকের কার্যক্রমগুলোর প্রতি সংবেদনশীল দৃষ্টিভঙ্গি রাখবেন।

প্রতিটি কলা গোষ্ঠীর জন্য নির্ধারিত পাঠ্যক্রমের লক্ষ্য, সক্ষমতা ও অধ্যয়ন ফলাফলের ভিত্তিতে আরও কার্যকর শিক্ষাদান করা হবে, এমনটাই প্রত্যাশা করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে শিল্প বিষয়ের প্রতি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন দক্ষ শিক্ষার্থী গড়ে উঠবে এবং তারা আনন্দময় জীবন যাপন করতে পারবে এটাই মূল উদ্দেশ্য। এসো, এর জন্য আমরা সবাই একসঙ্গে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাই।

**'কলা শিক্ষা' বিষয় সমিতি**
পাঠ্যপুস্তক মণ্ডল, পুণে

| তৃতীয় শ্রেণী - কলা শিক্ষা | |
|---|---|
| **দৃশ্যকলা** | |
| পাঠ্যক্রমের লক্ষ্য : CG –1 : কলার মাধ্যমে মানবীয় অনুভূতির অনুসন্ধান করা এবং ছবি ও অভিব্যক্তি প্রকাশের আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলা। | |
| দক্ষতা : C–1.1 : দৈনন্দিন জীবনের ভাব, অনুভূতি ও কল্পনা চিত্রায়িত করে এমন বিভিন্ন ছবি উৎসাহের সঙ্গে তৈরি করে। | |
| ক্রমিক নং | শিখন ফলাফল |
| 03AE01 | পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের সহজ অঙ্কন করে। |
| 03AE02 | পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান স্মৃতি থেকে অঙ্কন করে। |
| 03AE03 | ছবির মাধ্যমে নিজের কল্পনা স্বাধীনভাবে প্রকাশ করে। |
| 03AE04 | পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান নিজের কল্পনায় অঙ্কন করে। |
| দক্ষতা : C – 1.2 : দৃশ্যকলায় সমন্বিতভাবে কাজ করার সময় বিভিন্ন ধারণা ও প্রতিক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করে। | |
| 03AE05 | অক্ষরের বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করে অক্ষর লেখন করে। |
| 03AE06 | বিভিন্ন হাতের লেখার নমুনা থেকে সুন্দর নমুনা নির্বাচন করে তা ব্যবহার করে। |
| পাঠ্যক্রমের লক্ষ্য : CG –2 : কলা চর্চার জন্য কল্পনাশক্তি ও সৃজনশীলতার স্বাধীন ব্যবহার করা। | |
| দক্ষতা : C–2.1 : দৈনন্দিন পর্যবেক্ষণ, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির চিত্রায়ণে দৃশ্য উপাদান (রেখা, আকার, রং, স্থান, বুনন)-এর বিভিন্ন সমন্বয় সৃজনশীলভাবে ব্যবহার করে। | |
| 03AE07 | রেখার ধারণা বুঝে স্বাধীনভাবে রেখা আঁকে। |
| 03AE08 | বিভিন্ন পরিচিত আকৃতির স্মৃতি থেকে অঙ্কন করে। |
| 03AE09 | পরিবেশের প্রাকৃতিক উপাদানের স্মৃতি থেকে অঙ্কন করে। |
| 03AE10 | দৈনন্দিন ব্যবহারের বস্তু সহজভাবে চিত্রায়িত করে। |
| দক্ষতা : C–2.2 : শ্রেণীকক্ষে ভাগ করা কলা শিক্ষার দৃশ্য উপাদান, ধারণা ও প্রকাশের তুলনা ও পার্থক্য ব্যাখ্যা করে। | |
| 03AE011 | আকারের তুলনামূলক অঙ্কন করে। |
| 03AE12 | আকার ও রঙের সমন্বয়ে কারুকার্য তৈরি করে। |
| 03AE13 | গাঢ় ও হালকা রঙের পার্থক্য বুঝে তা কারুকার্যে ব্যবহার করে। |
| পাঠ্যক্রমের লক্ষ্য : CG –3 : কলার মৌলিক প্রক্রিয়া, উপকরণ ও কৌশলের ব্যবহার করা। | |
| দক্ষতা : C–3.1 : দৃশ্যকলায় কাজ করার সময় প্রয়োজনীয় উপকরণ, সরঞ্জাম ও কৌশল নির্বাচন করে। | |
| 03AE14 | বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করে বুনন তৈরি করে। |
| 03AE15 | বিভিন্ন উপকরণ ও মাধ্যম ব্যবহার করে অঙ্কন করে। |
| 03AE16 | ছাপ তৈরির জন্য বিভিন্ন বস্তু ব্যবহার করে। |
| 03AE17 | পরিবেশে পাওয়া উপকরণ সংগ্রহ করে সেগুলোর সাহায্যে ত্রিমাত্রিক গঠন তৈরি করে। |
| দক্ষতা : C–3.2 : ব্যক্তিগত ও দলগত শিল্পকর্ম তৈরির সময় পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও উপস্থাপনার ধাপ অনুসরণ করে। | |
| 03AE18 | কাগজের ছোট ছোট টুকরো ব্যবহার করে ব্যক্তিগত বা দলগত কোলাজ তৈরি করে। |
| 03AE19 | বিভিন্ন উপকরণ ও মাধ্যম একত্রিত করে সহজ ত্রিমাত্রিক আকৃতি তৈরি করে। |
| 03AE20 | পরিবেশবান্ধব উপকরণ ব্যবহার করে ব্যক্তিগত বা দলগতভাবে সহজ আকৃতি তৈরি করে। |
| পাঠ্যক্রমের লক্ষ্য : CG –4 : চারপাশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অনুসন্ধান করা এবং বিভিন্ন স্থানীয় শিল্পধারা ও সাংস্কৃতিক রীতিনীতির প্রতি আগ্রহ তৈরি করা। | |
| দক্ষতা : C–4.1 : প্রকৃতির দৃশ্য উপাদান চিহ্নিত করে এবং তাদের শিল্পগুণ বর্ণনা করে। | |
| 03AE21 | বিভিন্ন রেখা ও আকারের পার্থক্য বুঝে অঙ্কন করে। |
| 03AE22 | বিভিন্ন রেখা ও আকার চিহ্নিত করে তাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে এবং অঙ্কন করে। |
| 03AE23 | প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান সহজভাবে অঙ্কন করে। |
| দক্ষতা : C – 4.2 : স্থানীয় শিল্পী ও সংস্কৃতি সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করে। | |
| 03AE24 | স্থানীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে তথ্য জানায়। |
| 03AE25 | স্থানীয় শিল্পী বা শিল্পধারা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে প্রকল্প তৈরি করে। |

| নাট্য | |
|---|---|
| **পাঠ্যক্রমের লক্ষ্য : CG – 1 : কলার মাধ্যমে মানবীয় অনুভূতির অনুসন্ধান, উপস্থাপন ও প্রকাশের আত্মবিশ্বাস অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বিকাশ করা।** | |
| **দক্ষতা : C – 1.1 : নাট্যকলার বিভিন্ন ঘটনা, অভিজ্ঞতা, উপাদান ও চরিত্র উৎসাহের সঙ্গে উপস্থাপন করে।** | |
| 03AE26 | পরিবার ও আশেপাশের দৈনন্দিন মানবীয় কাজকর্ম পর্যবেক্ষণ করে উপস্থাপন করে। |
| 03AE27 | পরিবেশের প্রাণী ও পাখি পর্যবেক্ষণ করে তাদের চলাফেরা উৎসাহের সঙ্গে উপস্থাপন করে। |
| **দক্ষতা : C – 1.2 : নাট্যশিল্পীদের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় রেখে কাজ করার সময় নিজের চিন্তা ও প্রতিক্রিয়া আলোচনা করে।** | |
| 03AE28 | দৈনন্দিন ব্যবহারের জিনিসের শব্দ চিনে নিয়ে উপস্থাপন করা। |
| **পাঠ্যক্রমের লক্ষ্য : CG – 2 : শিল্পচর্চার জন্য নিজের কল্পনাশক্তি ও সৃজনশীলতার মুক্ত ব্যবহার করা।** | |
| 03AE29 | উপস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ নিয়ে দলে আলোচনা করে তালিকা প্রস্তুত করে। |
| 03AE30 | উপস্থাপনার জন্য শ্রেণির সহপাঠীদের দৃশ্য উপাদান তৈরিতে সাহায্য করে। |
| 03AE31 | পরিবেশে শব্দ উৎপন্ন করে এমন বস্তু খুঁজে বের করে এবং সেগুলোকে সৃজনশীলভাবে উপস্থাপনায় ব্যবহার করে। |
| **দক্ষতা : C – 2.2 : নাটকের কোনো বিষয় বা উপাদান এবং শ্রেণিতে প্রস্তুত তার সঙ্গে সম্পর্কিত শিল্প অভিব্যক্তির তুলনা ও পার্থক্য দেখায়।** | |
| 03AE32 | নির্বাচিত ঘটনাকে দলগতভাবে উপস্থাপন করে। |
| 03AE33 | উপস্থাপনার পরে আলোচনার মাধ্যমে পাওয়া পরামর্শ বিবেচনা করে পুনরায় উপস্থাপন করে। |
| **পাঠ্যক্রমের লক্ষ্য : CG – 3 : শিল্পের মৌলিক প্রক্রিয়া, উপকরণ ও কৌশলের প্রকাশ ঘটানো।** | |
| **দক্ষতা : C – 3.1 : নাট্যকলায় কাজ করার সময় ব্যবহৃত উপকরণ, সামগ্রী ও কৌশল নির্বাচন করে।** | |
| 03AE34 | নাট্য উপস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় বাস্তব উপকরণ না থাকলে বিকল্প উপকরণ ব্যবহার করে। |
| 03AE35 | উপস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় পোশাক ও প্রতীকী মেকআপ নির্বাচন করে উপস্থাপন করে। |
| **দক্ষতা : C – 3.2 : ব্যক্তিগত ও দলগত নাটক করার সময় পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও উপস্থাপনার ধাপগুলো অনুসরণ করে।** | |
| 03AE36 | নাটকের বিভিন্ন ঘটনা বা উপস্থাপনার অনুশীলন করে। |
| 03AE37 | উপস্থাপনার সময় সহায়ক প্রযুক্তিগত বিষয়ের যথাযথ ব্যবহার করে। |
| 03AE38 | শ্রেণিনাট্যগৃহ ধারণায় মানবদেহের ভঙ্গির মাধ্যমে পর্দা তৈরি করে। |
| **পাঠ্যক্রমের লক্ষ্য : CG – 4 : আশেপাশের সৌন্দর্য খুঁজে বের করা এবং স্থানীয় শিল্প ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা।** | |
| **দক্ষতা : C – 4.1 : প্রকৃতির নাট্য ও গতির উপাদান চিহ্নিত করে এবং তাদের শিল্পগুণ বর্ণনা করে।** | |
| 03AE39 | উপস্থাপনায় প্রাকৃতিক আলোর ব্যবহার করে। |
| 03AE40 | উপস্থাপনায় ঋতুর কথা বিবেচনা করে পোশাক নির্বাচন করে। |
| **দক্ষতা : C – 4.2 : স্থানীয় শিল্প ও সংস্কৃতি সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করে।** | |
| 03AE41 | পরিবেশে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পর্যবেক্ষণ করে দলে আলোচনা করে। |
| 03AE42 | স্থানীয় লোকশিল্পী ও তাদের শিল্প সম্পর্কে তথ্য জেনে আলোচনা করে। |

| সঙ্গীত | |
|---|---|
| **পাঠ্যক্রমের লক্ষ্য : CG – 1 : বিভিন্ন শিল্পমাধ্যমের মাধ্যমে নিজের অভিজ্ঞতা প্রকাশ ও স্বাধীনভাবে অভিব্যক্ত হওয়ার জন্য আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলা।** | |
| **দক্ষতা : C – 1.1 : বিভিন্ন সঙ্গীত কার্যক্রমের মাধ্যমে নিজের ব্যক্তিগত ও দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে প্রকাশ করে।** | |
| 03AE43 | পরিচিত সঙ্গীত শুনে গুনগুন করে। |
| 03AE44 | গান ও বাদ্যযন্ত্র চর্চা করে আনন্দের সঙ্গে গান গায়। |
| **দক্ষতা : C – 1.2 : সঙ্গীতের দলগত কাজের সময় নিজের চিন্তা ও প্রতিক্রিয়া আলোচনা করে।** | |
| 03AE45 | দলগত কার্যক্রমের সময় সেই কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করে নিজের মত প্রকাশ করে। |
| 03AE46 | শিক্ষক ও সহপাঠীদের গান গাওয়ার সময় প্রস্তাবিত পরিবর্তন লক্ষ করে সে অনুযায়ী প্রতিক্রিয়া দেয়। |
| **পাঠ্যক্রমের লক্ষ্য : CG – 2 : শিল্পচর্চার জন্য নিজের কল্পনাশক্তি ও সৃজনশীলতার মুক্ত ব্যবহার করা।** | |
| **দক্ষতা : C – 2.1 : বিভিন্ন ধরনের গান, বাদন (একক, যুগল, দলগত), সঙ্গীতের সমন্বয়, গান ও তালের অনুশীলন ও উপস্থাপনার সমন্বয় করে।** | |
| 03AE47 | পরিচিত গানের প্রকার যেমন শিশুদের গান, অভিনয়ধর্মী গান শুনে গায়। |
| 03AE48 | গানের বিভিন্ন প্রকার (যেমন একক, যুগল) বুঝে নিয়ে গায়। |
| 03AE49 | একক ও যুগল গানের অনুশীলন করে উপস্থাপন করে। |
| **দক্ষতা : C – 2.2 : গান ও অভিব্যক্তির মাধ্যমে শ্রেণিতে উপস্থাপিত সঙ্গীতের বিভিন্ন উপাদান (লয়, তাল, সুর, ভাব)-এর তুলনা ও পার্থক্য দেখায়।** | |
| 03AE50 | গানের প্রকার ব্যাখ্যা করে ও গায়। |

| | |
|---|---|
| 03AE51 | বিভিন্ন প্রকার গান শুনে পার্থক্য বোঝে । |
| 03AE52 | শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের পরিভাষা বলে। (যেমন- সঙ্গীত, আরোহ, অবরোহ) |
| 03AE53 | সহজ অলংকারের গঠন ও ক্রম বলে। |
| **পাঠ্যক্রমের লক্ষ্য : CG – 3 : শিল্পকলার মৌলিক প্রক্রিয়া, উপকরণ ও কৌশলের প্রকাশ ঘটানো।** | |
| **দক্ষতা : C – 3.1 : সঙ্গীত উপস্থাপনের সময় ধ্বনি, বাদ্যযন্ত্র ও সমন্বয়সহ সেগুলির নির্বাচন করে।** | |
| 03AE54 | পরিবেশের বিভিন্ন শব্দ শুনে চিনতে পারে। |
| 03AE55 | পরিবেশের বিভিন্ন ধ্বনি এবং তা থেকে সৃষ্ট লয় ও তাল ব্যবহার করে গান ও বাদন করে। |
| **দক্ষতা : C – 3.2 : উপস্থাপনা ও অনুশীলনে অংশগ্রহণের জন্য সঙ্গীত নির্বাচন করতে বিভিন্ন ধারণা দেয়।** | |
| 03AE56 | ধ্বনি ও বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে গানের ধরন গাওয়ার সময় বিভিন্ন ধারণা দিয়ে উপস্থাপন করে। |
| 03AE57 | বিভিন্ন গান অনুশীলন করে গায়। |
| 03AE58 | অনুশীলনের ভিত্তিতে প্রস্তুত করা গান উপস্থাপন করে। |
| **পাঠ্যক্রমের লক্ষ্য : CG – 4 : চারপাশের সৌন্দর্য খুঁজে বের করা এবং বিভিন্ন স্থানীয় শিল্পধারা ও সাংস্কৃতিক রীতিনীতির প্রতি আগ্রহ তৈরি করা।** | |
| **দক্ষতা : C – 4.1 : প্রকৃতির সঙ্গীত উপাদান শনাক্ত করে এবং তাদের শিল্পগত বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে।** | |
| 03AE59 | পরিবেশে শোনা ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গীতের ধ্বনির সম্পর্ক স্থাপন করে। |
| 03AE60 | স্থানীয়/এলাকার শিল্পীদের সম্পর্কে তথ্য বলে। |
| **দক্ষতা : C – 4.2 : স্থানীয় শিল্পধারা ও সংস্কৃতির প্রতি কৌতূহল দেখায়।** | |
| 03AE61 | পরিবেশেরস্থানীয় লোকসঙ্গীতের তথ্য নিয়ে তাতে অংশগ্রহণ করে। |

## নৃত্যকলা

| | |
|---|---|
| **পাঠ্যক্রমের লক্ষ্য : CG – 1 : শিল্পের মাধ্যমে মানবীয় অনুভূতির অনুসন্ধান, উপস্থাপন ও প্রকাশের আত্মবিশ্বাস অভিজ্ঞতার মাধ্যমে গড়ে তোলা।** | |
| **দক্ষতা : C – 1.1 : পরিচিত নৃত্যের ভঙ্গিমাগুলি অনুশীলন ও প্রদর্শনে উৎসাহের সঙ্গে উপস্থাপন করে।** | |
| 03AE62 | পরিচিত নৃত্যের শারীরিক চলনগুলো ক্রমানুসারে ছন্দময়ভাবে উপস্থাপন করে। |
| **দক্ষতা : C – 1.2 : নৃত্য ও চলনের দলগত উপস্থাপনায় ধারণা ও প্রতিক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করে।** | |
| 03AE63 | নৃত্য ও চলনের দলগত উপস্থাপনায় সহযোগিতা করে। |
| **পাঠ্যক্রমের লক্ষ্য : CG – 2 : শিল্পচর্চার জন্য কল্পনাশক্তি ও সৃজনশীলতার মুক্ত ব্যবহার করা।** | |
| **দক্ষতা : C – 2.1 : দৈনন্দিন কাজ ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নৃত্য ও চলনের ধারাবাহিকতা তৈরি করে উপস্থাপন করে।** | |
| 03AE64 | দৈনন্দিন জীবনে করা শারীরিক চলনের ক্রম তৈরি করে উপস্থাপন করে। |
| **দক্ষতা : C – 2.2 : শ্রেণিতে উপস্থাপিত বিষয়, বিভিন্ন নৃত্য ও চলন, বিভিন্ন শৈলীর অভিব্যক্তি, তাল ও মুদ্রার তুলনা ও পার্থক্য দেখায়।** | |
| 03AE65 | নৃত্যের লয় ও তাল ধারণা ব্যাখ্যা করে। |
| **পাঠ্যক্রমের লক্ষ্য : CG – 3 : শিল্পকলার মৌলিক প্রক্রিয়া ও কৌশলের প্রকাশ ঘটানো।** | |
| **দক্ষতা : C – 3.1 : নৃত্যে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র, পোশাক, নৃত্যক্রম ও অন্যান্য উপকরণের নির্বাচন করে।** | |
| 03AE66 | নৃত্যে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র চিনে তাদের নাম বলে। |
| 03AE67 | বিভিন্ন পোশাক পর্যবেক্ষণ করে তার মাধ্যমে নৃত্যের ধরন চিহ্নিত করে। |
| 03AE68 | বিভিন্ন পোশাক পর্যবেক্ষণ করে কিছু নৃত্যের ভঙ্গি প্রদর্শন করে। |
| **দক্ষতা : C – 3.2 : নৃত্য ও চলনের ধারা নির্বাচন এবং উপস্থাপনা ও অনুশীলনে অংশগ্রহণের সময় ধারণা প্রদান করে।** | |
| 03AE69 | নিজস্ব ধারণা অনুযায়ী নির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনা করে এবং তার ভিত্তিতে নৃত্য ও চলনের মাধ্যমে উপস্থাপন করে। |
| **পাঠ্যক্রমের লক্ষ্য : CG – 4 : চারপাশের সৌন্দর্য খুঁজে বের করা এবং বিভিন্ন স্থানীয় শিল্পধারা ও সাংস্কৃতিক রীতিনীতির প্রতি আগ্রহ তৈরি করা।** | |
| **দক্ষতা : C – 4.1 : প্রকৃতির নৃত্য ও চলনের উপাদান শনাক্ত করে এবং তাদের শিল্পগত গুণাবলি বর্ণনা করে।** | |
| 03AE70 | প্রকৃতির উপাদান বর্ণনা করে বিভিন্ন গানের সঙ্গে নৃত্য ও চলন করে। |
| **দক্ষতা : C – 4.2 : স্থানীয় শিল্পধারা ও সংস্কৃতির প্রতি কৌতূহল প্রদর্শন করে।** | |
| 03AE71 | বিভিন্ন স্থানীয় শিল্পধারার বর্ণনা করে এবং সেগুলোর নৃত্যের প্রকার সম্পর্কে তথ্য জানায়। |

**দ্রষ্টব্য :** বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের অধ্যয়ন-অধ্যাপন প্রক্রিয়ায় সাংকেতিক ভাষা (সাইন ল্যাঙ্গয়েজ) এবং অন্যান্য সহায়ক অধ্যাপন পদ্ধতি ব্যবহার করবেন। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের সম্ভাব্য সকল উপায়ে নিজেদের প্রকাশ করার সুযোগ দেবেন।

# সূচীপত্র

## দৃশ্যকলা


| অধ্যায় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| ১. কারুকার্যের আনন্দ | ১ |
| ২. অক্ষরের জগতে | ৯ |
| ৩. আমার চিত্র ও আমার কল্পনা | ১২ |
| ৪. বস্তুর জগতে | ১৬ |
| ৫. ত্রিমাত্রিক শিল্পকর্ম | ১৯ |


## রঙ্গমঞ্চ


| অধ্যায় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| ৬. এসো, অভিনয় করি | ২২ |
| ৭. এসো, নাটকের প্রস্তুতি করি | ২৮ |
| ৮. এসো, রঙ্গমঞ্চে যাই | ৩২ |


## সঙ্গীত


| অধ্যায় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| ৯. এসো, সবাই মিলে গান গাই | ৩৯ |
| ১০. একক গান, যুগল গান | ৪৭ |
| ১১. সুরের পরম্পরা | ৫৩ |
| ১২. সুরের সঙ্গে বন্ধুত্ব | ৬০ |


## নৃত্যকলা


| অধ্যায় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| ১৩. নৃত্য, আমার আনন্দ | ৬৬ |
| ১৪. নৃত্যময় জীবন | ৭১ |
| ১৫. নৃত্যের সঙ্গী | ৭৬ |
| ১৬. কলা সংস্কৃতি | ৮২ |

# দৃশ্যকলা

# ১. কারুকার্যের আনন্দ

আজ আমরা আমাদের চারপাশের এক সুন্দর জগতে ভ্রমণে যাব! তোমরা কি কখনও শাড়ির পাড়ের কারুকার্য দেখেছ অথবা শার্টের ছোট ছোট বর্গাকার কারুকার্য লক্ষ্য করেছ? আমরা যখন বাড়ির বাইরে যাই, তখন দরজায় লাগানো তোরণ, দরজার সামনে আঁকা আলপনা, এসবের মধ্যেও একটি মিল দেখতে পাই।

যখন কোনো রেখা, কোনো আকৃতি বা কোনো রং নির্দিষ্ট ক্রমে একের পর এক বার বার আসে তখন সেখানে একটি সুন্দর 'কারুকার্য' তৈরি হয়। কারুকার্য শুধু একটি ছবি নয়, এটি হলো রেখা, আকৃতি ও রঙের বিন্যাস, পুনরাবৃত্তি বা ছন্দ।

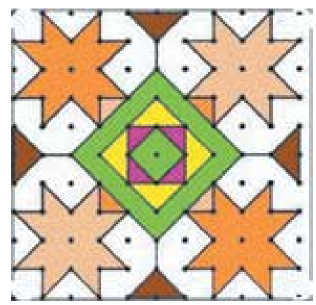

আমাদের বাড়ির মেঝের টাইল্‌সে, জানালার লোহার জালিতে, এমনকি আমরা যে আলপনা আঁকি সেখানেও কারুকার্য লুকিয়ে থাকে। কখনও তা সরলরেখায় হয়, কখনও আঁকাবাঁকা, কখনও গোলাকার, কখনও ত্রিভুজাকার। আজ আমরা সাধারণ কিছু রেখার সাহায্যে এই 'কারুকার্যের মজা' অনুভব করব। তাহলে এসো, আমরা আমাদের কল্পনাশক্তি দিয়ে কাগজে কারুকার্যে জগৎ ফুটিয়ে তুলি!

**কারুকার্য : রেখা ও আকৃতি**

সুন্দর কারুকার্য তৈরীর জন্য আমাদের রেখা ও আকৃতির সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে হবে। কারণ রেখা ও আকৃতিই কারুকার্যর ভিত্তি।

**রেখার পরিচয় :** উল্লম্ব রেখা,অনুভূমিক রেখা, তির্যক রেখা, ভাঙা রেখা, বক্র রেখা, আঁকাবাঁকা রেখা ইত্যাদি।

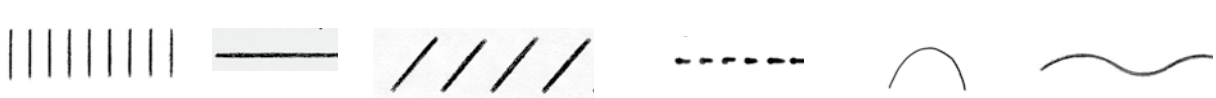


- শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন কারুকার্যের উদাহরণ দেখিয়ে আরও উদাহরণ ভাবতে উৎসাহিত করবেন। কারুকার্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন আকৃতি নিয়ে আলোচনা করবেন।

CG – 4
C –4.1
LO– 03AE21

আমাদের চারপাশে দেখা বিভিন্ন আকৃতি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, তার মধ্যে কিছু জ্যামিতিক আকৃতি এবং কিছু প্রাকৃতিক আকৃতি রয়েছে।

**জ্যামিতিক আকৃতি :** ত্রিভুজ, বর্গক্ষেত্র, আয়তক্ষেত্র, বৃত্ত, অর্ধবৃত্ত।

ত্রিভুজ    বর্গক্ষেত্র    আয়তক্ষেত্র    বৃত্ত    অর্ধবৃত্ত

**প্রাকৃতিক আকৃতি :** পাতা, ফুল, পাখি, প্রাণী, চাঁদ এবং তারা।

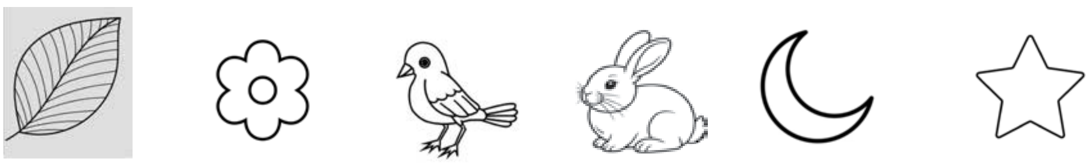

## এসো, রেখা ও আকৃতির অনুশীলন করি

কাগজে বিভিন্ন ধরনের রেখা আঁকো। তারপর হাতে মুক্তভাবে গোলাকার এবং বিভিন্ন জ্যামিতিক ও প্রাকৃতিক আকৃতি আঁকার অনুশীলন করো।

## এসো, রেখার মাধ্যমে কারুকার্য তৈরি করি

পরের ঘরে শুধু সোজা উল্লম্ব এবং আঁকাবাঁকা রেখার পুনরাবৃত্তি করো। দেখো, একটি সহজ কিন্তু সুন্দর কারুকার্য তৈরি হবে। এরপর তোমার খাতায় শুধু বিভিন্ন ধরনের রেখা ব্যবহার করে কারুকার্য তৈরি করো।

## এসো, আকৃতির মাধ্যমে কারুকার্য তৈরি করি ।

পরের ঘরে শুধু জ্যামিতিক আকৃতি যেমন- বর্গক্ষেত্র, বৃত্ত এবং ত্রিভুজ ব্যবহার করো। তোমার পছন্দ মতো সাজিয়ে আকৃতির কারুকার্য তৈরি করো।

- বিভিন্ন আকৃতির পরিচয় করাবেন।
- প্রথমে শুধু রেখা এবং পরে আকৃতির মাধ্যমে কারুকার্য তৈরি করিয়ে নেবেন।
- রেখা এবং আকৃতির মাধ্যমে কারুকার্য তৈরি করার সুযোগ দেবেন।

CG – 2
C – 2.1
LO7/12/21

## এসো, রেখা ও আকারের সাহায্যে সুন্দর কারুকার্যের কাজ করি!

নিচের ছকের মধ্যে এখন পর্যন্ত শেখা বিভিন্ন রেখার মধ্যে তোমার পছন্দের যেকোনো রেখা এবং প্রাকৃতিক আকারের সাহায্যে সুন্দর কারুকার্য তৈরি করো।

## গাঢ় ও উজ্জ্বল রঙের পরিচয়

তোমরা বিভিন্ন রঙ এবং তাদের নাম জানো। এবার আমরা গাঢ় ও উজ্জ্বল রঙ সম্পর্কে জানব।

এখন এই রঙগুলি দেখো এবং বলো কোন কোন রঙ তোমাদের চোখে উজ্জ্বল মনে হয় এবং কোনগুলো গাঢ় মনে হয়?

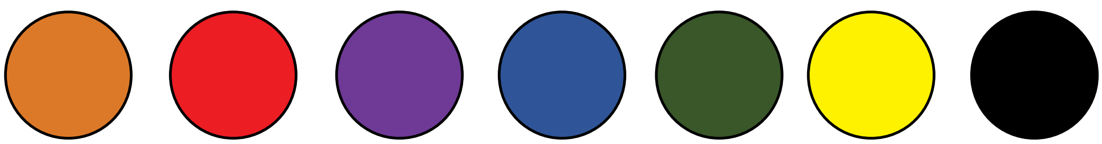

- **গাঢ় রঙ:** নীল, গাঢ় সবুজ, বেগুনি, কালো এই রঙগুলি গাঢ় রঙের দলে পড়ে।
- **উজ্জ্বল রঙ:** হলুদ, কমলা, লাল এই রঙগুলি উজ্জ্বল ও চকচকে দেখায়।

**মনে রাখবে:** কারুকার্যে রঙ করলে তা আরও জীবন্ত ও সুন্দর লাগে। কারুকার্যে একটি গাঢ় এবং একটি উজ্জ্বল রঙ পালা করে ব্যবহার করলে কারুকার্যটি আরও সুন্দর দেখায়।

## এসো, আঁকি ও রঙ করি

এখন নিচে কিছু ছক দেওয়া আছে। সেই ঘরে তোমার পছন্দমতো রেখা ও আকার ব্যবহার করে সুন্দর কারুকার্য আঁকো। এবার প্রথম ছকের কারুকার্যটি উজ্জ্বল রঙে রঙ করো এবং দ্বিতীয় ঘরের কারুকার্যটি গাঢ় রঙে রঙ করো।

### কারুকার্য এঁকে উজ্জ্বল রঙে রঙ করো

- গাঢ় ও উজ্জ্বল রঙের বিভিন্ন ছটা সম্পর্কে পরিচয় করে দেবেন।
- গাঢ় ও উজ্জ্বল রঙ ব্যবহার করে কারুকার্য রঙ করতে বলবেন।

CG -2
C -2.2
LO- 03AE12/13

কারুকার্য এঁকে গাঢ় রঙে রঙ করো।

কারুকার্য এঁকে গাঢ় ও উজ্জ্বল দুই ধরনের রঙ ব্যবহার করে রঙ করো।

## ছাপ শিল্পের মাধ্যমে কারুকার্য তৈরি

এখন পর্যন্ত আমরা রেখা, আকার ও রঙের সাহায্যে সুন্দর কারুকার্য তৈরি করে রঙ করেছি। এবার নিচের কারুকার্যগুলো দেখো। তোমাদের আলাদা কী চোখে পড়ছে, তা নিয়ে আলোচনা করো। আমরাও বিভিন্ন ছাপ ব্যবহার করে কারুকার্য তৈরি করতে পারি।

এসো, তাহলে বিভিন্ন ধরনের ছাপ এবং ছাপ নেওয়ার পদ্ধতি জেনে নিই। ছাপের কাজ হলো কারুকার্য তৈরির একটি সহজ কৌশল।

আমাদের আশেপাশে থাকা যেকোনো বস্তুর ছাপ নেওয়া যায়। তবে সেই ছাপটি কাগজে ফুটে উঠতে হবে। যেমন- ঢেঁড়স, পেঁয়াজ, কলমের ঢাকনা, পাতা, হাতের আঙুল, মুচড়ানো কাগজ ইত্যাদি।

যে বস্তুর ছাপ নিতে হবে, সেই বস্তুর পৃষ্ঠটি রঙের পাত্রে ডুবিয়ে কাগজের উপর আলতো করে চাপ দিতে হবে, যাতে তার আকার কাগজে ফুটে ওঠে। নিচে কিছু ছাপ দেওয়া আছে। ছাপগুলো দেখে বলো তো, সেগুলো কোন বস্তুর ছাপ? চিনে লিখো।

- ছাপের কাজের মাধ্যমে তৈরি কারুকার্যের নমুনা দেখাতে হবে এবং সেগুলো কোন বস্তুর ছাপ তা চিনতে বলতে হবে।
- ছাপের কাজের মাধ্যমে কারুকার্য তৈরি করো।

CG – 2
C –2.2
LO–03AE13,/16

## ছাপ চিনে লেখো

........................

........................

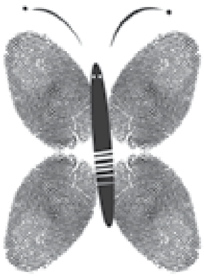

..................

..................

## এসো, ছাপ দিয়ে কারুকার্য তৈরি করি

তোমার আঁকার খাতায় ঢেঁড়স কেটে তার রঙে ডুবানো ছাপ একটি সরল রেখায় দাও। দুটি ছাপের মাঝখানে আঙুলের ছাপ দিয়ে নতুন কারুকার্য তৈরি করো।

খুব ভালো!

এবার খাতায় এ রকম ছক তৈরি করো এবং বিভিন্ন বস্তুর ছাপ নিয়ে সুন্দর কারুকার্য তৈরির অনুশীলন করো। এর মধ্যে তোমার পছন্দের কারুকার্যটি তোমার শিক্ষককে দেখাও।

## বুনট তৈরি ও কারুকার্যের কাজ

কোনো বস্তুর উপরিভাগ হাতে কেমন লাগে (খসখসে না মসৃণ) তাকে 'বুনট' বলে।

এই ধরনের খসখসে পৃষ্ঠের সাহায্যে কাগজে বুনট তৈরি করা যায়। বুনট তৈরি করার জন্য নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করো।

- যেকোনো একটি খসখসে পৃষ্ঠ বেছে নাও, যেমন মুদ্রা, বস্তা, চিরুনি, পাটের ব্যাগ, খসখসে কাঁচ, গাছের পাতার শিরাযুক্ত অংশ, গাছের কাণ্ড ইত্যাদি।
- যে বস্তুর বুনট কাগজে নিতে চাও, সেটি কাগজের নিচে রাখো। তারপর ওপর থেকে পেন্সিল দিয়ে হালকা করে ঘষো। দেখবে কাগজে সুন্দর একটি বুনট তৈরি হবে।
- তৈরি করা প্যাটার্ন (পোত)গুলোকে বিভিন্ন আকারে কেটে নাও। যেমন ত্রিভুজ,

- বিভিন্ন বস্তুর ছাপ নিয়ে কারুকার্য তৈরির সুযোগ দাও এবং অনুশীলন করতে বলো।

CG – 3
C – 3.1
LO– 03AE13, 16

চতুর্ভুজ, গোল, অর্ধবৃত্ত, বৃত্ত ইত্যাদি।

- পোতের সাহায্যে তৈরি করা এই বিভিন্ন ধরনের ও বিভিন্ন রঙের আকারগুলো কাগজে আটকে কারুকার্যযুক্ত রঙোলি তৈরি করো।
- পোত তৈরি করার জন্য রঙিন পেন্সিল, তেল প্যাস্টেলও ব্যবহার করা যেতে পারে।

**কোলাজ পদ্ধতির সাহায্যে কারুকার্যের কাজ**

এখন কারুকার্যের পরের নমুনাটি দেখো। এতে কি তোমাদের কোনো আলাদা বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ছে? তা তোমাদের শ্রেণির দলে আলোচনা করো।

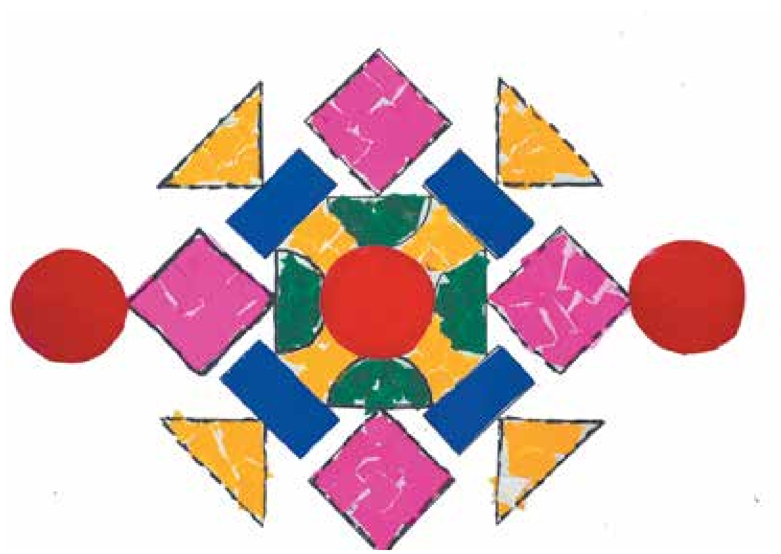

পাশের ছবিটি রঙ করে বা ছাপ নিয়ে তৈরি করা হয়নি। বরং কাগজের ছোট ছোট টুকরো আটকে তৈরি করা হয়েছে। একে 'কোলাজ ছবি' বলা হয়।

কোলাজ বলতে বিভিন্ন ধরনের কাগজ, কাপড় বা অন্যান্য বস্তুর ছোট ছোট টুকরো একত্রে আটকে তৈরি করা শিল্পকর্মকে বোঝায়। ছবিতে কোলাজ পদ্ধতি ব্যবহার করলে সুন্দর ছবি তৈরি হয়।

- আশপাশের বিভিন্ন পৃষ্ঠে পোত তৈরির প্রদর্শন করে বিভিন্ন ধরনের পোত নেওয়ার সুযোগ দিতে হবে।
- বিভিন্ন পোতের মাধ্যমে ছবি বা কারুকার্য তৈরি করতে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতে হবে।

CG – 3
C –3.1, 3.2
LO– 03AE14, 18

## এসো, কাগজের উপর কারুকার্য তৈরি করি

এর জন্য পুরোনো সংবাদপত্র, রঙিন ম্যাগাজিনের টুকরো, কাঁচি, আঠা এবং সাদা কাগজ নাও। এখন নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করো।

১. রঙিন কাগজ থেকে ছোট ছোট ত্রিভুজ, বৃত্ত এবং বর্গাকৃতি কেটে নাও।

২. সাদা কাগজে পেন্সিল দিয়ে ৫ সেমি চওড়া একটি লম্বা ফিতা আঁকো।

৩. এই ফিতার প্রথমে কাটা রঙিন আকারগুলো একটি নির্দিষ্ট ক্রমে (যেমন- একটি ত্রিভুজ, একটি বৃত্ত) আটকে দাও।

৪. দুটি আকারের মাঝে কিছু ফাঁকা জায়গা রেখে সেখানে রঙিন কাগজের সরু ফিতা আটকে দাও।

৫. দেখো, তোমার 'কাগজের কোলাজ কারুকার্য' তৈরি হয়ে গেছে!
তোমার তৈরি কারুকার্যটি শিক্ষককে দেখাও। অনুশীলনের জন্য আরও বিভিন্ন রঙের কাগজের টুকরো দিয়ে নতুন কারুকার্য তৈরি করো।

## কাগজ দিয়ে জালিদার কারুকার্য

এতক্ষন আমরা কাগজের উপর কারুকার্যের কাজ করেছি, কিন্তু কাগজ দিয়েও কারুকার্য তৈরি করা যায়!

এর জন্য আমাদের লাগবে

- রঙিন বা সাদা বর্গাকার কাগজ
- ছোট কাঁচি(ভোঁতা মাথার, শিশুদের জন্য নিরাপদ)
- পেন্সিল

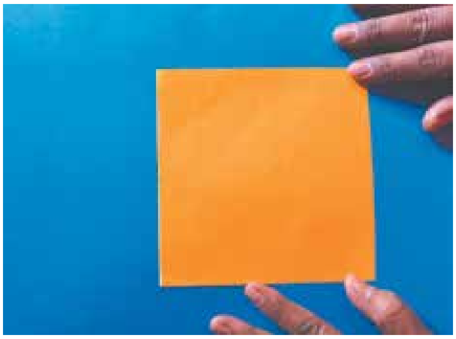

### এখন ধাপে ধাপে এই কারুকার্য তৈরি করি

**ধাপ ১ :** কাগজ ভাঁজ করা

- প্রথমে গাঢ় রঙের একটি বর্গাকার কাগজ নাও।
- কাগজটিকে মাঝখান থেকে ঠিকভাবে ভাঁজ করে একটি আয়তক্ষেত্র বানাও।

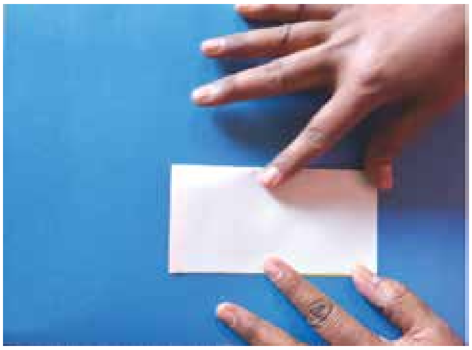

**ধাপ ২ :** কারুকার্য আঁকা

- এখন কাগজের বন্ধ দিক এবং খোলা দিকে পেন্সিল দিয়ে ছোট-বড় আকার আঁকো।

- কোলাজ পদ্ধতির নমুনা দেখিয়ে কোলাজ পদ্ধতির ধারণা বোঝাতে হবে।
- বিভিন্ন রঙিন কাগজ, ম্যাগাজিন ও সংবাদপত্রের রঙিন কাগজ ব্যবহার করে কারুকার্যের কাজ করতে বলতে হবে।

CG – 2
C –2.2
LO– 03AE 12

- কাগজের মাঝের ভাঁজ করা দিকটি যেন পুরোপুরি কাটা না যায়, সেদিকে খেয়াল রাখো। না হলে কাগজ টুকরো হয়ে যাবে এবং কারুকার্যটি আলাদা হয়ে যাবে।

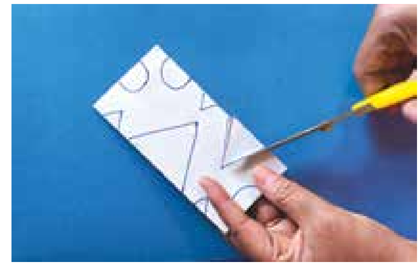

**ধাপ ৩ :** কাঁচি দিয়ে কাটা

- পেন্সিলে করা দাগের ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে কাঁচি দিয়ে কাগজ কেটে নাও।
- কাটা ছোট ছোট টুকরোগুলো পাশে সরিয়ে রাখো।

**ধাপ ৪ :** কারুকার্য খুলে দেখা

- এবার ধীরে ধীরে কাগজের সব ভাঁজ খুলে দাও।
- তোমরা কাগজে একটি সুন্দর, সমান এবং গোলাকার কারুকার্য দেখতে পাবে!

**ধাপ ৫ :** কারুকার্যের কাগজ লাগানো

- তৈরি করা কারুকার্যের কাগজটি খাতায় লাগাও।

এখন আমরা কাগজকে চৌকো করে ভাঁজ করে কারুকার্য তৈরি করলাম। কিন্তু তোমরা কাগজকে বিভিন্নভাবে ভাঁজ করেও সুন্দর কারুকার্য তৈরি করো এবং রঙিন কাগজে লাগাও।

## আমার কাজ

১) পাঁচ ধরনের ভিন্ন ভিন্ন রেখা ব্যবহার করে তোমার খাতার পাতায় একটি সুন্দর বর্ডার তৈরি করো।

২) বিভিন্ন ছাপের সাহায্যে একটি সুন্দর শুভেচ্ছা কার্ড উপহার কার্ড তৈরি করো।

৩) একটি ত্রিভুজ আঁকো এবং তার মধ্যে একটি কারুকার্য আঁকো। সেখানে শুধু উজ্জ্বল রং ব্যবহার করে রং করো।

৪) পুরোনো সংবাদপত্র থেকে শুধু বিজ্ঞাপনের রঙিন অংশ বেছে নাও। সেগুলো হাতে ছোট ছোট গোল টুকরো করো। এই টুকরোগুলো একটি সোজা রেখায় লাগিয়ে রঙিন 'মণির মালা' তৈরি করো।

৫) একটি কাগজে পাঁচটি ত্রিভুজ এবং পাঁচটি বৃত্তাকার আকার কেটে নাও। এই আকারগুলো ব্যবহার করে অনেক ধরনের বিভিন্ন কারুকার্য তৈরি করা যাবে, সেগুলো খাতায় লাগাও।

- শিক্ষার্থীদের তৈরি কারুকার্য কাজ শ্রেণীকক্ষে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করবেন।

CG – 2,3,4
C –2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1
LO–03AE12/13/16/21/23/14/18

# ২. অক্ষরের জগতে

নিচে সুন্দর হাতের লেখার কিছু নমুনা দেখো। কী সুন্দর, বাঁকানো ও আকর্ষণীয় অক্ষর! দেখতে কত ভালো লাগে, তাই না? আমাদের হাতের লেখাও যেন এমন সুন্দর ও বাঁকানো হয়, তার জন্য আমরা অক্ষর লেখার অনুশীলন করব।

সহ্যাদ্রি পর্বত শিখরের মতন,<br>
মহান আমাদের দেবনাগরী লিপি।

পাঠশালায় মন লাগে এমন,<br>
শিশুকে তার মা স্নেহ করে যেমন।

সুন্দর হাতের লেখা একটি শিল্প,<br>
যা নিয়মিত অনুশীলনের মাধ্যমে যে কেউ শিখতে পারে।

## এসো, আমরা অক্ষর লেখন অনুশীলন করি

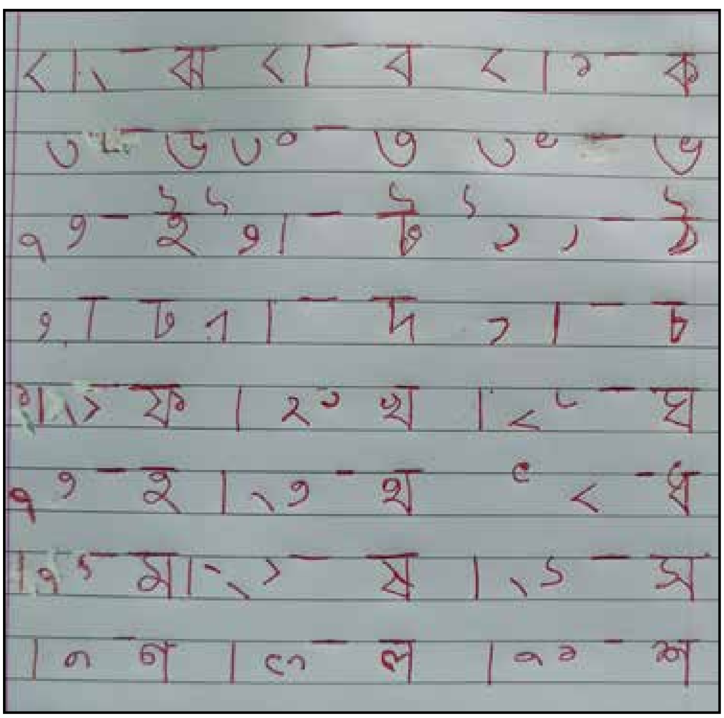

সুন্দর হাতের লেখার জন্য অক্ষরের বিভিন্ন অংশের অনুশীলন করা খুবই জরুরি। কিছু অক্ষরের অংশ দেখানো হয়েছে। সেগুলো কীভাবে এবং কোন ক্রমে আঁকতে হবে তা দেখানো হয়েছে। সেই অনুযায়ী অক্ষরের অংশগুলোর অনুশীলন করো।

খুব ভালো! এবার এই অক্ষরের অংশগুলো আরও বেশি করে তোমার দুই পংক্তির খাতায় অনুশীলন করো এবং তোমার শিক্ষককে দেখাও।

- বিভিন্ন অক্ষরের অংশ এবং তাদের বাঁক আঁকার বানানোর কৃতি প্রত্যক্ষ করে দেখাবেন।
- অক্ষরের অংশ আঁকার সময় সঠিক দিক অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করবেন।
- খাতায় অক্ষরের অংশের অনুশীলন করতে বলবেন।

CG - 1<br>
C - 1.2<br>
LO- 03AE5

## অক্ষরের অংশ থেকে অক্ষরের দিকে

আমরা অক্ষরের বিভিন্ন অংশ শিখেছি এবং তার অনুশীলনও করেছি। এবার এই অংশগুলি থেকে কীভাবে অক্ষর তৈরি হয় তা শিখব এবং অনুশীলন করব।

অক্ষর লেখার আরও অনুশীলন দাগওয়ালা খাতায় করো এবং তোমার শিক্ষককে দেখাও।

## উদাহরণ হিসেবে কিছু অক্ষর

অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ

এ ঐ ও ঔ ক খ গ ঘ ঙ

চ ছ জ ঝ ট ঠ ড ঢ ণ

ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম

য র ল শ ষ স হ ড় ঢ় য়

ক্ষ জ্ঞ ত্র শ্র

## অক্ষর থেকে শব্দের দিকে

আমরা অক্ষর লিখতে শিখেছি। এবার অক্ষর দিয়ে সুন্দর হাতের লেখায় শব্দ লিখি।

ভারত, বই, মহারাষ্ট্র, অভিনব

এভাবে তোমরা যে কোনো ২০টি শব্দ সুন্দর হাতের লেখায় লিখো।

- অক্ষরের অংশ থেকে কীভাবে অক্ষর লেখা হয়, তা প্রত্যক্ষ দেখাবেন।
- অক্ষর থেকে লেখা করার অনুশীলন করাবেন।
- বিভিন্ন শব্দ ও বাক্য খাতায় সুন্দর হাতের লেখায় লিখতে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করবেন।

CG – 1
C –1.2
LO– 03AE5

**সুন্দর হাতের লেখায় শুভেচ্ছা পত্র!**

নিচে কিছু নমুনা নিমন্ত্রণপত্র ও শুভেচ্ছা পত্র দেওয়া হয়েছে, সেগুলি দেখো। তোমরাও বিভিন্ন ধরনের নিমন্ত্রণপত্র সংগ্রহ করো। এই সংগ্রহে থাকা অক্ষরের বাঁক ও কারুকার্য লক্ষ্য করো।

তোমার পছন্দ অনুযায়ী একটি শুভেচ্ছা পত্র তৈরি করে সুন্দর হাতের লেখায় লিখে শিক্ষকের কাছে দেখাও।

অক্ষর লেখার জন্য পেন্সিল, কালির কলম, বলপেন, স্কেচপেন, তেল প্যাস্টেল ইত্যাদি বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করা যায়।

পেন্সিল – **সুন্দর হাতের লেখাই প্রকৃত অলংকার।**

কালির কলম – **সুন্দর হাতের লেখাই প্রকৃত অলংকার।**

বলপেন – **সুন্দর হাতের লেখাই প্রকৃত অলংকার।**

স্কেচপেন – **সুন্দর হাতের লেখাই প্রকৃত অলংকার।**

তেল প্যাস্টেল – **সুন্দর হাতের লেখাই প্রকৃত অলংকার।**

## আমার কাজ

১. সংবাদপত্র ও বই থেকে সুন্দর বাণী সংগ্রহ করো এবং সেই বাণীগুলি তোমার খাতায় সুন্দর হাতের লেখায় লিখো।

২. বিভিন্ন লেখার উপকরণ ব্যবহার করে নিজের নাম খাতায় লেখো। যেমন- পেন্সিল, কালির কলম, বলপেন, স্কেচপেন, তেল প্যাস্টেল।

- শিক্ষার্থীদের নিমন্ত্রণপত্র ও শুভেচ্ছা পত্রের নমুনা দেখাবেন।
- নিমন্ত্রণপত্র ও শুভেচ্ছা পত্র সংগ্রহ করতে বলবেন।
- শুভেচ্ছা পত্রে বিভিন্ন ধরনের অক্ষরের বাঁক ব্যবহার করতে বলবেন।

CG – 1
C –1.2
LO– 03AE5,6

# ৩. আমার চিত্র ও আমার কল্পনা

গতকাল কী ঘটেছিল, তা আমরা আজ মনে করে বলতে পারি। তেমনি আমরা দেখা কোনো ঘটনা, বস্তু বা অভিজ্ঞতার বর্ণনাও করতে পারি। সেই ঘটনাটি মনে করে তার ছবিও আঁকা যায়। এভাবে স্মৃতি থেকে আঁকা ছবিকে 'স্মৃতিচিত্র' বলা হয়। অর্থাৎ, স্মরণ করে আঁকা ছবিই হলো স্মৃতিচিত্র।

স্মৃতিচিত্র আঁকতে হলে তোমাদের রেখা ও আকারের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে হবে। কারুকার্যের কাজ করার সময় তোমরা এর অনুশীলন করেছ। এবার আরও একটু অনুশীলন করো এবং সুন্দর স্মৃতিচিত্র আঁকো।

**হাওয়ায় রেখাঙ্কন**- তোমার প্রিয় ফুল বা ফলের আকার আঙুল দিয়ে হাওয়ায় আঁকো। এবার সেই একই আকার কাগজে পেন্সিল দিয়ে আঁকো।

**মুক্ত রেখা**- কাগজে না থেমে গোলাকার, ঢেউ খেলানো ও তির্যক রেখা টেনে যাও। এই রেখাগুলোর মধ্যে তুমি কোনো মুখ বা পাহাড়ের মতো আকৃতি দেখতে পাচ্ছ কি না দেখো।

**মানুষের চিত্র**- মানুষের বিভিন্ন কাজ যেমন (বসা/হাঁটা/দৌড়ানো/নাচ করা) দেখানোর জন্য সহজ রেখার মাধ্যমে আঁকা রেখা দেখে তেমন কিছু মানুষের চিত্র আঁকার অনুশীলন করো।

## প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট উপাদানের সরল রেখাঙ্কন

আমাদের চারপাশে নানা ধরনের বস্তু ও উপাদান দেখা যায়। এর মধ্যে কিছু প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্টি হয়েছে, আবার কিছু মানুষ তৈরি করেছে।

প্রাকৃতিক উপাদান- যেমন- গাছ, পাতা, ফুল, পাখি, প্রাণী, পাহাড়, নদী ইত্যাদি।

মানবসৃষ্ট উপাদান- যেমন- বাড়ি, গাড়ি, বই, কম্পিউটার, ব্যাট, গ্লাস ইত্যাদি।

এছাড়াও তোমরা দেখেছ এমন ৫টি প্রাকৃতিক উপাদান এবং ৫টি মানবসৃষ্ট বস্তুর নামের সূচী তৈরি করো।।

- শিশুদের অভিজ্ঞতার জগতের বস্তু ও ফলের নাম নিয়ে, তাদের হাওয়ায় আকার আঁকতে উৎসাহিত করতে হবে।
- রেখাচিত্র আঁকার জন্য কিছু কৃতি নাম বলবেন এবং অনুশীলনের সুযোগ দেবেন।

CG – 1, 2
C –1.2, 2.1
LO– 03AE2,7,15

| প্রাকৃতিক উপাদান | মানবসৃষ্ট উপাদান |
|---|---|
| .......................... | .......................... |
| .......................... | .......................... |
| .......................... | .......................... |
| .......................... | .......................... |
| .......................... | .......................... |

তোমার পছন্দ অনুযায়ী তালিকা থেকে তোমার দেখা একটি প্রাকৃতিক উপাদান এবং একটি মানবসৃষ্ট বস্তুর ছবি খাতায় পেন্সিল দিয়ে আঁকো।

চিত্র আঁকার আগে সেই উপাদান বা বস্তুটির সব বিবরণ মনে করার চেষ্টা করো। তার আকার, গঠন, রং, স্পর্শ কেমন ছিল তা মনে করো। তারপর সেই উপাদানের মূল আকার ও ছোট ছোট বৈশিষ্ট্য আঁকো।

এখন তুমি দেখা প্রাকৃতিক উপাদান বা বস্তুগুলোর আঁকা ছবি তোমার শিক্ষক ও সহপাঠীদের দেখাও।

### স্মৃতি থেকে দৃশ্যের চিত্র

এবার আমরা তোমার স্মৃতির একটি চিত্র আঁকব। তোমার নিশ্চয়ই স্কুলে যাওয়ার প্রথম দিনের কথা মনে আছে।

এসো, 'স্কুলের প্রথম দিন' এই বিষয় নিয়ে একটি স্মৃতিচিত্র আঁকি।

**১. মনে করো –** স্কুলের প্রথম দিনটি কেমন ছিল? তুমি কীভাবে স্কুলে এসেছিলে? স্কুলের ভবন ও শ্রেণিকক্ষ মনে আছে কি? স্কুলে তোমাকে কীভাবে স্বাগত জানানো হয়েছিল? তোমাকে স্কুলে নিয়ে কে এসেছিল? স্কুলের চারপাশের পরিবেশ কেমন ছিল? স্কুলে আসার সময় তোমার কেমন লাগছিল? এর মধ্যে কোন বিষয়গুলো তোমার পরিস্কার মনে আছে তা ঠিক করো। সেই বিষয়টি কোন জ্যামিতিক আকারের মতো দেখায়, তা ভেবে তার চিত্র আঁকো।

**২. প্রধান চিত্রের রচনা –** (বিন্যাস) চিত্রের মাঝখানে নিজের বা বন্ধুর ছবি আঁকো। প্রধান চিত্র, গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং অন্যান্য উপাদানের সাধারণ আকার পেন্সিল দিয়ে হালকাভাবে আঁকো।

**৩. বিবরণ –** চিত্রের সব অংশের বিন্যাস ঠিক হয়ে গেলে স্মৃতি অনুযায়ী ছোট ছোট বিবরণ আঁকো। যেমন- স্কুলের দেয়াল, স্কুলের প্রবেশ দ্বারের সাজসজ্জা, স্বাগত বোর্ড ইত্যাদি।

**৪. রং করা –** স্মৃতিচিত্র আঁকা শেষ হলে রং করো। স্মৃতিচিত্রে আমরা যা দেখেছি, সেটি ঠিক সেভাবেই দেখানোর চেষ্টা করা হয়। তোমার পছন্দের রং দিয়ে চিত্রটি সুন্দর করে সম্পূর্ণ করো।

- প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট উপাদানের বর্ণনা করার সময় তাদের দৃশ্যগত বৈশিষ্ট্য বলতে উৎসাহ দিন।
- বর্ণনা অনুযায়ী ছবিতে বিস্তারিত অংশ দেখাতে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করুন।

CG - 1
C - 1.1
LO03AE02

নিচে দেওয়া দুটি চিত্র দেখো এবং তাদের মধ্যে পার্থক্য বুঝে নাও।

এর মধ্যে একটি হলো স্মৃতিচিত্র এবং অন্যটি হলো কল্পনাচিত্র। স্মৃতিচিত্রে আমরা দেখা কোনো ঘটনা, বস্তু বা বিষয়কে যেমন ছিল, তেমনভাবে আঁকার এবং রং করার চেষ্টা করি।

কল্পনাচিত্র স্মৃতিচিত্রের থেকে আলাদা। এই চিত্রেতে নতুনত্বপূর্ণ এবং বাস্তবের থেকে ভিন্ন বিষয় দেখা যায়। এই চিত্রে আমরা আমাদের মনের অনন্য কল্পনাগুলো প্রকাশ করতে পারি। মনের মজার ও অভিনব ভাবনা চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা হলে তাকে কল্পনাচিত্র বলা হয়।

..............................................................

..............................................................

উপরের দুটি চিত্রের মধ্যে কোনটি স্মৃতিচিত্র এবং কোনটি কল্পনাচিত্র তা চিনে ছবির নিচে তার নাম লিখো।

### এসো, কল্পনা থেকে একটি অভিনব কল্পনাচিত্র আঁকি

যে বিষয়গুলো বাস্তবে নেই কিন্তু আমরা সেগুলো কল্পনা করতে পারি, সেই কল্পনার ওপর ভিত্তি করে আঁকা চিত্রকে কল্পনাচিত্র বলা হয়। যেমন- পাখিদের ডানা থাকে, কিন্তু আমাদের ডানা নেই। কিন্তু যদি তোমার ডানা থাকত তাহলে?

চলো, এবার আমরা ‘আমার যদি ডানা থাকত...’ এই বিষয়ের ওপর একটি কল্পনাচিত্র আঁকি।

### নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করে চিত্র আঁকো।

**১. কল্পনা করো - যদি আমার ডানা থাকত,** তাহলে আমি দৈনন্দিন জীবনে কী কী করতাম? আমি কীভাবে স্কুলে যেতাম? পাখির মতো গাছে, পাহাড়ে উড়ে যেতাম কি? চাঁদে যেতাম কি? ডানা দিয়ে উড়ে আর কী কী করতাম? তোমার ডানার রং কেমন হতো সেটাও ভাবো। কল্পনা করা ঘটনা গুলোর মধ্যে তোমার পছন্দের কল্পনাটি নির্বাচন করো।

- শিশুদের মানুষের চিত্র আঁকার সময় প্রথমে রেখাচিত্র থেকে পূর্ণ চিত্র আঁকার অনুশীলন করাবেন।
- স্মৃতিচিত্র এবং কল্পনাচিত্রের মধ্যে পার্থক্য পরিষ্কারভাবে বোঝাবেন।

CG-1
C-1.1
LO- 03AE03

**২. মূল আকৃতি –** চিত্রের মাঝখানে তোমার কল্পনার আকৃতিটি পেন্সিল দিয়ে হালকা করে রেখাঙ্কিত করো।

বিবরণ - তোমার কল্পনার অন্যান্য পটভূমির বিষয়গুলো চিতেতে সুন্দরভাবে আঁকো।

যেমন - পাহাড়, মেঘ, চাঁদ, রংধনু ইত্যাদি তোমার কল্পনা অনুযায়ী পটভূমিতে আঁকো।

**৩. কল্পনায় সব কিছুই সম্ভব!** গাছে ফুলের বদলে চকোলেট লাগানো দেখাতে পারো, অথবা মেঘ থেকে বৃষ্টির বদলে রঙিন গোলা পড়ছে এমনও দেখাতে পারো। তুমি এমন যেকোনো কল্পনা করতে পারো।

**৪. রং করা :** তোমার পছন্দের যেকোনো বিশেষ রং ব্যবহার করে কল্পনার ছবি রং করতে পারো।

তোমার কল্পনার চিত্রটি শ্রেণির বন্ধু ও শিক্ষকদের দেখাও এবং চিত্রের কল্পনা নিয়ে আলোচনা করো।

**মনে রাখবে :**

কল্পনাচিত্রে রঙের কোনো বাধা নেই। তুমি তোমার নিজের একটি পৃথিবী তৈরি করতে পারো।

যেমন - বেগুনি রঙের ঘাস, গোলাপি আকাশও আঁকতে পারো।

## আমার কাজ

১) তোমার পছন্দের প্রাণীর চিত্র আঁকো।
২) যেকোনো একটি উৎসবের চিত্র আঁকো।
৩) 'আকাশে উড়ে চলা আমার গাড়ি' বিষয়ের উপর কল্পনার চিত্র আঁকো।
৪) 'আমার স্বপ্নের পরী' বিষয়ের উপর কল্পনারচিত্র আঁকো।

- শিক্ষার্থীদের এমন প্রশ্ন করতে হবে যাতে তাদের কল্পনাশক্তির বিকাশ হয় এবং তারা কল্পনারচিত্র আঁকতে ও রং করতে উৎসাহ পায়।

CG - 1
C -1.1
LO- 03AE03,4

# ৪. বস্তুর জগতে

আমরা দৈনন্দিন জীবনে অনেক ধরনের বস্তু ব্যবহার করি। বাড়িতে, স্কুলে এবং আশেপাশের পরিবেশে আমরা ছোট বড় অনেক বস্তু দেখতে পাই। বস্তু ব্যবহার করার সময় আমরা তার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বুঝতে পারি। যেমন - তার আকার, পুরুত্ব, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, রং এবং তার পৃষ্ঠ ইত্যাদি।

কোনো বস্তুর চিত্র আঁকার আগে সেই বস্তুকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে তার বৈশিষ্ট্যগুলি বোঝা দরকার। এসো, বস্তু পর্যবেক্ষণ করে তাদের বৈশিষ্ট্যগুলি জেনে নিই। বস্তুর আকার, তার মধ্যে লুকিয়ে থাকা জ্যামিতিক আকৃতি, আঁকার জন্য প্রয়োজনীয় রেখা, রং এবং পৃষ্ঠতল ইত্যাদি।

## আকার এবং বস্তু

তোমার আশেপাশের বস্তুগুলি পর্যবেক্ষণ করো এবং নিচের জ্যামিতিক আকৃতি অনুযায়ী তার দল তৈরি করে নাম লেখো।

| চৌকো আকারের বস্তু | ত্রিভুজ আকারের বস্তু | গোলাকার বস্তু | জ্যামিতিক আকারের বস্তু |
|---|---|---|---|
| ..................... | ..................... | ..................... | ..................... |
| ..................... | ..................... | ..................... | ..................... |
| ..................... | ..................... | ..................... | ..................... |
| ..................... | ..................... | ..................... | ..................... |

## এসো, বস্তুতে জ্যামিতিক আকার খুঁজি

চিত্রে দেওয়া বস্তুগুলি ভালোভাবে দেখো। তার মধ্যে লুকিয়ে থাকা জ্যামিতিক আকার খুঁজে বের করে পাশের ঘরে আঁকো।

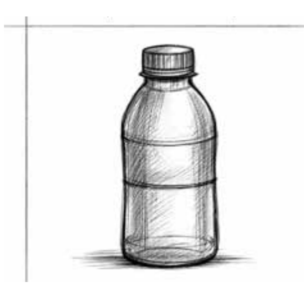

তোমরা বস্তু পর্যবেক্ষণ করে তার মধ্যে থাকা জ্যামিতিক আকার খুঁজে বের করতে পেরেছ। এখন তোমরা সহজেই বস্তুর চিত্র আঁকতে পারবে।

- বস্তু এবং তার মধ্যে থাকা জ্যামিতিক আকার চেনার জন্য প্রশ্ন করবেন।

CG - 1
C - 1.1
LO- 03AE01

## এসো, বস্তুর চিত্র আঁকি

পাশে রাখা দুটি বস্তুর চিত্র নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করে আঁকি।

১. প্রথমে বস্তুগুলো ভালো করে দেখো।

২. শুরুতে বস্তুগুলোর মধ্যে থাকা জ্যামিতিক আকার খুঁজে বের করো।

৩. দুটি বস্তুর আকারের পার্থক্য ও অনুপাত লক্ষ্য করো।

৪. বস্তুর বাইরের আকার জ্যামিতিক আকারের সাহায্যে আঁকো।

৫. বস্তুর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী রেখার সাহায্যে আকারে সঠিক বাঁক দিয়ে ছবি সম্পূর্ণ করো।

৬. বস্তুর ছোট ছোট অংশ ও সূক্ষ্ম বিষয়গুলো আঁকো।

৭. তৈরি করা চিত্রে তোমার পছন্দের রং ব্যবহার করে রং করো। যেমন- তেল প্যাস্টেল, জলরং ইত্যাদি।

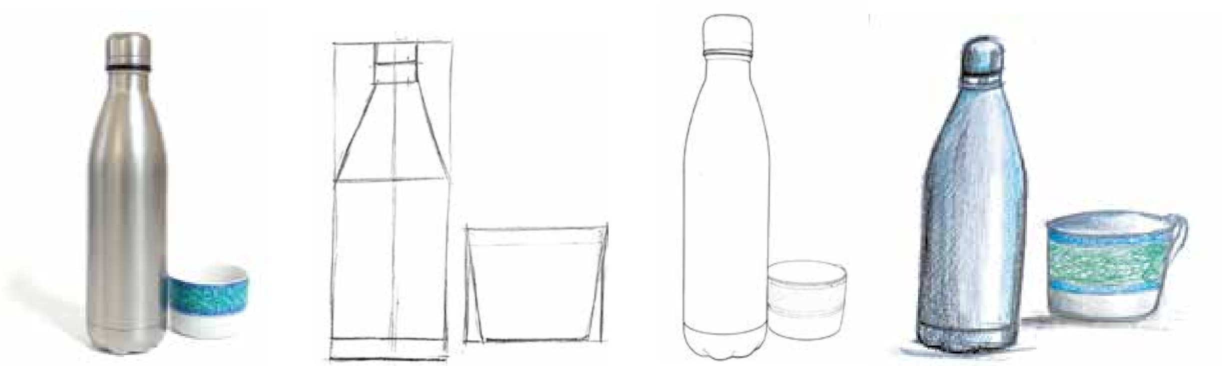

## এসো, ছাপ ব্যবহার করে বস্তুর চিত্রে রং করি

তোমরা বস্তুর চিত্র এঁকে সুন্দরভাবে রং করেছ। কিন্তু জানো কি, ছাপ ব্যবহার করেও বস্তুর ছবি রং করা যায়? আগে আমরা কারুকার্যের কাজে বিভিন্ন ধরনের ছাপ নিয়েছি, মনে আছে তো?

তাহলে এবার ছাপ ব্যবহার করে চিত্র রং করি।

১. তোমাদের শ্রেণীকক্ষের যেকোনো একটি বস্তুর চিত্র আঁকো। যেমন- ব্যাগ, টিফিন বক্স, বই, কলম ইত্যাদি।

২. বস্তুটির রং অনুযায়ী ছাপ নেওয়ার জন্য জলরং বেছে নাও।

৩. ছবি রং করার জন্য কোন ধরনের ছাপ ব্যবহার করবে তা ঠিক করো। যেমন- আঙুলের ছাপ, ঢেঁড়সের ছাপ, কাঁটার ছাপ, পাতার ছাপ ইত্যাদি।

- ছাপের কাজের ধারণা বুঝিয়ে দেবেন এবং ছাপ ব্যবহার করে কীভাবে বস্তুর ছবিতে ছাপ দিতে হয় তা প্রাত্যক্ষিক করাবেন ।

CG – 2,3
C –2.2, 3.1
LO– 03AE11,16

৪. নির্বাচিত উপকরণ ব্যবহার করে বিভিন্ন রঙের সাহায্যে ছাপের কাজের মাধ্যমে চিত্রটি সম্পূর্ণ করো।
৫. তোমার চিত্র অন্যদের দেখিয়ে, চিত্র আঁকার সময় তোমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তা বর্ণনা করো।

### কোলাজের মাধ্যমে বস্তুচিত্র

ছাপের কাজের মাধ্যমে তোমরা সুন্দরভাবে বস্তুচিত্রে রং করেছ। এবার বস্তুচিত্র রং করার আরেকটি পদ্ধতি শিখব, সেটি হলো কোলাজ। কারুকার্যের কাজেও আমরা কোলাজ করেছি।

কোলাজের মাধ্যমে বস্তুচিত্র তৈরির জন্য নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করো।

১. নির্বাচিত বস্তুর কাগজে উপযুক্ত বড় আকারে বাইরের রেখা আঁকো।
২. বস্তুর রঙ অনুযায়ী রঙিন কাগজ ও আঠা সংগ্রহ করো।
৩. বস্তুর রঙ অনুযায়ী রঙিন কাগজ হাত দিয়ে ছোট ছোট টুকরো করো।
৪. তৈরি করা কাগজের টুকরোগুলো বস্তুর চিত্রের উপর রঙ অনুযায়ী আটকে কোলাজের মাধ্যমে চিত্রটি সম্পূর্ণ করো।

## আমার কাজ

- বাড়ির দুটি জিনিস পাশাপাশি রেখে তার অনুপাত ঠিক রেখে চিত্র আঁকো এবং রং করো।
- তোমার পছন্দের কোনো জিনিসের চিত্র এঁকে তা ছাপের কাজের মাধ্যমে রং করো।
- একটি বস্তুর চিত্র এঁকে তা কোলাজ পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ করো।

- কোলাজের ধারণা বুঝিয়ে বলবেন। কোলাজের নমুনা দেখিয়ে আঠা ব্যবহার করে বস্তুচিত্র তৈরিতে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করবেন।

CG-3
C-3.1
LO-03AE18

# ৫. ত্রিমাত্রিক শিল্পকর্ম

নিচের দুটি ছবি দেখো। এতে তোমরা কী পার্থক্য দেখতে পাচ্ছো তা নিয়ে আলোচনা করো।

১.

২.

একটি ছবির দুটি দিক থাকে, সেগুলো হলো দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ। দুটি দিকযুক্ত শিল্পকর্মকে দ্বিমাত্রিক শিল্পকর্ম বলা হয়। তোমরা যে ছবি এঁকেছ, সেটি একটি দ্বিমাত্রিক শিল্পকর্ম।এবার আমরা ত্রিমাত্রিক শিল্পকর্ম তৈরি করব। ত্রিমাত্রিক মানে তিনটি দিক দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং পুরুত্ব। ত্রিমাত্রিক শিল্পকর্মকে ভাস্কর্যও বলা হয়।

## প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে ত্রিমাত্রিক শিল্পকর্ম (ভাস্কর্য)

ঘোড়ার ভাস্কর্যটি দেখে এটি কোন কোন উপাদান দিয়ে তৈরি হয়েছে, সেই উপাদানগুলোর নাম লেখো।

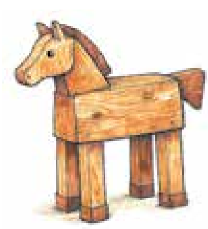

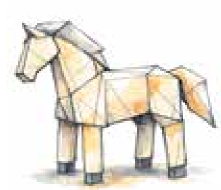

........................ ........................ ........................ ........................

এভাবে আমরা বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে ত্রিমাত্রিক গঠন (ভাস্কর্য) তৈরি করতে পারি। যেমন- কাগজ, মাটি, কাঠ ইত্যাদি। এই উপাদানগুলিকে মাধ্যম বলা হয়।এই মাধ্যমগুলো ছাড়াও তোমাদের আশেপাশে আর কোন কোন মাধ্যম দিয়ে ত্রিমাত্রিক গঠন (ভাস্কর্য) তৈরি করা যায়, তাদের একটি সূচী তৈরি করো।

.................. .................. ..................

.................. .................. ..................

.................. .................. ..................

- তোমাদের আশেপাশে পাওয়া যায় এমন বিভিন্ন মাধ্যম ও সরঞ্জাম সংগ্রহ করো।
- সংগৃহীত উপকরণ ব্যবহার করে ত্রিমাত্রিক গঠন তৈরির প্রদর্শন দেখাও।
- সংগৃহীত উপকরণ দিয়ে ত্রিমাত্রিক গঠন তৈরি করতে বলো এবং শিল্পকর্মটি সম্পর্কে বর্ণনা করতে উৎসাহিত করো।

CG – 3
C – 3.1
LO– 03AE19

তৈরি করা সূচীর উপকরণ থেকে কোন ত্রিমাত্রিক শিল্পকর্ম তৈরি করা যায় তা লেখো।

| উপকরণ | শিল্পকর্মের নাম |
|---|---|
| ................... | ................... |
| ................... | ................... |
| ................... | ................... |
| ................... | ................... |
| ................... | ................... |

### এসো, গাড়ি তৈরি করি

তোমার আশেপাশে পাওয়া যায় এমন উপকরণ ব্যবহার করে তোমার পছন্দ মতো একটি গাড়ির ত্রিমাত্রিক মডেল তৈরি করো।

### দুটি উপকরণের সাহায্যে ত্রিমাত্রিক গঠন

তোমরা যে ত্রিমাত্রিক মডেল তৈরি করেছ এবং তা তৈরি করার সময় কেমন অভিজ্ঞতা হয়েছে, সে বিষয়ে শ্রেণীতে আলোচনা করো। এবার আমরা একটি নয়, দুটি উপকরণ ব্যবহার করে ত্রিমাত্রিক গঠন (ভাস্কর্য) তৈরি করব।

- এর জন্য তোমার আশেপাশে পাওয়া যায় এমন পরিবেশবান্ধব দুটি উপকরণ বেছে নাও।
- সেই দুটি উপকরণ দিয়ে সুন্দর একটি ঘরের মডেল তৈরি করো।
- তৈরি করা ঘরের মডেল (ত্রিমাত্রিক গঠনভাস্কর্য) তোমার সহপাঠী ও শিক্ষকদের দেখাও।

## আমার কাজ

**মনে রাখবে :**

পরিবেশবান্ধব উপকরণ বলতে এমন উপকরণ বোঝায়, যা পরিবেশ দূষিত করে না এবং পরিবেশের ক্ষতি করে না।

- তোমার আশেপাশে পাওয়া যায় এমন উপকরণ দিয়ে কোনো প্রাণী বা পাখির মডেল অর্থাৎ ত্রিমাত্রিক ভাস্কর্য তৈরি করো।
- তোমাদের স্কুলে দল বেঁধে পরিবেশবান্ধব উপকরণ ব্যবহার করে একটি ভাস্কর্য তৈরি করো। যেমন- দুর্গ, রোবট ইত্যাদি।

- বিভিন্ন আকৃতির পরিচয় করাবেন।
- প্রথমে শুধু রেখা এবং পরে আকৃতির মাধ্যমে শিল্পকর্ম তৈরি করে নেবেন।
- রেখা এবং আকৃতির মাধ্যমে শিল্পকর্ম তৈরি করার সুযোগ দেবেন।

CG – 3
C – 3.1
LO– 03AE19, 20,17

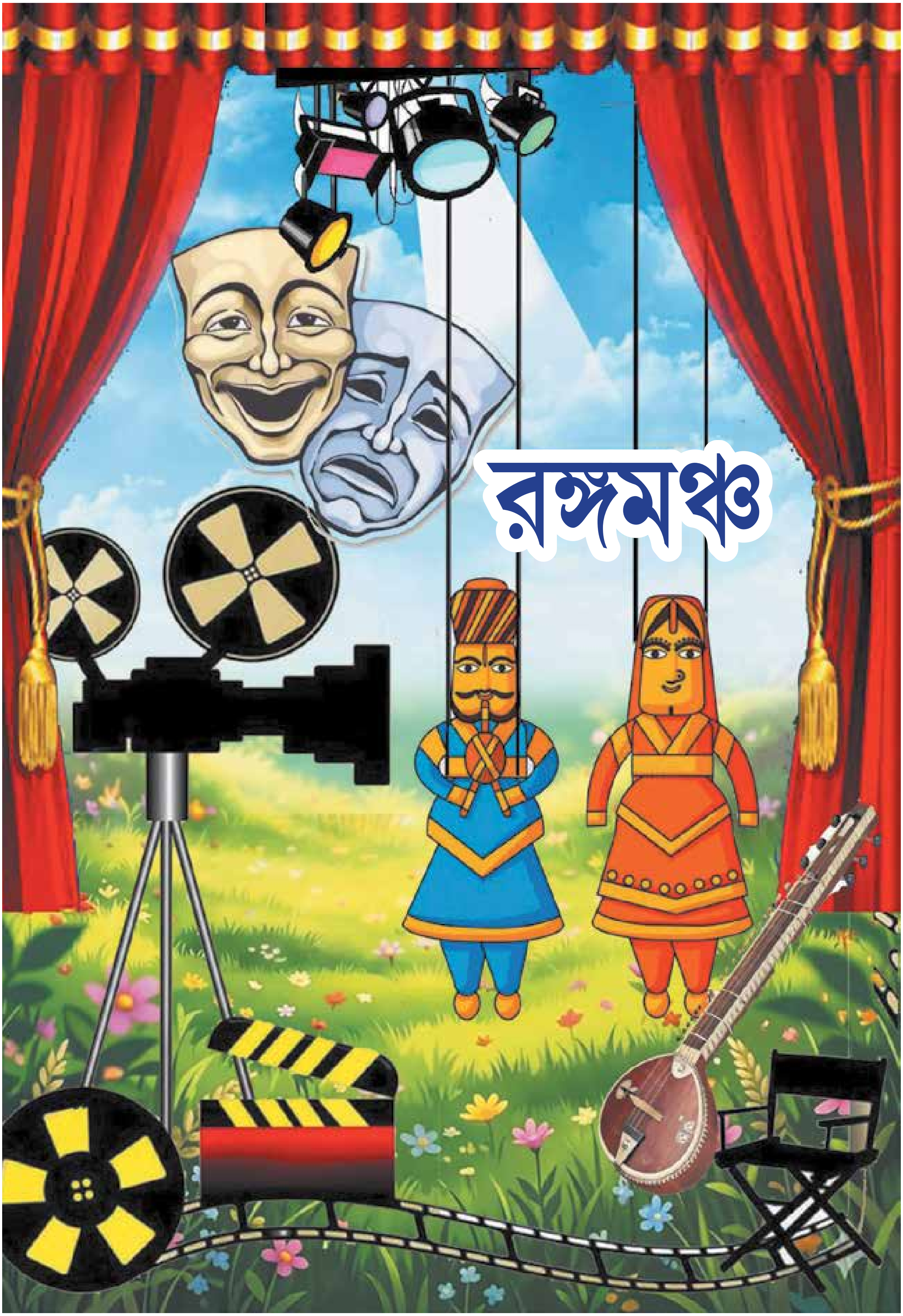
রঙ্গমঞ্চ

# ৬. এসো, অভিনয় করি

প্রকৃতিতে অনেক ধরনের পশু ও পাখি দেখা যায়। প্রতিটি পশু ও পাখির ডাক আলাদা হয়। তাদের চলাফেরাও ভিন্ন ভিন্ন হয়। তোমরা কি কিছু পশু পাখির ডাক নকল করতে পারবে?

**চলো, একটি মজার খেলা খেলি।**

**নিচের ছবিতে থাকা পশু পাখির ডাক নকল করো।**

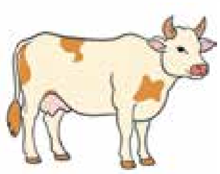

**বল তো, এটা কে?**

এই খেলায় আমরা আমাদের আশেপাশের পশু ও পাখির ডাকের নকল করব। সেই ডাক কোন পশু বা পাখির, তা চিনে নিতে হবে। এজন্য তোমাদের জানা পশু পাখির ডাক করো।

এবার শ্রেণীর সবাই গোল হয়ে বসো। তোমাদের মধ্যে একজন কোনো পশু বা পাখির ডাক করবে।

অন্যরা বলবে সেটি কোন পশু বা পাখির ডাক। যে সঠিক উত্তর দেবে, সে পরের বার ডাকবার করার সুযোগ পাবে।

এবার আমরা ছবির পশু পাখিদের চলাফেরার নকলও করব।

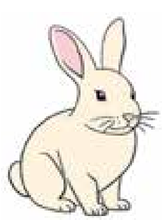

- বিভিন্ন পশু পাখির ছবি দেখিয়ে তাদের ডাক ও চলাফেরার নকল করার সুযোগ দেবেন।
- প্রত্যেক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করছে কিনা তা নিশ্চিত করবেন।
- খেলাটি বাস্তবে খেলতে সুযোগ দেবেন।

CG – 4,1
C – 1.1
Lo – 03AE26
03AE27

## আনন্দ জিনিসের আওয়াজের!

আমরা বিভিন্ন পাখি ও প্রাণীর ডাক নকল করেছি এবং চিনতেও পেরেছি। প্রতিটি বস্তুরও আলাদা আলাদা ধ্বনি বা আওয়াজ হয়। এবার তোমরা এমন আরও কোন কোন বস্তুর শব্দ শুনেছ, তার একটি সূচী তৈরি করো।

............................ ............................ ............................

............................ ............................ ............................

............................ ............................ ............................

............................ ............................ ............................

## শব্দের খেলা :

একজন শিক্ষার্থীর চোখ রুমাল দিয়ে বেঁধে দাও। শ্রেণীকক্ষের যে কোনো একটি বস্তু থেকে শব্দ করো। (যেমন- কম্পাস খোলা, দরজা খোলা।) যার চোখ বাঁধা আছে, তাকে বলতে হবে শব্দটি কোন বস্তুর। যদি সে সঠিকভাবে চিনতে পারে, তাহলে পরের শিক্ষার্থীকে চোখ বেঁধে শব্দ চেনার সুযোগ দাও। কিন্তু যদি তাকে দুইবার সুযোগ দেওয়ার পরও সে শব্দটি চিনতে না পারে, তাহলে তাকে কোনো প্রাণী বা পাখির ডাক অথবা তাদের চলাফেরার ভঙ্গি নকল করতে বলো।

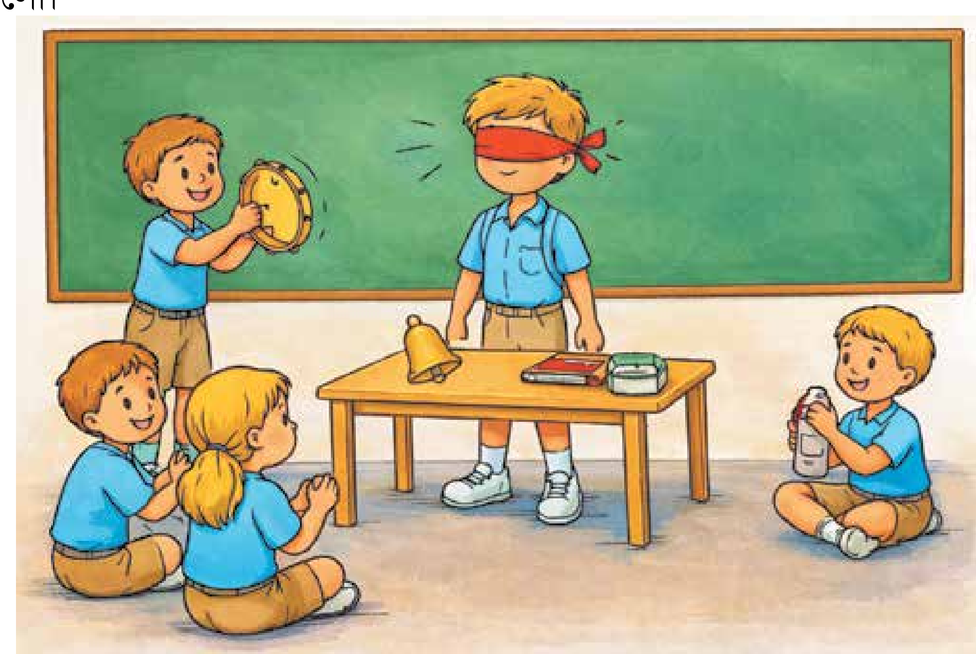

- দেওয়া কিউ আর কোডের শব্দগুলো শিক্ষার্থীরা সঠিকভাবে চিনতে পারছে কি না, তা নিশ্চিত করুন।
- শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন বস্তুর শব্দ করতে বলুন এবং অনুশীলন করান।
- বিভিন্ন বস্তুর শব্দ মনে করে তাদের তালিকা তৈরি করতে বলুন।
- শব্দের খেলা পরিচালনার সময় প্রত্যেক শিক্ষার্থী যেন অংশগ্রহণের সুযোগ পায়, তা নিশ্চিত করুন।

CG - 1
C- 1.2
Lo- 03AE28

## মানুষদের অনুকরণ করি

আমাদের বাড়িতে ও আশপাশে বিভিন্ন বয়সের মানুষ থাকে। তাদের কথা বলার ভঙ্গি ও চলাফেরার ধরন অনুকরণ করে দেখি।

উদাহরণ-

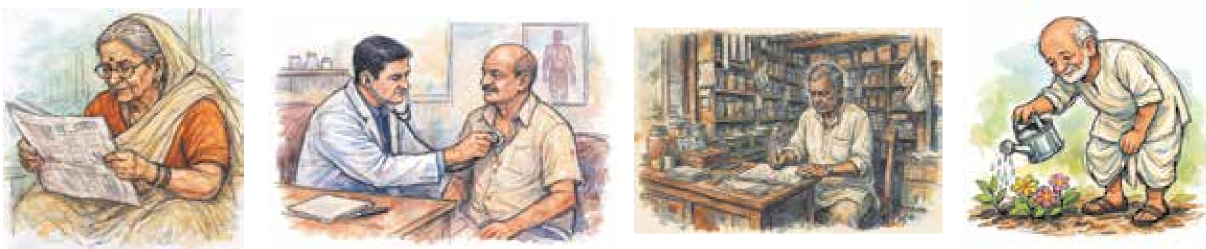

এভাবেই তোমাদের এলাকার বিভিন্ন পেশার মানুষ ও অন্যান্য ব্যক্তিদের অনুকরণ করে দেখো।

**মনে রাখবে :**

অনুকরণ করতে পারা একটি দক্ষতা।

তবে এই অনুকরণ কখনোই কাউকে বিরক্ত করা বা ঠাট্টা করার জন্য করা উচিত নয়।

## নাট্য দৃশ্যের অনুশীলন

আমরা প্রাণী, পাখি ও বিভিন্ন বস্তুর শব্দের অনুকরণ করেছি। কিছু মানুষের কণ্ঠস্বর ও চলাফেরারও অনুকরণ করেছি। এবার সেগুলোর সাহায্যে ছোট ছোট নাট্যদৃশ্য অভিনয় করে দেখি।

এসো, নিচে লেখা, কিছু প্রসঙ্গ পড়ে, তার থেকে নাটকের কিছু দৃশ্য প্রস্তুত করি।

**দৃশ্য ১ : সকাল হয়েছে**

(চরিত্র- চড়ুই পাখি, কাক, মোরগ, মা এবং একটি ঘুমন্ত ছেলে)

দলের মধ্যে চরিত্রগুলো ভাগ করে নাও এবং নিচের সংলাপ অনুযায়ী অভিনয় করো।

মোরগ : কুঁকড়ু কুঁ... কুঁকড়ু কুঁ... আরে ওঠো সবাই, ওঠো! সকাল হয়ে গেছে!

চড়ুই : চিঁ চিঁ... চিঁ চিঁ... আরে দেখো দেখো, সূর্যদাদা উঠে এসেছে!

কাক : কা... কা... কা... চলো, চলো, কাজে লেগে পড়ো।

মা : মনা, ওঠো বাবা। তোমার বন্ধুরা অনেক আগেই উঠে গেছে। তুমি কখন উঠবে?

ছেলে : মা, সত্যিই তো! এদের কী মিষ্টি মিষ্টি আওয়াজ! চলো, আমিও উঠছি। এখন স্কুলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিই। লা লা লা লা... লা লা লা লা...

- বিভিন্ন ধরনের শব্দের অনুকরণ করিয়ে সেগুলি কখন ও কার জন্য ব্যবহার করা যায়, সে বিষয়ে আলোচনা করবেন।
- পরিবারের সদস্য ও আশপাশের মানুষের চলাফেরার ভঙ্গি অনুকরণ করার সুযোগ দেবেন।
- নাট্যদৃশ্য উপস্থাপনের সময় প্রথমে সংলাপ পড়ে মৌখিক অভিনয় করাতে হবে, তারপর সম্পূর্ণ নাটকটি অভিনয় করাবেন।

CG- 1
C- 1.1
Lo- 03AE 26

কী, মজা লাগল তো? এখন নিচে আরও কয়েকটি ঘটনা দেওয়া হলো। সেগুলো দল বেঁধে অভিনয় করে দেখাও।

**দৃশ্য ২. রান্নাঘরের হই চই**

(চরিত্র : প্রেসার কুকার, কল, থালা এবং মা)

কল : টুপ... টুপ... টুপ... কেউ আমাকে ঠিক করে বন্ধ করো না!

প্রেসার কুকার : **শশশশ... শশশশ...** তরকারি সেদ্ধ হয়ে গেছে!

থালা : ঝনঝন... মা গো, আমার লেগেছে!

মা : হায় ভগবান! কী এলোমেলো অবস্থা! আর এই থালাটা নিচে পড়ল কী করে? আশ্চর্য ব্যাপার! আগে কুকারের গ্যাস বন্ধ করি। আরে, এই কলটাও তো খোলাই আছে! দাঁড়াও, তোমাকেও বন্ধ করে দিচ্ছি। আর টুপটাপ পড়তে হবে না। হ্যাঁ, এখন রান্নাঘরটা বেশ পরিষ্কার দেখাচ্ছে। উফ্, বাঁচা গেল!

**দৃশ্য ৩. অযথা কাটাকাটি**

(চরিত্র : পেন্সিল, স্কেল, রাবার, রফিক)

পেন্সিল – খস... খস... খস... এই রফিক, একটু সুন্দর করে লেখো না।

রফিক – কী হয়েছে? তোমার কি লেগেছে? আমি তো এমনই লিখি।

রাবার – মুছ... মুছ... মুছ... ও এমনই। ঠিকমতো লেখে না, আর বারবার আমাকে ব্যবহার করে।

পেন্সিল – তারপর আবার আমাকে দিয়ে নতুন করে লেখে।

স্কেল – আমাকে তো সোজা দাগ টানার জন্য কম, মারামারির জন্যই বেশি ব্যবহার করা হয়।

রফিক – আচ্ছা আচ্ছা, আমি এখন থেকে সাবধানে সুন্দর, সুন্দর, পড়ার যোগ্য, এবং পরিষ্কার করে লিখব। এবার তো খুশি?

তোমাদের অন্যান্য পাঠ্যবই বা গল্পের বই থেকে এমন ছোট ছোট ঘটনা খুঁজে বের করো এবং দল বেঁধে অভিনয় করে দেখাও।

নিজেদের দলের অভিনয় উপস্থাপনের সময় সহপাঠী ও শিক্ষকের দেওয়া পরামর্শ মনে রেখে আবার অভিনয় করো।

- শিক্ষকরা অন্যান্য পাঠ্যবই বা গল্পের বই থেকে ঘটনা বেছে নিয়ে অভিনয়ের অনুশীলন করাতে পারেন। এছাড়াও শিক্ষার্থীদের নিজেদের ঘটনা তৈরি করে অভিনয় করার সুযোগ দেবেন।
- অভিনয় উপস্থাপনা পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিতে হবে এবং সেই অনুযায়ী পুনরায় উপস্থাপনা করাবেন ।

CG – 1,3
C – 1.1, 3.2
LO03AE26,36

**নিচের ছবিগুলি দেখে ঋতুর নাম চিনে লেখো।**

নিচে কিছু ছবি দেওয়া আছে। ছবিগুলি দেখে কোন ঋতুতে কোন ধরনের পোশাক ব্যবহার করা হয়, তা দাগ টেনে মিল করো।

| বর্ষাকাল | শীতকাল | গ্রীষ্মকাল |
|---|---|---|

বিভিন্ন ঋতুতে ব্যবহৃত পোশাক সম্পর্কে আলোচনা করো।

- তিনটি ঋতুর বৈশিষ্ট্য এবং সেই ঋতুতে ব্যবহৃত পোশাক সম্পর্কে আলোচনা করতে বলবেন।

CG -4
C - 4.1
LO03AE40

প্রসঙ্গ এক - ঋতু অনেক

**ঘটনা :** রাজু সকালে স্কুলের জন্য তৈরি হয়ে হেঁটে স্কুলে যাচ্ছে। একই ঘটনা হলেও বিভিন্ন ঋতুতে এটি কীভাবে ঘটবে, তা অভিনয়ের মাধ্যমে দেখাতে হবে।

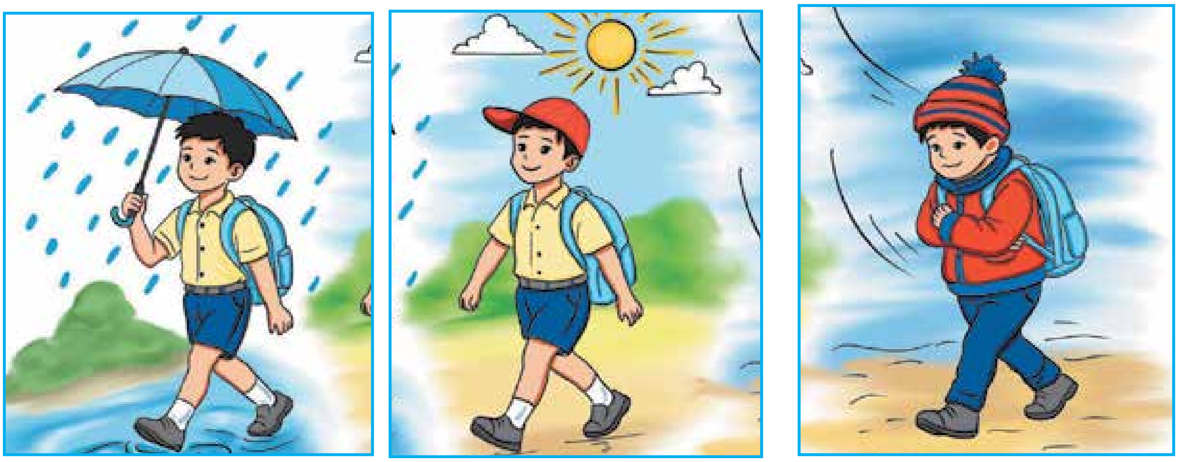

উপরের ঘটনাটি বিভিন্ন ঋতুতে কীভাবে ঘটবে, তা অভিনয় করে দেখাও।

## আমার কাজ

১. সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বাড়িতে শোনা যায় এমন পাঁচটি ভিন্ন শব্দের অনুশীলন করো এবং শ্রেণীতে বন্ধুদের শোনাও। (যেমন- সাইকেলের ঘণ্টা, মিক্সারের শব্দ, কুকারের সিটি।)

২. ফেলে দেওয়া জিনিস ব্যবহার করে একটি বাদ্যযন্ত্র তৈরি করো। যেমন- একটি প্লাস্টিকের বোতলে কিছু ছোট পাথর বা পুঁতি ভরে নাও। বোতলটি ঝাঁকালে যে শব্দ হবে তা শোনো। এতে একটি 'শেকার' বাদ্যযন্ত্র তৈরি হবে।

৩. নিচের চরিত্রগুলোর হাঁটার ভঙ্গি নকল করে দেখাও।

১) গর্বভরে হাঁটা সিংহ

২) ভয় পাওয়া ইঁদুর

৩) খেলতে খেলতে ক্লান্ত হয়ে পড়া ছেলে

৪) হামাগুড়ি দেওয়া শিশু

৪. বাস্তব পোশাক ব্যবহার করে দলবদ্ধভাবে নিচের ঘটনাগুলি অভিনয় করে দেখাও।

১) গ্রীষ্মকাল- দুপুরের প্রচণ্ড রোদে বাজার থেকে সবজির ব্যাগ নিয়ে বাড়ি ফেরা।

২) বর্ষাকাল- বৃষ্টির মধ্যে বাসের জন্য অপেক্ষা করতে গাছের নিচে দাঁড়িয়ে থাকা।

৩) শীতকাল- রাস্তার ধারে বসে থাকা একটি কুকুরছানাকে বাড়িতে নিয়ে আসা।

- কাজ ও অঙ্গভঙ্গির মধ্যে সঠিক মিল আছে কি না, তা নিশ্চিত করবেন।
- শিশুদের আবেগ ও মুখের অভিব্যক্তি প্রকাশ করার জন্য উৎসাহিত করবেন। তাদের মুখের ভাবভঙ্গি পরিস্থিতি ও সংলাপের সঙ্গে মানানসই হচ্ছে কি না, তা দেখে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেবেন।

CG -4
C - 4.1
LO03AE40

# ৭. এসো, নাটকের প্রস্তুতি করি

নাটকের প্রস্তুতি শুরু করার জন্য সবার আগে দরকার হয় একটি গল্প বা ঘটনা, যাকে আমরা 'স্টোরি' বলি। এরপর সেই নাটকের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সাজপোশাক সম্পর্কে ভাবতে হয়। কোনো ঘটনা মঞ্চে উপস্থাপন করার সময় সেটিকে আরও সুন্দর ও বাস্তব মনে করানোর জন্য ভালো অভিনয় যেমন জরুরি, তেমনি প্রয়োজনীয় উপকরণ, সাজপোশাক ও সঙ্গীতও খুব গুরুত্বপূর্ণ। এবার নিচের ঘটনাটি পড়ি।

রাজু স্কুল থেকে দৌড়ে বাড়ি এল। সে তার স্কুলব্যাগ রেখে দিল, এমনকি টিফিনের ব্যাগটাও একপাশে ছুঁড়ে ফেলল। কারণ আজ তার ক্রিকেট ম্যাচ ছিল। বাড়িতে রাখা ব্যাট আর টুপি হাতে নিয়ে সে দিদিকে বলল, আমি যাচ্ছি গো! দিদি বাইরে এসে বলল, এই তো এখনই বাড়ি এলে, আবার কোথায় যাচ্ছ? রাজু বলল, আমাদের ক্রিকেট ম্যাচ আছে। আমার জন্য এই জলের বোতলটা ভরে দেবে? দিদি বলল, বাইরে তো বৃষ্টির মতো আবহাওয়া হয়েছে। দেখো, কত অন্ধকার হয়ে গেছে! তুমি বাড়িতেই থাকো, না হলে মা এলে রাগ করবেন। রাজু বলল, আমাদের ম্যাচ আগেই ঠিক হয়েছে। বৃষ্টি পরে এসেছে। তাই বৃষ্টির জন্য আমরা ম্যাচ বাতিল করতে পারি না। দিদি বুঝতে পারল না, হাসবে না রাগ করবে। সে বলল, ঠিক আছে, কিন্তু আগে স্কুলের ইউনিফর্মটা বদলে এই টি-শার্টটা পরে নাও। আর এই নাও ছাতা, বৃষ্টি এলে কাজে লাগবে। রাজু বলল, আরে দিদি! আমি ব্যাটিং করার সময় ব্যাট ফেলে এই ছাতা দিয়ে বল মারব নাকি? তুমিও না! দিদি রেগে বলল, শোনো, তোমাকে ছাতা নিতেই হবে। এমন সময় বৃষ্টি পড়ার শব্দ শোনা গেল। দিদি বলল, দেখো, বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। এখন বৃষ্টি থামা পর্যন্ত কিছু খেয়ে নাও, তাহলে খেলতে শক্তি পাবে।

তোমরা নিশ্চয়ই ঘটনাটি মনোযোগ দিয়ে পড়েছ। এবার এই ঘটনাটি অভিনয় করে দেখানোর আগে কিছু প্রস্তুতি করি।

*** ঘটনাটি অভিনয় করার জন্য কী কী উপকরণ লাগবে, তার সূচী তৈরি করো।**

............................... ............................... ...............................

............................... ............................... ...............................

............................... ............................... ...............................

- যদি এই উপকরণগুলো তোমাদের আশেপাশে পাওয়া যায়, তাহলে সেগুলো জোগাড় করে অভিনয়ের অনুশীলন করো।

- সঠিক স্বর ওঠানামা (কণ্ঠের ভঙ্গি) বজায় রেখে ঘটনাটি পড়ার অনুশীলন করো।
- ঘটনাটির জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের তালিকা তৈরি করো।

CG- 2
C- 2.1
Lo-03AE29

## বৈকল্পিক উপকরণের ব্যবহার

কিছু উপকরণ যদি আমাদের স্কুলে বা আশপাশে সহজে না পাওয়া যায়, তাহলে তার পরিবর্তে অন্য উপকরণ ব্যবহার করা যায়। যেমন-

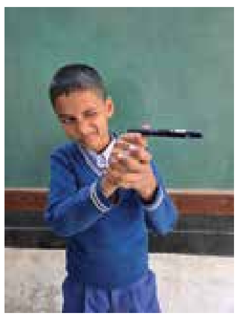

এইভাবে একই জিনিসকে কল্পনাশক্তি ব্যবহার করে বিভিন্নভাবে কাজে লাগানো যায়।

## উপকরণ নির্মিতি

অনেক সময় আমাদের আশপাশে পাওয়া জিনিসে সামান্য পরিবর্তন করে উপযোগী উপকরণ তৈরি করা যায়। যেমন-

### চেয়ার দিয়ে সিংহাসন

- শিশুদের পরিচিত কিছু জিনিস দেখিয়ে বোঝাতে হবে যে, কীভাবে কল্পনাশক্তি ব্যবহার করে নাটক উপস্থাপনার  নানা ভাবে ব্যবহার করা যায়। এ বিষয়ে তাদের দিয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম করিয়ে নেবেন।

CG- 2,3
C- 2.1, 3.1
Lo-03AE30
03AE34

এ ধরনের বিকল্প বা তৈরি করা উপকরণ ব্যবহার করে দেওয়া ঘটনাটির অভিনয়ের অনুশীলন করো। তোমাদের অন্য দলের বন্ধুদের এবং শিক্ষকদের সামনে তা দেখাও। শিক্ষক ও বন্ধুদের পরামর্শ শুনে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করে আবার নতুনভাবে অভিনয় উপস্থাপন করো।

### সাজপোশাক

সাজপোশাক বলতে আমরা যে জামাকাপড় পরি, তাকে বোঝায়। আগের ঘটনায় রাজু ও তার দিদির চরিত্র অভিনয় করার জন্য কী ধরনের সাজপোশাক দরকার হবে, তার একটি সূচী তৈরি করি।

| রাজু | দিদি |
| --- | --- |
| .............................. | .............................. |
| .............................. | .............................. |
| .............................. | .............................. |
| .............................. | .............................. |
| .............................. | .............................. |

- একসঙ্গে সহযোগিতা করে এই সাজপোশাকগুলো সংগ্রহ করো।
- পোশাক পরে অনুশীলন করো।
- অন্যান্য বন্ধুদের সেই অনুশীলন দেখাও। তারা যদি কোনো ভালো পরিবর্তনের পরামর্শ দেয়, তাহলে সেই অনুযায়ী পরিবর্তন করে আবার অভিনয় করো।

### এসো, একটি খেলা খেলি- হাততালির বৃষ্টি

একজন দলটির সামনে দাঁড়িয়ে ইশারায় আঙুলের সংখ্যা দেখাবে। অন্য শিশুরা প্রথমে এক আঙুল দিয়ে তালি, তারপর দুই আঙুল দিয়ে তালি, এভাবে ধীরে ধীরে আঙুলের সংখ্যা বাড়িয়ে শেষে দুই হাত দিয়ে তালি দিতে থাকবে। এতে তালি দেওয়ার শব্দ ধীরে ধীরে বাড়তে থাকা বৃষ্টির মতো শোনাবে।

এরপর উল্টোভাবে আঙুলের সংখ্যা কমাতে কমাতে আবার এক আঙুলের তালি দিতে হবে। তখন মনে হবে বৃষ্টি ধীরে ধীরে কমে গিয়ে থেমে গেছে। খেলাটিকে আরও মজাদার করতে নির্দেশ অনুযায়ী আঙুলের সংখ্যা কখনও বাড়াও, কখনও কমাও।

**রাজু ও তার দিদির ঘটনাটি অভিনয় করার সময় বৃষ্টির শব্দ তৈরি করার জন্য এই খেলাটি ব্যবহার করো।**

- শিশুদের কল্পনাশক্তি বিকাশের জন্য বিভিন্ন ঘটনা ও গল্প পড়ে শোনাতে হবে এবং সেগুলোর অভিনয় করাবেন। প্রয়োজনীয় পোশাক বেছে নেওয়ার সুযোগও দেবেন।
- তালি দিয়ে বৃষ্টির শব্দ কার্যক্রমে মাঝে মাঝে আঙুলের সংখ্যা কম বেশি দেখিয়ে বৃষ্টির পরিবর্তিত শব্দের অভিজ্ঞতা দেবেন।

CG- 2
C- 2.1
Lo-03AE32
03AE33
03AE36
03AE37

# আমার কৃতি

১ একটু ভেবে বলো, এই কম্পাস বক্সটিকে (জ্যামিতি বক্স) অন্য কোনো জিনিস হিসেবে কোথায় কোথায় ব্যবহার করা যেতে পারে।

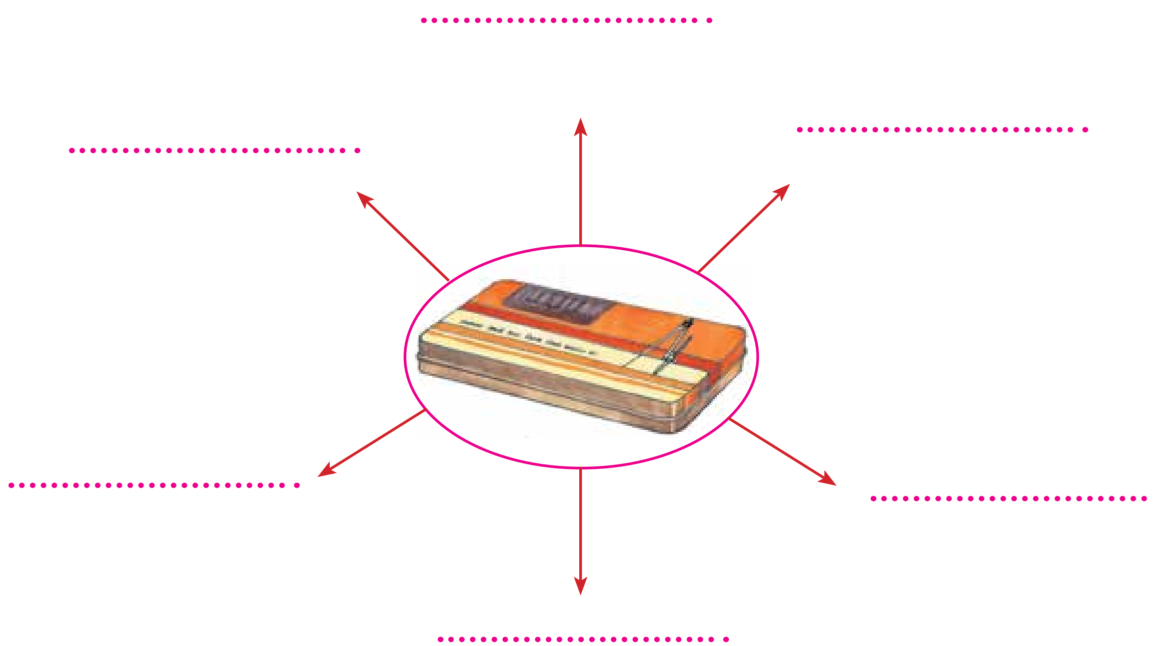

২ তোমাদের শ্রেণীর পাঠ্যবই, অন্য বিষয়ের বই বা গল্পের বই থেকে একটি ঘটনা (প্রসঙ্গ) নির্বাচন করো। নির্বাচিত ঘটনাটি উপস্থাপন করার জন্য নিচের বিষয়গুলো বিবেচনা করো।

- চরিত্র নির্বাচন
- উপকরণ নির্বাচন
- সাজপোশাক নির্বাচন
- শ্রেণীকক্ষকে নাট্যমঞ্চ হিসেবে সাজানো
- প্রস্তুতিকরণ

- শিশুদের অংশগ্রহণ ও সৃজনশীলতার সুযোগ দিবেন।
- ঘটনা উপস্থাপনের সময় প্রয়োজনমতো নির্দেশনা দিবেন।

CG- 2
C- 2.1
Lo-03AE32
03AE33
03AE36
03AE37

# ৮. এসো, রঙ্গমঞ্চে যাই

এতক্ষণে আমরা নাটকের সব প্রস্তুতি করে ফেলেছি। কিন্তু এই নাটক কোথায় উপস্থাপন করা হবে, তা নিয়ে তোমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে। একটি শ্রেণীকক্ষে এমনই একটি ঘটনা ঘটেছিল। চল, সেই কথোপকথনটি পড়ে দেখি।

**প্রাচী –** স্যার, নাটকের সব প্রস্তুতি হয়ে গেছে। কিন্তু নাটক কোথায় মঞ্চস্থ করব?

**স্যার –** কেন, কী হয়েছে?

**শাবানা –** স্কুলের সভাঘরে অভিভাবক সভার প্রস্তুতি চলছে। আর মাঠের মঞ্চ রোদের জন্য খুব গরম হয়ে গেছে। পা পুড়ে যাবে।

**স্যার –** তাহলে আমরা আমাদের শ্রেণীকক্ষেই নাটক করব। কারণ আমাদের সহপাঠীরাই তো দর্শক। তারা এই কক্ষে আরাম করে বসে নাটক দেখতে পারবে।

**রাজু –** স্যার, আমরা কি ব্ল্যাকবোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে নাটক করব?

**স্যার –** হ্যাঁ।

**রাজু –** তাহলে ব্ল্যাকবোর্ডে নাটকের সঙ্গে মানানসই একটা ছবি আঁকব?

**স্যার –** হ্যাঁ, আঁকো। তবে ওই টেবিলটা একটু পাশে সরিয়ে রাখো, তাহলে নাটক করার জন্য ভালো জায়গা পাওয়া যাবে।

**প্রাচী –** স্যার, এই বেঞ্চগুলো কি একটু পিছিয়ে দেব? তাহলে গান বা সঙ্গীত দেওয়া বাচ্চারা এখানে বসতে পারবে।

**শাবানা –** হ্যাঁ! তাদের বাদ্যযন্ত্র ও অন্যান্য জিনিস রাখার জন্যও তো জায়গা লাগবে।

**স্যার –** ঠিক আছে। তবে বেঞ্চগুলো এমনভাবে রাখতে হবে, যাতে বসে থাকা সব ছাত্রছাত্রী পুরো নাটকটি ভালোভাবে দেখতে পারে।

**জন –** কিন্তু নাটকে ব্যবহার করার জিনিসপত্র সামনে রাখলে তো সবাই আগে থেকেই দেখে ফেলবে!

**রাজু –** স্যার, সেগুলো কীভাবে ঢেকে রাখব? যাতে নাটক শুরু হওয়ার আগে কেউ দেখতে না পায়।

**অক্ষরা –** স্যার, আমাকেও নাটকে নিন না।

**স্যার –** অবশ্যই অক্ষরা। তোমার মতো আরও কয়েকজন ছাত্রছাত্রীও নাটকে অংশ নেবে। তুমিও তাদের সঙ্গে যোগ দাও।

**স্যার –** তোমার ভূমিকা হলো পর্দার।

- প্রথমে উপরের সংলাপগুলো পড়ে শোনাতে হবে। তারপর প্রতিটি চরিত্র ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে সংলাপ বলার অনুশীলন করাতে হবে।

CG – 3
C – 3.2
Lo – 03AE35
03AE38

অক্ষরা – কী! পর্দার?

স্যার – হ্যাঁ, শিশুদের নাটকের পর্দাও শিশুদেরই হবে। তাহলে আমাদের শ্রেণীকক্ষই একটি শ্রেণী নাট্যগৃহে পরিণত হবে।

সবাই – কী! শ্রেণী নাট্যগৃহ?

স্যার – হ্যাঁ, একেই তো 'শ্রেণী নাট্যগৃহ' বলা হয়।

শবানা – কিন্তু স্যার, নাটক শুরু হওয়ার আগে আমাদের সাজসজ্জার জিনিসপত্র আর পেছনের সাজানো বোর্ড তো কাউকে দেখানো উচিত নয়! সেগুলো কীভাবে ঢাকব?

স্যার – সেই জন্যই শিশুদের শরীর দিয়ে পর্দা তৈরি করা হবে। মঞ্চের সামনের দিকে কয়েকজন শিশু পাশাপাশি দাঁড়াবে। তাহলে দর্শকেরা পেছনের কিছুই দেখতে পাবে না। নাটক শুরু হওয়ার আগে এই বাচ্চারা ধীরে ধীরে ডান ও বাম দিকে সরে যাবে। তখন অভিনয়ের অংশ দেখা যাবে এবং নাটক শুরু হবে।

## মানব শরীরাকৃতির পর্দা

বন্দ পর্দা

পর্দা খোলার সময়

- প্রস্তুতীকরণর সময় পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষার্থী নিয়ে বিভিন্ন দল তৈরি করো।
- প্রত্যেকের অংশগ্রহণের সুযোগ হয়, সেদিকে খেয়াল রাখো।

CG - 3
C- 3.2
Lo- 03AE35
03AE38

## সঙ্গীতের সঙ্গে

কোনো ঘটনা বা দৃশ্য উপস্থাপন করার সময় তা দর্শকদের আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে সঙ্গীতের ব্যবহার করা যায়। আমাদের আশেপাশের অনেক জিনিস থেকেও বিভিন্ন ধরনের শব্দ তৈরি করে সঙ্গীত করা সম্ভব।

এমন অনেক জিনিস ব্যবহার করে নাটকের জন্য প্রয়োজনীয় ধ্বনি ও সঙ্গীত তৈরি করা যেতে পারে।

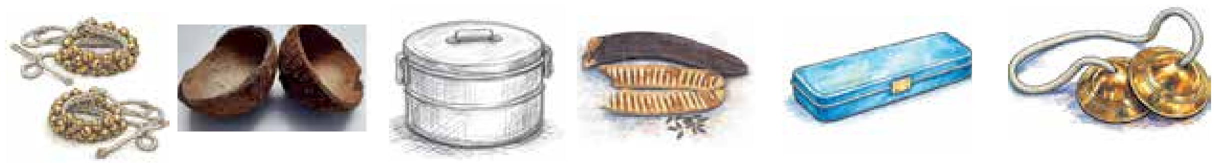

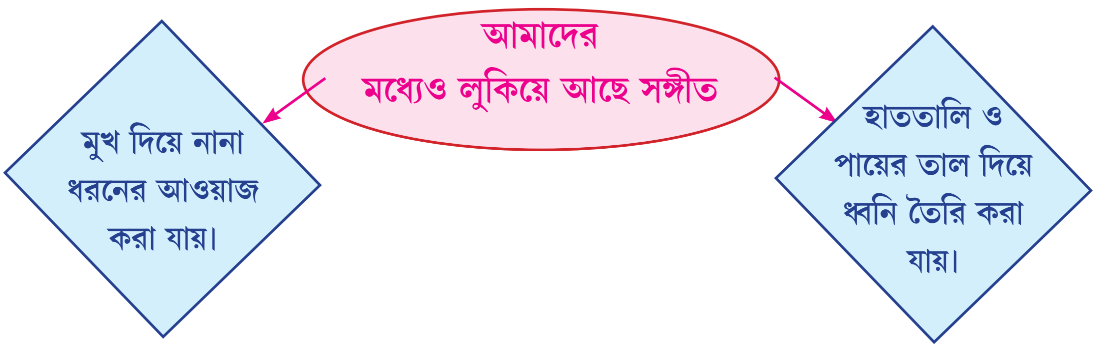

উপস্থাপনায় সঙ্গীতের সঙ্গ দেওয়া শিক্ষার্থী

**তুমি কি জানো?**

ভরত মুনি ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের ভিত্তি রচনা করেছিলেন। মারাঠি রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে সঙ্গীত শাকুন্তলকে প্রথম সংগীত নাটক বলে জানা যায়।

### এসো, করে দেখি

শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করো।

**প্রথম দল** – পাঠ্যপুস্তকের কোনো কবিতা বা ঘটনা অঙ্গভঙ্গিসহ উপস্থাপন করো।

**দ্বিতীয় দল** – উপস্থাপনা চলাকালীন হাততালি বা সহজলভ্য উপকরণ ব্যবহার করে তাল দেবে।

**সঙ্গীত দেওয়ার জন্য –**

- আশেপাশে সহজে পাওয়া যায় এমন উপকরণ সংগ্রহ করিয়ে নেবেন।
- সেই উপকরণ ব্যবহার করে সঙ্গীত বা শব্দ তৈরির সুযোগ দেবেন।

CG -3
C-3.2
Lo- 03AE37

## আলোর ব্যবহার করি

আমরা যে দৃশ্যটি অভিনয় করব, সেটি দিনের কোন সময়ের তা আগে ভাবি। যেমন- সকাল, দুপুর বা রাত। সেই অনুযায়ী শ্রেণীকক্ষে আলোকিত করা যায়। এসো, দেখি এইটি কি ভাবে হবে।

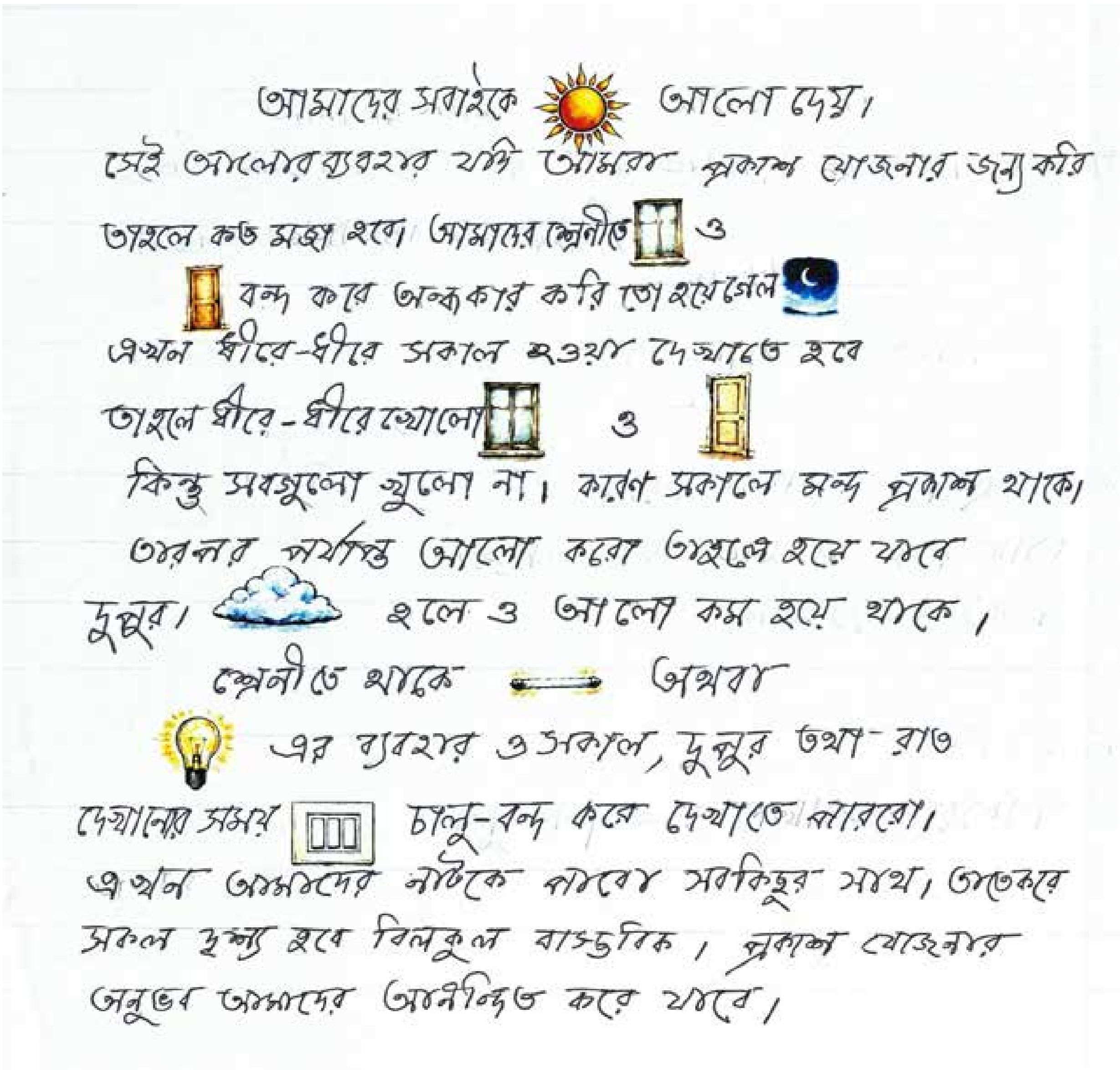
আমাদের সবাইকে আলো দেয়।
সেই আলোর ব্যবহার যদি আমরা প্রকাশ যোজনার জন্য করি
তাহলে কত মজা হবে। আমাদের শ্রেণীতে ও
বন্ধ করে অন্ধকার করি তো হয়ে গেল
এখন ধীরে-ধীরে সকাল হওয়া দেখাতে হবে
তাহলে ধীরে-ধীরে খোলো ও
কিন্তু সবগুলো খুলো না। কারণ সকালে মন্দ প্রকাশ থাকে।
তারপর পর্যাপ্ত আলো করো তাহলে হয়ে যাবে
দুপুর। হলে ও আলো কম হয়ে থাকে।
শ্রেণীতে থাকে অথবা
এর ব্যবহার ও সকাল, দুপুর তথা রাত
দেখানোর সময় চালু-বন্ধ করে দেখাতে পারবো।
এখন আমাদের নাটকে পাবো সবকিছুর সাথ, এতে করে
সকল দৃশ্য হবে বিলকুল বাস্তবিক। প্রকাশ যোজনার
অনুভব আমাদের আনন্দিত করে যাবে।

- নাটক প্রস্তুতীকরনের সময় শিশুদের দিয়ে দরজা জানালা খোলা ও বন্ধ করার অনুশীলন করান, যাতে তারা প্রাকৃতিক আলো সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে এবং সঠিক সময়ে সঠিক কাজ করতে পারে।

CG -4
C - 4.1
LO03AE39

## সাজপোশাক

কোনো অভিনয় বা প্রস্তুতীকরণ করার আগে আমরা তার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রস্তুতি নিই। আমরা অনুশীলন করি এবং যে চরিত্রে অভিনয় করব, সেই চরিত্রের মতো সাজপোশাক পরে উপস্থাপনা করি। এতে আমাদের বন্ধুদের কাছে অভিনয়টি বাস্তব বলে মনে হয়।তবে পোশাক নির্বাচন করার আগে দলের সবাই মিলে আলোচনা করে ঠিক করো। তারপর সেই সাজপোশাক সংগ্রহ করে দেখো, তা তোমার মাপের কি না। এরপর অনুশীলন শুরু করো। অনুশীলনের সময় সাজপোশাক পরে অনুশীলন করলে সেই সাজপোশাক পরে হাঁটা, বসা ও দাঁড়ানোর অভ্যাস হয়ে যায়। ফলে উপস্থাপনার সময় বারবার সাজপোশাকের দিকে মন যায় না এবং তোমার উপস্থাপনা আরও সুন্দর হয়।

- উপস্থাপনার চরিত্রগুলোর সাজপোশাক পরে অনুশীলন করিয়ে নেবেন।

CG -2, 3
C-3.1, 3.2
Lo- 03AE35

## এসো, অনুশীলন করি

তোমরা যে ঘটনা বা নাটক বেছে নিয়েছো, তার মহড়া (অনুশীলন) শ্রেণীকক্ষে করো। এর জন্য শ্রেণীকক্ষের বসার ব্যবস্থা একটু পরিবর্তন করে অভিনয়ের জন্য জায়গা তৈরি করো।

- মহড়ার সময় ঘটনার উপযোগী আলো ব্যবহার করো।
- উপস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করে ব্যবহার করো।
- যদি প্রয়োজনীয় উপকরণ না থাকে, তবে হাতের কাছে থাকা জিনিস ব্যবহার করো।
- নাটকের চরিত্রগুলোর সাজপোশাক ঠিক করো এবং সেই পোশাক পরে মহড়া করো।
- পর্দা তৈরির জন্য বন্ধুদের সাহায্য নাও এবং তারও অনুশীলন করো।
- সুন্দর উপস্থাপনার জন্য প্রস্তুত হও।

উপস্থাপনা –

পর্যাপ্ত অনুশীলনের পরে শ্রেণীকক্ষে একটি ছোট নাট্যমঞ্চ তৈরি করো। অনুশীলন অনুযায়ী সাজপোশাক, উপকরণ, সঙ্গীত ও আলোর সঠিক ব্যবহার করে সুন্দর উপস্থাপনা করো।

উপস্থাপনার পরে অন্যান্য ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের পরামর্শ শুনে আবারও উপস্থাপনা করো এবং প্রয়োজনীয় উন্নতি করো।

## আমার কৃতি

১. পাঠ্যপুস্তক বা গল্পের বই থেকে একটি ঘটনা নির্বাচন করো। উপস্থাপনার জন্য নিচের বিষয়গুলোর পরিকল্পনা করো –

- চরিত্র নির্বাচন
- প্রয়োজনীয় উপকরণ
- শব্দ/ধ্বনি/আওয়াজ বা সঙ্গীত
- আলোর ব্যবস্থা
- সাজপোশাক

এই সব বিষয় পরিকল্পনা করে দলবদ্ধভাবে উপস্থাপনা করো।

- শিক্ষার্থীদের আগে অনুশীলন করা কোনো ঘটনা, পাঠ্যপুস্তকের কোনো অংশ, গল্পের বইয়ের কোনো ঘটনা বা তাদের বয়সের উপযোগী কোনো ছোট নাটিকা নির্বাচন করার সুযোগ দেবেন।

CG –2, 3
C–3.1, 3.2
Lo– 03AE33
03AE35
03AE38

ধা ধীন ধীন ধা
সঙ্গীত

# ৯. এসো, সবাই মিলে গান গাই!

আমাদের সবারই গান গাইতে বা গান শুনতে খুব ভালো লাগে, তাই না? কিন্তু তোমরা কি জানো, যখন আমরা সবাই একসঙ্গে গান গাই, তখন সেই গানের আনন্দই আলাদা হয়!

আজ আমরা এমনই কিছু সুন্দর গানের সঙ্গে পরিচিত হব। এসো, সুরের এই সুন্দর সফরে যাই এবং গাই।

## রাজ্যগীত

জাতীয় 'ঐক্যের ভাবনা গড়ে তুলতে এবং মহারাষ্ট্র রাজ্যের গৌরবগাথা গাওয়ার জন্য রাজ্যগান গাওয়া হয়। এই গানে মহারাষ্ট্রের গৌরবময় ইতিহাসের বর্ণনা রয়েছে। রাজ্যগানের প্রতি সম্মান জানাতে সতর্ক অবস্থায় দাঁড়িয়ে রাজ্যগান গাওয়া হয়।

### রাজ্যগীত

জয় জয় মহারাষ্ট্র মাঝা, গর্জা মহারাষ্ট্র মাঝা
জয় জয় মহারাষ্ট্র মাঝা, গর্জা মহারাষ্ট্র মাঝা।।ধৃ।।
ভিতি ন আম্হা তুঝি মুলী হি গডগডণারা নভা
অসমানাচ্যা সুলতানীলা জবাব দেতি জিভা
সহ্যাদ্রীচা সিংহ গর্জতো শিব শম্ভু রাজা
দরী দরীতুন নাদ গুঞ্জলা মহারাষ্ট্র মাঝা
জয় জয় মহারাষ্ট্র মাঝা, গর্জা মহারাষ্ট্র মাঝা।।১।।
কাল্যা ছাতীবরী কোরলি, অভিমানাচী লেণী
পোলাদী মনগটে খেলতি, খেল জীবঘেণী
দারিদ্র্যাচ্যা উনহাত শিজলা
নিঢলাচ্যা ঘামানে ভিজলা
দেশ গৌরবাসাঠী ঝিজলা
দিল্লীচে হি তখ্ত রাখিতো, মহারাষ্ট্র মাঝা
জয় জয় মহারাষ্ট্র মাঝা, গর্জা মহারাষ্ট্র মাঝা
জয় জয় মহারাষ্ট্র মাঝা ।।২।।

**গীতিকার - রাজা বড়ে**

- সঠিক তাল ও সুরে রাজ্যগান গাওয়ার অনুশীলন করাবেন।

CG - 1
C - 1.1
LO 03AE43/57

**শ্লোক** – আমাদের দিনের শুরু আনন্দময় করার জন্য আমরা ঈশ্বরের সামনে শ্লোক পাঠ করি। এতে আমাদের মধ্যে ভালো সংস্কার গড়ে ওঠে। খাবার খাওয়ার আগে নিচের শ্লোকটি বলতে হয়।

বদনী কবল ঘেতা নাম ঘ্যা মাতৃভূচে।
সহজ স্মরণ হতে আপুল্যা বাঁধবাঞ্চে।
কৃষিবল কৃষিকর্মী রাওতি দিবস রাত্র।
শ্রমিক শ্রম করোনি বস্তু ইয়া নির্মিতাত।
স্মরণ করূন ত্যাঞ্চে অন্নসেবা খুশাল।
উদরভরণ আহে চিত্ত হোণ্যা বিশাল।।

## পড়ো ও বলো

দিনের শুরুতে এবং পড়াশোনার শুরুতে প্রার্থনা করলে আমাদের মন প্রফুল্ল ও আনন্দিত হয়। এবার আমরা সবাই মিলে নিচের প্রার্থনাটি গাই।

### প্রার্থনা

প্রণাম প্রভুজি তুলা আমুচা
প্রণাম প্রভুজি তুলা।।ধৃ।।
সূর্য চন্দ্র জনু দিবে বিজেচে,
লটকতি তারে কসে মজেচে
বীজ নভাতুনি তুলা মিরে কা ।।১।।
পাউস পডুনি শেতে পিকতি,
মাতীমধুনি নিঘতি মোতি
সাম্ভালিসি মুলাফুলান্না ।।২।।
শক্তি, বুদ্ধি আম্হা দ্যাবি,
দেশ আমুচা সুখাত ঠেবি
হেচ মাগণে তুলা আমুচে ।।৩।।

- উপলব্ধ উপকরণের সাহায্যে শ্লোক ও প্রার্থনাটি সুর-তালে অনুশীলন করাবেন।

CG – 1
C –1.1
LO 03AE44

স্কুলের শুরু প্রার্থনার মাধ্যমে হয়। প্রার্থনায় আমরা একসঙ্গে জাতীয় সঙ্গীত, রাজ্য সঙ্গীত, শ্লোক, প্রার্থনা ও সমূহ গান গাই। এতে মন একাগ্র হয় এবং ভালো লাগে।

এসো, সবাই মিলে নিচের প্রার্থনাটি শুনে গাই।

## প্রার্থনা

চরাচরাপ্ঞ্যা সর্ব শক্তীন্নো
হি আমুচি প্রার্থনা।
করা আম্হাঁলা নির্ভয় নির্মল।
উজল্ দয়া জীবনা ।। ধৃ।।
বিদ্যেওর নিষ্ঠা ঠেয়ু ইয়া।
উদ্যোগাচি কাস ধরূ ইয়া।
সাহস শিকওয়া সংযম শিকওয়া।
ঘডউ দয়া জীবনা ।।১।।

নকো কধি তো গর্ব য়শাচা।
নকো কধি আলস কামাচা।
দ্বেষ কুণাচা নকো কধিহি।
ফুলউ সহজীওনা ।।২।।
রক্ষণ করণে যা সৃষ্টীচে।
বাটো আম্হা অতিমোলাচে।
মমতেচি আণিক সমতেচি।
দ্যা আম্হাঁ প্রেরণা ।।৩।।

**মনে রাখবে :**
প্রার্থনা চিৎকার করে বলা যায় না এটি অনুভূতি ও ভক্তিভরে মৃদু সুরে বলতে হয়।

- প্রার্থনাটি সুর করে গাইয়ে নেবেন এবং তার অর্থ নিয়ে আলোচনা করবেন।
- গানের সুর, শব্দের সঠিক উচ্চারণ ও তালের বিষয়ে নির্দেশনা দেবেন।

CG - 1
C -1.2
lo03AE45/46/57

## শিশুগীত

তোমরা কি কখনও শিশুগীত গান গাইতে গাইতে নেচেছ? কোন শিশুদের গানের সঙ্গে নাচতে তোমাদের ভালো লাগে? এসো, আমরা প্রকৃতির রঙে রঙিন হয়ে যাই এবং এই গানের মাধ্যমে পাখিদের কিচিরমিচির আর জলের কলকল ধ্বনি অভিনয়সহ উপস্থাপন করি!

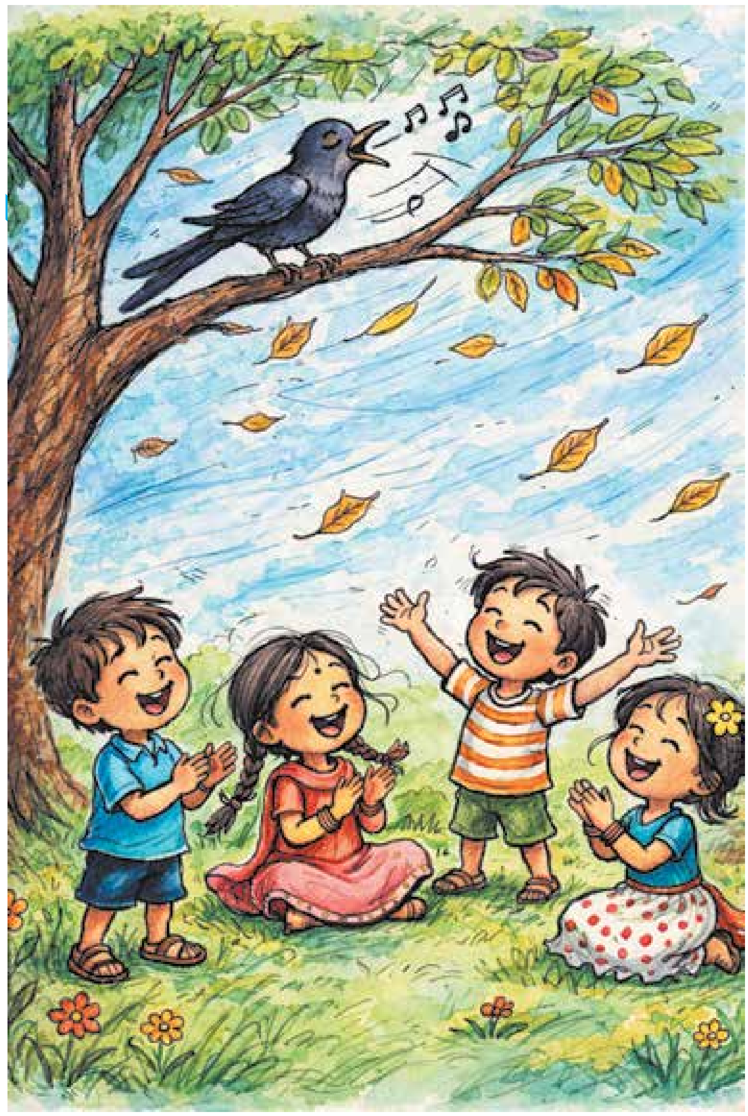

মলা ন কলতে সারেগম
গাণ্যাচে সংগীত
মী গাতো বডবডগীত
বডবড বডবড বডবড গীত ।।ধ্রু।।

জমউন সারি বেডী পোর
টপটপ পাডূন কৈর্যা-বোর
খুশাল বসতো ফাঁদীবরতী
নাহী কুণালা ভীত ।।১।।

ওঢা গাই ঝুর ঝুর গাণী
কোকিল গাই অমৃতবাণী
আম্হী গাতো ত্যাঞ্চ্যাসঙ্গে
তীহী হোতী ধীট ।।২।।

কধী পাখরে হওন ফিরতো
কধী আইচ্যা কুশীত শিরতো
বালপণীচা কাল সুখাচা
হীচ আমুচী রীত ।।৩।।

**কবি - জগদীশ খেবুডকর**

- উপলব্ধ উপকরণ ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের সুর ও তাল বজায় রেখে অভিনয়ের সাথে গান গাওয়াবেন।
- **প্রত্যেক বিদ্যার্থীকে গানে অংশগ্রহণের সুযোগ দেবেন।**

CG - 2
C - 2.1
LO03AE
47/57

## শিশুগীত

টপ টপ টপ থেঁব বাজতি, গাণে গাতো বারা
বিসরা আতা পাটি পুস্তক
মজেত ঝেলা গারা পাউস আলা
রে পাউস আলা ।।ধৃ।।

ঘরাঘরাবর কৌলারাঁবর আলে ঝিমঝিম পাণি
গুণগুণতি ঝাড়াঞ্চি পানে হিরবীহিরবী গাণী
অবতীভবতী ভিজুন মাতি সুগন্ধ ভরলা সারা ।।১।।

কাল্যাভোর ঢগাঁনা ঝালি কোসলণ্যাচি ঘাই
ইওলে ইওলে পঙ্খ ফুলওনি গাতে হি চিউতাই
আনন্দে হাম্বরতি গাই সমোর বিসরুন চারা ।।২।।

**গীত - মঙ্গেশ পাডগাঁওকর**

- এই শিশুগীতটি তালি দিয়ে তাল ও সুর মিলিয়ে গাওয়ার অনুশীলন করো।
- গীতটি গাইতে গিয়ে তোমার কেমন লেগেছে, সে স্পর্কে সহপাঠীদের সঙ্গে দলগত আলোচনা করো।
- এই গীতের কোন কোন পংক্তি তোমার ভালো লেগেছে, তা নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করো।

- তালি দিয়ে ছন্দ ও সুর বজায় রেখে শিশুগীতটি গাওয়াবেন।
- গীতটি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মতামত এবং তাদের পছন্দের পংক্তিগুলি নিয়ে আলোচনা করবেন।

CG - 1/2
C - 1.1/2.2
LO 03AE
44/45/ 57

## অভিনয়গীত :

শুধু গান গাওয়া নয়, গানের শব্দগুলোর অর্থ বুঝে অভিনয়ের সঙ্গে গানটি উপস্থাপন করো।

ছোটি ছোটি আমহী বালকে
মৌজ নি গম্মত করু ।
ঝাড়ে বেলী ফুলে পাখরে
ইয়াপ্তী মৈত্রী ধরু ।।

করু নকলা আওয়াজ কাঢু
পক্ষী অন্ প্রাণ্যাঁচে ।
গাউ গাণে খেল মাণ্ডু
মৈদানাওরচে ।

বাগডতানা আনন্দানে
অভ্যাসা সাওরু ।।
ছোটি ছোটি আমহী বালকে
মৌজ নি গম্মত করু ।।

**কবি - রাজেন্দ্র আত্রে**

**মনে রাখবে :**
শিশুদের গানে সাধারণত শিশুদের পছন্দ অপছন্দ, প্রকৃতি, পশুপাখি, খেলনা ইত্যাদির বর্ণনা থাকে।

- অভিনয়গীত তাল, সুর ও অভিনয়ের সঙ্গে অনুশীলন করবেন ।

CG – 2
C – 2.1
LO 03AE47/57

## দেশাত্মবোধক সমবেত গান

আমরা ভারত দেশে বাস করি। এই দেশ নিয়ে আমাদের গর্ব হওয়া উচিত। দেশের সৈনিকরা সীমান্তে সতর্কভাবে পাহারা দিয়ে দেশের সুরক্ষা করেন। তাই আমরা সবাই নিরাপদে থাকতে পারি।

এবার সবাই মিলে নিচের দেশাত্মবোধক গানটি গাই।

চলা চলা চলা, পুঢে পুঢে চলা
দেশরক্ষণা চলা, না মাগুতি ওয়ালা।
বালবীর হে, সিংহ ছাতীচে
তাঠ মান হি, হাত বাজীচে।।১।।

হিমালয়াবরী, চঢ়ূন যাও য়া
ধ্বজ তিরঙ্গী হা, সদৈব রক্ষুয়া।।২।।

হাক মারিতা, কোনী ত্যা ক্ষণী
রণাত ঠাকুয়া, শস্ত্র ঘেউনী।।৩।।

ভিতী হি মনী আমুচ্যা নসে
বিজয় শেওটি আপুলা অসে।।৪।।

**কবি - প্রদীপ**

**নিচের যেকোনো একটি সমবেত গান শুনে অনুশীলন করো।**

- মঙ্গল দেশা পবিত্র দেশা...
- বল সাগর ভারত হোভো...
- সারে জাহাঁ সে আচ্ছা...
- হিন্দ দেশ কে নিবাসী...

**মনে রাখবে :**
অনেক ব্যক্তি একসঙ্গে তাল ও সুর মিলিয়ে গান গাইলে তাকে সমবেত গান বলে।

- দেশাত্মবোধক গান সঠিক তাল ও সুরে অনুশীলন করাবেন।

CG-3
C - 3.2
LO 03AE57

# আমার কৃতি

১) নিচের চিত্রে পাঠে শেখা বিভিন্ন ধরনের গানের নাম লেখো।

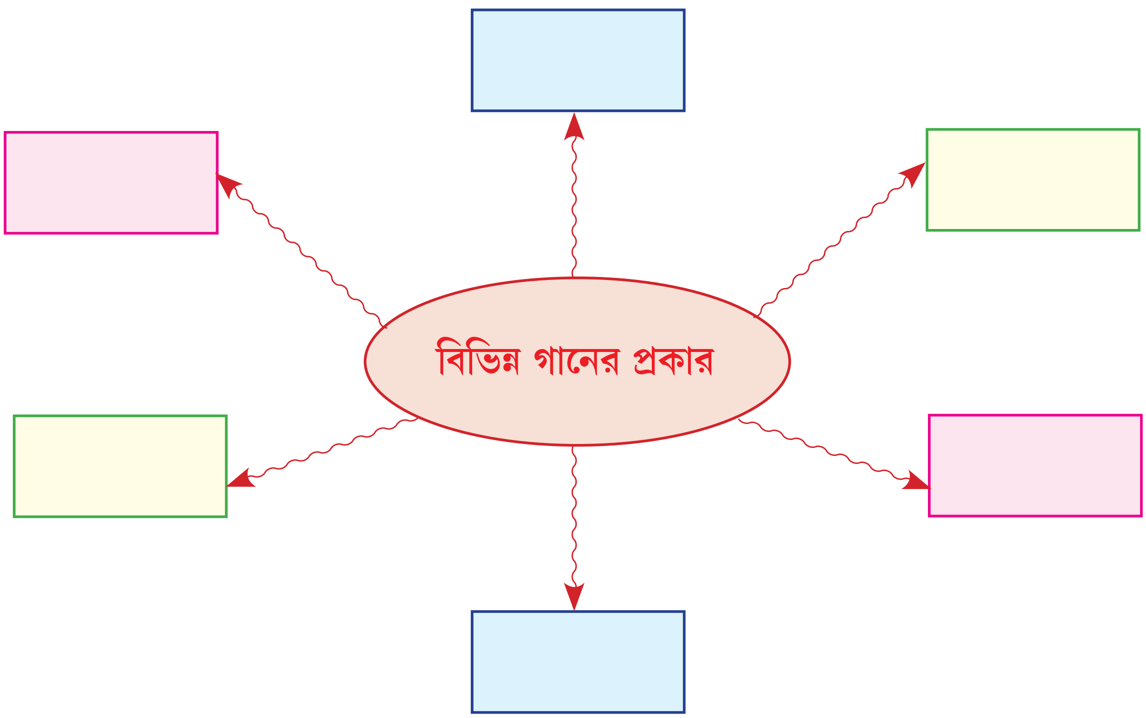


২) পাঠে শেখা কোন গানটি তোমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে? সেই গানের চারটি লাইন লেখো।

................................................

................................................

................................................

................................................

৩) পাঠে শেখা যেকোনো একটি গানের অনুশীলন করে গেয়ে শোনাও।

- পাঠে দেওয়া গানগুলোর পর্যাপ্ত অনুশীলন করিয়ে দলগতভাবে উপস্থাপনার সুযোগ দেবেন।
- এ ধরনের অন্যান্য গানও শিক্ষার্থীদের দিয়ে গাওয়াবেন।

# ১০. একক  গান, যুগল গান

**নিচে দেওয়া সব ছবিগুলো ভালো করে দেখো।**

১.

২.

৩.

৪.

৫.

৬.

উপরের সকল ছবিগুলো দেখো ও ছবিগুলোর মধ্যে কী কী মিল বা অমিল দেখতে পাচ্ছ? তা তোমার সহপাঠীদেরকে বলো ।

মিল থাকা ছবির নম্বর নীচের ছকে লেখো ।

- একক গীত ও যুগল গীতের তথ্য দেবেন ।

CG – 2
C – 2.1
LO03AE48

যখন কোনো ব্যক্তি একাই গান গায়, তখন তাকে একক গান বলা হয়। আর যখন দু’জন ব্যক্তি একসঙ্গে সুর মিলিয়ে গান গায়, তখন তাকে যুগল গান বলা হয়।

এসো, আজ আমরা একক ও যুগল গান গেয়ে আনন্দ করি!

**একক গান :**

নিচের গানটি পড়ো এবং গাও। তোমাদের এই গানটি একাই গাইতে হবে। তাই গানটি শুনে বারবার অনুশীলন করো।

## আনন্দের গান

চলা চলা গাউ চলা আনন্দাচে গাণে
আনন্দাচে গাণে গাউ আনন্দাচে গাণে ।।ধ্বৃ।।
ফুলপাখরাঞ্চে পঙ্খ ঘেউনি
উড়ু বাগড়ু ধুন্দ হউনি
বার‍্যাসঙ্গে নাচু চলা ছেড়ু ইয়া তরাণে ।।১।।

ফুলাফুলাঞ্চে রং ঘেউ ইয়া
ঝাড়ে জশি উঞ্চ তশে উঞ্চ হউ ইয়া
হিরবে হিরবে রান সারে হিরবি হিরবি পানে ।।২।।
আভারাত  কাহিতরি নবে পাহু ইয়া
নবে নবে পাহতা নবে শোধু ইয়া
গীত নবে শব্দ নবে গাউ ইয়া নব্যানে ।।৩।।

কবি - অচ্যুত ঠাকুর

- উপলব্ধ বাদ্যযন্ত্র বা অন্যান্য উপকরণ ব্যবহার করে তাল ও সুরের সঙ্গে একক গান গাওয়ার অনুশীলন করাবেন।

## বালগীত

সসা তো সসা কি কাপুস জসা
ত্যানে কাসভাশি পৈজ লাভিলি
ভেগভেগে ধাভু নি ডোংগরাভর যাউ
হি শর্যত রে আপুলি।

হিরভি হিরভি পানে নি পাখরাঞ্চে গাণে
হে পাহুনিয়া সসা হারখলা।
খাই গার চারা, ঘে ফাঁদিচা নিভারা
তো হলুহলু তেথে পেংগুরলা।
মিটলে বেডে ভোলে, গুঞ্জেচে ত্যাচে ডোলে
ঝাডাচ্যা সাওলিত ঝোপে... সসা।

চুরুচুরু বোলে তো তুরুতুরু চালে
নি কাসভানে অঙ্গ হালভিলে
সসা জাই পুঢে নি ঝাডামাগে দডে
তে কাসভানে হলু পাহিয়লে।
ভাটেত থাম্বলে না, কোনাশি বোলে না,
চাললে লুটুলুটু পাহি... সসা!

ঝালি সাঞ্জভেল তো গেলা কিতি কাল
নি শহারলি গাভতাচি পাতি।
সসা ঝালা জাগা, তো উগা করি ত্রাগা
নি ধাভ ঘেই ডোংগরাচ্যা মাথি।
কাসভা তেথে পাহি ওসারলা মনি হোই
"নিজলা তো সম্পলা!" সাংগে... সসা।

**কবি - শান্তারাম নান্দগাঁওকর**

- শিক্ষার্থীদের গানটি তাল ও সুর মিলিয়ে অনুশীলন করাবেন।

## আরও কিছু একক গান

কয়েকটি শিশুগীতের সূচী দেওয়া হলো। এই গানগুলো একা গাইতে শেখা উচিত। তোমার যেটি ভালো লাগে, সেটি শুনে গাও এবং অনুশীলন করো।

১) আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে...

২) মেঘের কোলে রোদ হেসেছে...

৩) আমপাতা জোড়া জোড়া...

৪) আতাগাছে তোতা পাখি...

৫) আয় আয় চাঁদ মামা...

## যুগল গান

আমরা আরেকটি যুগল গান শিখব। এর জন্য নিচের গানটি পড়ো, শোনো এবং গাও।

ঝোপ আতা চিউতাই। রাত্র কিতি ঝালি বাই
চিমনা-চিমণীসাটী। বাবা গাতো হি অঙ্গাই ।।।ধৃ।।

সুরাসঙ্গতি কথী খট্যালী। শালেতীল গমতী
গমতী অতি ভারী। অওখল শোভে হি চতুরাই ।।১ ।।

ভাগ্যলক্ষী মাঝি গোন্তরী। মাঝি গুংগুডি কিতি সানুলী
মোঠ্‌ঠ হোন্যাচী করু নকো ঘাই। বাবা গাতো হী অঙ্গাই ।।২।।

সরল বালপন হোশীল মোঠী। শহাণপণাঢ্যা করশীল গোষ্ঠী
জোজবিতে বাপাতীল আই। জোজবিতে বালাচী আই ।।৩।।

**কবি - অভয় কুলকার্ণী**

- করণীয় উপরে দেওয়া একক গান ও যুগল গান সঠিক তাল ও সুরে গাওয়ার অনুশীলন করিয়ে নেবেন।

CG - 2
C - 2.1
LO 03AE48/49

## যুগল গান

এখন নিচের গানটি পড়ো ও শোনো। এই গানটি দুইজন মিলে গাওয়া, তাই একে যুগল গান বলা হয়। এসো, তোমরাও এই গানটি পড়ো, শোনো এবং গাও।

''তুঝা গলা, মাঝা গলা,
গুংফু মোত্যাঞ্চ্যা মালা''
''তাই, আনখি কোনালা?''
''চল রে দাদা চহাটলা!''

''তুজ কন্ঠী, মজ অংগঠী
আনখি গোফ কোনালা?''
''বেড লাগলে দাদালা!
মলা কুপাচে? তাইলা!''

''ভুজ পগডী, মজ চিরডী।
আণখি শেলা কোণালা?''

''দাদা, সাঙ্গু বাবালা?
সাংগ তিকডচ্যা স্ব-রীলা!''

''খুসু খুসু গালি হসু''
''বরবর অপুলে রুসু রুসু''
''চলনিঘ, য়েথে নকো বসু''
''ঘর তর মাঝে, তসু তসু''

''কশী কশী, আজ অশী''
''গন্মত তাইচী খাশী!''
''আতা কট্টী ফু দাদাশী''
''তর মগ গট্টী কোণাশী?''

**কবি - ভা. রা. তাম্বে**

- শিক্ষকের জন্য- যুগল গানটি শিক্ষার্থীদের শিনাবেন দিতে হবে এবং তাল ও লয়ের সঙ্গে গাওয়ার অনুশীলন করাবেন।

CG-2
C-2.1
LO03AE48,49

## আরও কিছু যুগল গান

নিচে কিছু যুগল গানের তালিকা দেওয়া হলো। তোমাদের যে গানগুলি ভালো লাগে, সেগুলো শুনে অনুশীলন করো।

- চলো রাস্তায় সাজাই আলো...
- হৃদ মাঝারে রাখব...

## আমার কৃতি

১) সঠিক শব্দ ব্যবহার করে বাক্য পূরণ করো।

ক) একা গাওয়া গানকে ..................... বলে।

খ) যুগল গান গাওয়ার জন্য ..................... জন ব্যক্তির প্রযোজন হয়।

২) তোমার পছন্দের যে কোনো একটি একক গানের অনুশীলন করে শ্রেণীতে উপস্থাপন করো।

৩) তোমার পছন্দের যে কোনো একটি যুগল গানের অনুশীলন করে উপস্থাপন করো।

- শিক্ষকের জন্য- শিক্ষার্থীদের দিয়ে যুগল গানের অনুশীলন করিয়ে উপস্থাপন করিয়ে নেবেন।

# ১১. সুরের পরম্পরা

চিত্র দেখে সেটি কীসের ছবি তা লেখো।

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

- ছবিগুলি ভালোভাবে দেখে ছবির নিচে নাম লিখতে বলবেন।
- ছবিতে দেখানো লোক সঙ্গীতের বিভিন্ন ধরন সম্পর্কে তথ্য বলবেন।

CG – 2
C – 2.2
LO 03AE51

তুমি নিশ্চয়ই বাসুদেব দেখেছ! পোভাডা (লোকগাথা) গানও শুনেছ!

আবার কখনও জাঁতায় শস্য পেষার সময় গাওয়া ওভি গানও শুনে থাকতে পারো! এভাবেই বিভিন্ন স্থানীয় ভাষা ও ঐতিহ্য থেকে লোকসঙ্গীতের সৃষ্টি হয়। আজ আমরা লোকসঙ্গীতের এমনই কিছু গানের আনন্দ উপভোগ করব।

### শ্বেতকরী গীত

আম্হী লেকর কাল্যা আইচি
রাবতো শেতামন্দী। করিতো কাম গালতো ঘাম
রাহতো সদা আনন্দী ।।ধৃ।।
জরী আমচ্যা কস্টাচা জীন
দেবাচে আম্হালা লাভত দেণ
উন-পাওসাশী ঝুজুন আম্হি
পিকবিতো সোনে চান্দি ।।১।।

**কবি - রাজেন্দ্র অত্রে**

**মনে রাখো :** কৃষক গানের সঙ্গে সাধারণত ঢোল, খঞ্জনি, ঝাঁঝ ও ঘুঙুর এই বাদ্যযন্ত্রগুলি ব্যবহার করা হয়।

### কোলি গান

ওলুও রে নাখওয়া, ওলুও রে নাখওয়া
ওলুও রে নাখওয়া, ওলুও

আম্হি কোল্যাচি পোর হায় হো
আস্থা দর্যাচী ভীতী নায় হো
ওয়র আভাল ভরলয় হো জাল
জোরাত ধরলয় হো কোন
করীল আম্হা কায় হো?
লাট জোসাত য়েউ দ্যা
ঝোপ খুশাল ঘেউ দ্যা
মাগে ঘেণার নাহি পায় হো
দেব মল্হারী পাওলা হো
মাসা জাল্যাত গাঁওলা হো হোডী
মজেতে পুঢে জায় হো

**কবি - মঙ্গেশ পাডগাঁওকর**

**মনে রাখো :** কোলি গানের সঙ্গে সাধারণত ঢোলক, ঢোলকি, ঘুঙুর, হারমোনিয়াম ও ঝাঁঝ এই বাদ্যযন্ত্রগুলি ব্যবহার করা হয়।

- কোলি গান ও কৃষক গানের মধ্যে কী কী পার্থক্য আছে, তা নিয়ে দলে আলোচনা করিয়ে নেবেন।

CG-2
C- 2.2
LO03AE
50/51

### পড়ো, শোনো ও গাও

প্রাচীন সময়ে পরিবারের মহিলারা ভোরবেলা উঠে জাঁতায় শস্য ভাঙ্গাতেন। শস্য ভাঙ্গাতে ভাঙ্গাতে তারা ওভি (লোকগীতি) গাইতেন। এই ওভিগুলিকে জাঁতার ওভি বলা হয়।

### জাঁতার ওভি

১) পহিলি মাঝি আবি গ, লাবীন মী মালা।
বিঠ্ঠচ্যা চরণী গ, ঠেবীন মী কপালা।
২) সুন্দর মাঝে জাতে গ ফিরে বহতেকে।
ওব্যা গাউ কৈতুকে তু য়েরে বা বিঠ্ঠলা।।

### পোওয়াড়া

ছত্রপতি শিবাজি মহারাজের বীরত্বের গল্প তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। কিন্তু যখন এই গল্পগুলি গানের মাধ্যমে শোনা যায়, তখন ঘটনাগুলি আরও জীবন্ত হয়ে ওঠে। এমনই একটি পোওয়াড়া (বীরগাথামূলক লোকগান) শোনো ও বলো।

রায়রিচা রায়গড ঝালাऽऽ
বান্ধীল দুর্গেশ্বরালা, তটবন্দী মহাদ্বারালা
বাজারপেঠ রাজসদরেলা, সেবেচে ঠাই তৎপর
হিরোজি ইন্দুলকর বর দেই জগদিশ্বর
ঝালি রাজধানী তৈয়ার জীऽ জী জী
মরাঠিয়াচ্যা সিংহাসনাচী বাঢবিলী খ্যাতী
জিজাউ ঝাল্যা রাজমাতা অন শিওবা ছত্রপতী
কিত্যাকাচ্ঞ্চ বলিদানাচে দিন হা অওতরলা
শেতকার্যাঞ্চা রাজা শিওবা ছত্রপতী ঝালা।।

**কবি - সন্তোষ সালুঙ্কে**

ছত্রপতি শিবাজি মহারাজের কোন কোন বীরত্বের গল্প তোমরা জানো? সেগুলি নিয়ে আলোচনা করো।

**মনে রেখো :** পোওয়াড়া পরিবেশনের সময় সাধারণত ডফ, হারমোনিয়াম, তুন্তুনে ও ঝাঁঝ (তাল) ইত্যাদি।

- লোকসঙ্গীতে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রগুলির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন।
- তোমাদের স্থানীয় এলাকার লোকগানের বিভিন্ন ধরন সম্পর্কে আলোচনা করবেন।

CG -4
C- 4.2
LO03AE61

## ভারুড় (লোকসঙ্গীতের একটি প্রকার)

গান গাইতে গাইতে গল্প বলা এবং অভিনয় করে উপস্থাপন করতে খুব মজা লাগে। এই ধরনের গানকে ভারুড় বলা হয়।

সূর্য উগওলা প্রকাশ পডলা আডওয়া ডোংগর
আডওয়া ডোংগর তয়ালা মাঝা নমস্কার
অগগগগগগগং বিষ্ণু চাওলা
দেবা রে দেবা... বিষ্ণু চাওলা
আতা কায় মী করু... বিষ্ণু চাওলা

**– সন্ত একনাথ**

**মনে রাখো :** ভারুড় পরিবেশনের সময় হারমোনিয়াম, ঢোলকি, মৃদঙ্গ, ঝাঁঝরি, তুনতুনে ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র বাজানো হয়।

**মনে রাখো :**
স্থানীয় কথ্য ভাষায় গাওয়া ঐতিহ্যবাহী গানকে লোকগীতি বলা হয়।

- শিক্ষার্থীদের লোকগীতের সাহিত্য সম্পর্কে পরিচয় করিয়ে দেবেন।
- শিশুদের দিয়ে লোকসঙ্গীতের বিভিন্ন ধরনের গান গাওয়াবেন।
- লোকগীতির বিভিন্ন প্রকারের পার্থক্য চিনতে শেখাবেন।

CG -3/4
C- 3.2/4.2
LO03AE
56/61

## প্রাসঙ্গিক গান

সারা বছরে অনেক রকম উৎসব ও অনুষ্ঠানে সেই উৎসব অনুযায়ী গান গাওয়া হয়। এই ধরনের গানকে প্রাসঙ্গিক গান বলা হয়।

**ভজন :**

দেও মাঝা বিঠু সাওলা
দেও সাঝা বিঠু সাওলা
মাল ত্যাচী মাঝিয়া গলা ।।ধৃ।।

বিঠু রাহে পন্ডরপুরী বৈকুন্ঠচ হে ভূবরী ভীমেচ্যা কাঠী
ডুলে ভক্তিচা মলা ।।১।।

সাজিরে রূপ সুন্দর কটি ঝলকে পীতাম্বর
কণ্ঠাত তুলশিচে হার, কস্তুরী - টিলা ।।২।।

ভজনাত বিঠু ডোলতো কীর্তনী বিঠু নাচতো
রংগুন জাই ভক্তান্‌চা পাহুনী ললা ।।৩।।

**কবি - সুধাংশু**

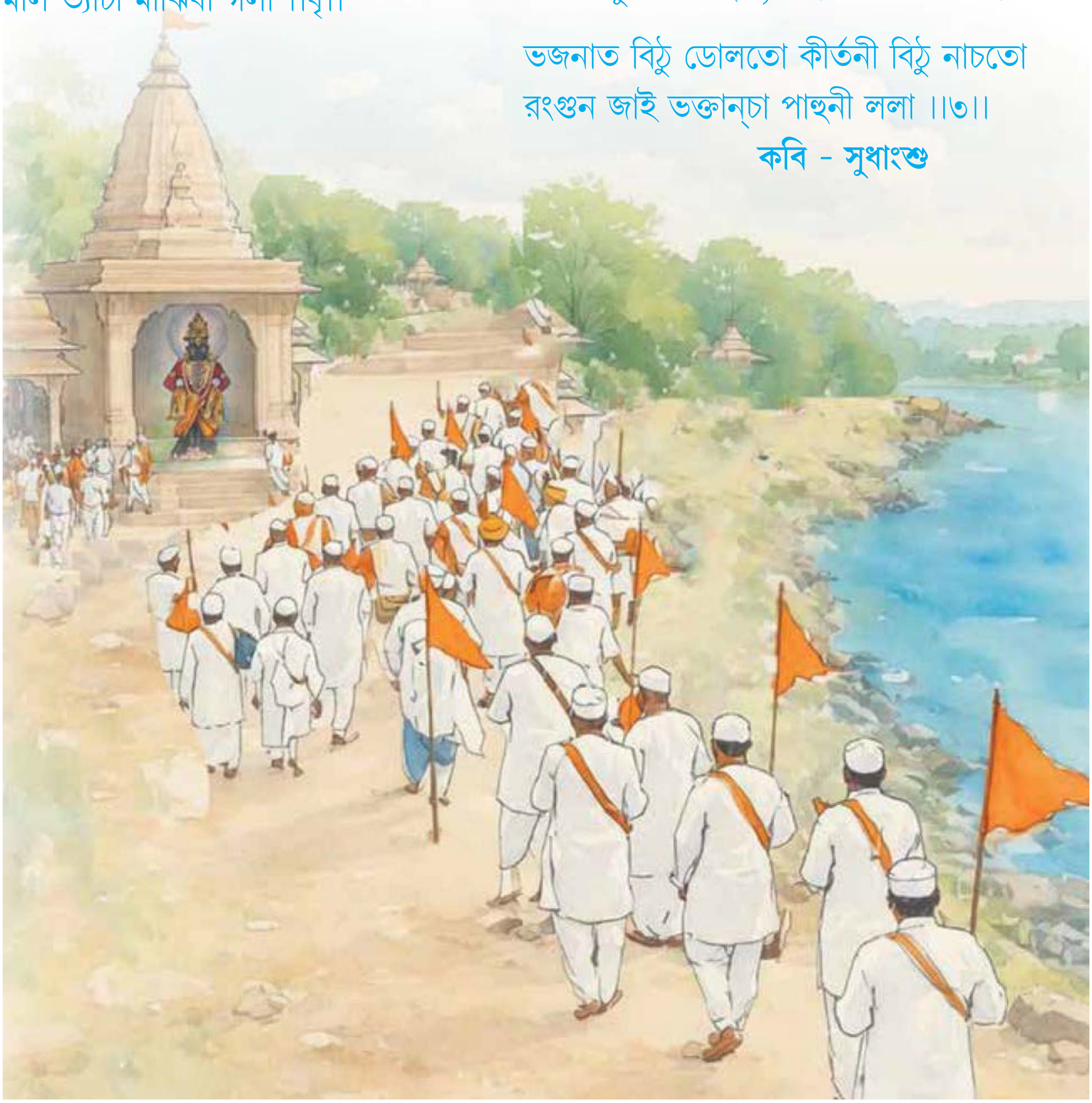

- কার্যক্রম প্রাসঙ্গিক গানের বিভিন্ন ধরন অনুশীলন করাবেন।।

CG – 3
C– 3.2
LO03AE57
LO03AE58

**গৌরী - গণপতি :**

চলা চলা সং সয়াংনো গৌরী আনু য়া
গৌরী আইচ গানও গাউ য়া
চলা চলা গং...

পার্ট মান্ডু চলা মাঝ্যা গৌরাইলা শালু
জরতারী হা আতা দেউ তিলা
সোন্যা পাচুচং দাগিন তিলা ঘালু য়া
চলা চলা গং সয়ানো গৌরী আনু য়া...

হলদী কুংকু ফুল গংধ বাহু তিলা
গৌরাইচ্যা দারী দীপ লাউ চলা
আলী গৌরাই মাঝী সোন্যাচ্যা পাউলী
চলা চলা গং সয়ানো গৌরী আনু য়া...

**দিওয়ালী গীত :**

চক চক চকলী কাট্যানে মাখলী
তুকডা মোডতাচ খমংগ লাগলী
কড কড কডবুলে কুডকুডীত ঝালে
একচ খাতানা দাত দুখূ লাগলে
গোরীপান করংজী, নাওয়ে সারখী দিসতে
তিচ্যা পোটাতলে খাতানা, আণখী হওবী বাটতে
তিখট তিখট চিউডা, আম্হালা নকো বুআ
'দাণে খোবর বেচুন, লাডু এবেজী দাদালা দ্যা'
এবঢা মোঠা লাডূ, হাতাত কাহী মাওয়ত নাহী
তুকডা তুকডা খাতানা, কেব্হা সংপলা কলত নাহী

- প্রাসঙ্গিক গানগুলিকে বিভিন্ন প্রকারের সুর ও তাল সহ অভ্যাস করাবেন।

CG -3
C- 3.2
LO03AE57
LO03AE58

# আমার কৃতি

১) পাঠে উল্লেখিত লোক সঙ্গীতের প্রকারগুলোর নাম লেখো।

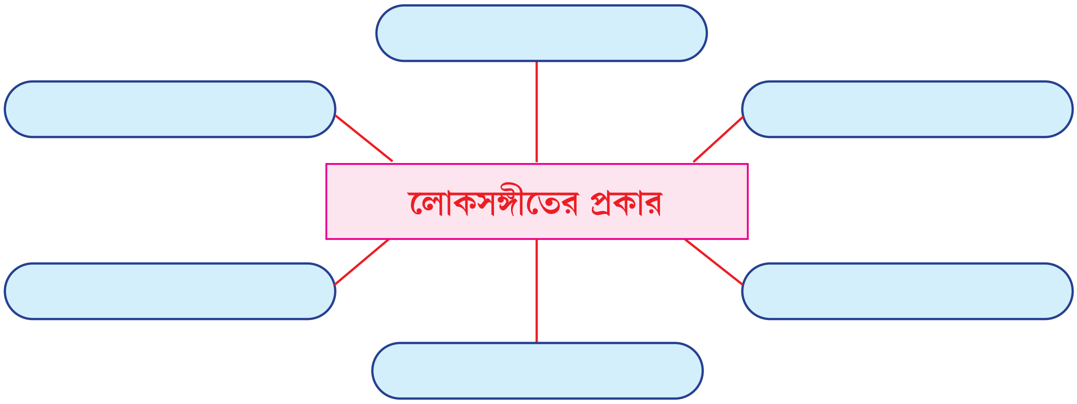


২) নিচের ছবিতে দেখানো বাদ্য যন্ত্রগুলো কোন কোন প্রকারের লোক সঙ্গীতের জন্য ব্যবহার করা হয়, তা লেখো।

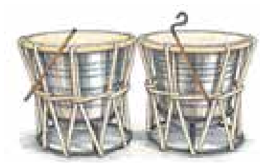

...................... . ...................... . ...................... .

...................... . ...................... . ...................... .

৩) তোমার গ্রাম বা এলাকার লোক সঙ্গীত সম্পর্কে বাড়ির বড়দের কাছ থেকে তথ্য নিয়ে একটি তালিকা তৈরি করো।

# ১২. সুরের সঙ্গে বন্ধুত্ব

নিচের ছবিগুলো দেখো।

ছবির ধ্বনিগুলো বোঝো এবং সেই ধ্বনি গুলোর শ্রেণীবিভাগ করো।

| প্রাকৃতিক ধ্বনি (আওয়াজ) | মানুষসৃষ্ট ধ্বনি (আওয়াজ) |
|---|---|
| ১) ................................ | ১) ................................ |
| ২) ................................ | ২) ................................ |
| ৩) ................................ | ৩) ................................ |

উপরের ধ্বনিগুলোর বাইরে তোমার জানা অন্য প্রাকৃতিক ও মানুষসৃষ্ট ধ্বনি (আওয়াজ) লিখো।

**মনে রাখো :**

- প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান থেকে যে আওয়াজ শোনা যায়, তাকে প্রাকৃতিক ধ্বনি বলে।
- বিভিন্ন বস্তু বা যন্ত্র থেকে যে আওয়াজ উৎপন্ন হয়, তাকে মানুষসৃষ্ট ধ্বনি বলে।

## ভাবো

| প্রাকৃতিক আওয়াজ | মানুষসৃষ্ট আওয়াজ |
|---|---|
| ১) ................................ | ১) ................................ |
| ২) ................................ | ২) ................................ |
| ৩) ................................ | ৩) ................................ |

**এসো, আওয়াজের নকল করি!**

তুমি যে আওয়াজগুলো শুনেছ, সেগুলোর তোমার বন্ধুদের সামনে নকল করে দেখাও।

- শিক্ষার্থীদের প্রাকৃতিক ও মানুষসৃষ্ট আওয়াজের মধ্যে পার্থক্য বুঝিয়ে বলবেন।
- বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও মানুষসৃষ্ট আওয়াজের নকল করার সুযোগ দেবেন।

CG-3
C-3.1
LO03AE54/55
/59

উপরের ছবিগুলোতে তোমরা কী দেখতে পাচ্ছ?

গান গাওয়ার জন্য যেমন বাদ্য যন্ত্রের প্রয়োজন হয়, তেমনি নাচের জন্য গায়ক ও বাদকের প্রয়োজন হয়।

**মনে রাখো :**

**গায়ন, বাদন ও নৃত্য এই তিনটি কলার সমষ্টিকে ‘সঙ্গীত’ বলা হয়।**

## আরোহ- অবরোহ

**নিচের ছবিটি ভালো করে দেখো এবং দলবদ্ধভাবে আলোচনা করো।**

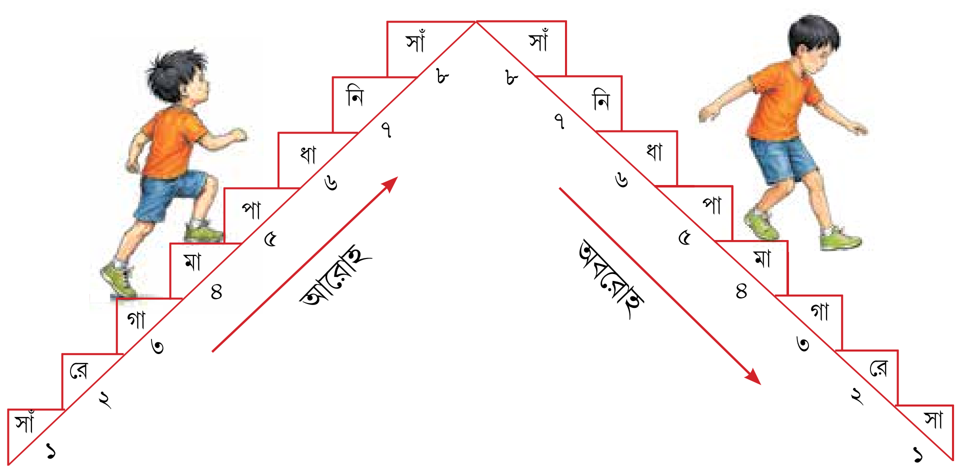


**মনে রাখো :**

- নীচের থেকে উপরের স্বরগুলিকে ‘আরোহ’বলে। উদাহরণ- সা রে গামা পা ধা নি সাঁ।
- উপর থেকে নীচের স্বরগুলিকে ‘অবরোহ’ বলে। উদাহরণ- সাঁ নি ধা পা সা গা রে সা।

- উপলব্ধ উপকরণের সাহায্যে আরোহ ও অবরোহের অনুশীলন করাবেন।

CG – 2
C – 2.2
LO03AE52

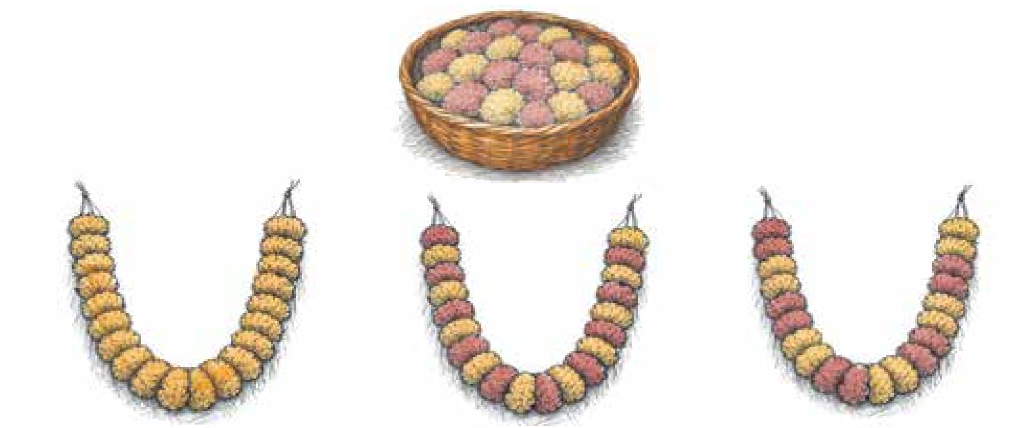

## ছবি দেখো ও পর্যবেক্ষণ করো।

ছবির মালাগুলোর মধ্যে কী কী পার্থক্য দেখা যায়, তা নিয়ে একসাথে আলোচনা করো।

### সাত স্বর

সঙ্গীতে সাতটি স্বর থাকে। এই স্বরগুলোকে কি বিভিন্নভাবে সাজানো যায়? এ বিষয়ে চিন্তা করো।

| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| সা | রে | গা | মা | পা | ধা | নি |

**তুমি কি জানো?**

- সাতটি স্বরের সমষ্টিকে 'সপ্তক' বলা হয়।
- সপ্তকের মোট তিনটি প্রকার আছে মান্দ্র-সপ্তক, মধ্য-সপ্তক এক তার-সপ্তক

| | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| আরোহ – | সা | রে | গা | মা | পা | ধা | নি | সা |

| | ৮ | ৭ | ৬ | ৫ | ৪ | ৩ | ২ | ১ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| অবরোহ – | সাঁ | নি | ধা | পা | মা | গা | রে | সা |

- আরোহ, অবরোহ ও অলঙ্কারের অনুশীলন করাবেন।

CG – 2
C – 2.1
LO03AE53/56

অবরোহ -

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ১ | ২ | ২ | ৩ | ৩ | ৪ | ৪ | ৫ | ৫ | ৬ | ৬ | ৭ | ৭ | ৮ | ৮ |
| সা | | রে | | গা | | মা | | পা | | ধা | | নি | | সাঁ | |
| ৮ | ৮ | ৭ | ৭ | ৬ | ৬ | ৫ | ৫ | ৪ | ৪ | ৩ | ৩ | ২ | ২ | ১ | ১ |
| সাঁ | | নি | | ধা | | পা | | মা | | গা | | রে | | সা | |

**করে দেখো**

**নিচের শূন্য স্থানে স্বরক্রম সম্পূর্ণ করো এবং গানের অনুশীলন করো।**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সা | রে | রে | গা | | | | | | | | | | |
| সা | নি | নি | ধা | | | | | | | | | | |

**মনে রাখো :** স্বরগুলির ক্রমানুসারে সুন্দর ও আকর্ষণীয় বিন্যাসকে অলঙ্কার বলা হয়।

## বাদ্যযন্ত্রের পরিচয়

হারমোনিয়াম

তবলা

বাঁশি

পাখওয়াজ

গিটার

ঢোল

তুতারি

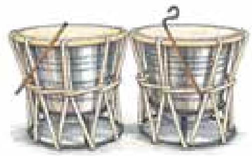

সম্বল

- তালি দিয়ে তাল ও সুরের সঙ্গে অলঙ্কারের অনুশীলন করাবেন।

CG - 2
C - 2.2
LO03AE53

**ছবিগুলি দেখে তাদের বাজানোর পদ্ধতি অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ করো।**

১. হাতে বাজানো বাদ্যযন্ত্র........................................................

২. মুখ দিয়ে ফুঁ দিয়ে বাজানো বাদ্যযন্ত্র..........................................

৩. তারের সাহায্যে বাজানো বাদ্যযন্ত্র.............................................

## আমার কৃতি

১) নিচের ফাঁকা ছকে ক্রমানুসারে আসা স্বরগুলি লেখো।

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| সা | | গা | মা | | ধা | |

২) স্কুলে আসার সময় কোন কোন প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট আওয়াজ শোনা যায়?

| প্রাকৃতিক (আওয়াজ) | মানবসৃষ্ট (আওয়াজ) |
|---|---|
| ১) .................................... | ১) .................................... |
| ২) .................................... | ২) .................................... |
| ৩) .................................... | ৩) .................................... |

নৃত্যকলা

# ১৩. নৃত্য, আমার আনন্দ

বাচ্চারা, আমরা যখন খুব খুশি হই, তখন আনন্দে তালি দিই, লাফাই এবং কখনও কখনও নাচতেও শুরু করি। এর আগেও তোমরা নিশ্চয়ই কোনো না কোনো গানের সঙ্গে নেচেছ। তাহলে এবার আমরা সুন্দরভাবে নাচ শিখব। এসো, নাচের আনন্দময় যাত্রা শুরু করি।

নৃত্য হলো ভাব ও সঙ্গীতের সঙ্গে হাত, পা এবং পুরো শরীরের সুন্দর ও ছন্দময় চলন। ছবিতে দেখানো কাজগুলো লক্ষ্য করো এবং একের পর এক করে দেখো। সব কাজই তালের সঙ্গে করতে হবে।

১. উপরে ও নিচে তালি দাও।

২. তালি দিয়ে এক পা সামনে বাড়াও। তালি দিয়ে এক পা পিছনে নাও।

৩. ডান ও বাম দিকে তালি দাও।

**এসো নাচি!**

উপরের ছবিতে দেখানো কাজগুলো ব্যবহার করে তোমার পছন্দের গানের সঙ্গে নাচ পরিবেশন করো। এই কাজগুলোর সঙ্গে তোমার ইচ্ছামতো লাফানো এবং অন্যান্য সহজ চলনও যোগ করতে পারো।

- দেওয়া চলনগুলো লক্ষ্য করে পছন্দের সঙ্গীতের সঙ্গে সেগুলো করে দেখার প্রেরণা দিন। এসব কাজের পাশাপাশি আরও কিছু সহজ চলনও করিয়ে নিন।
- শিক্ষক নিশ্চিত করবেন যে, প্রত্যেক শিক্ষার্থী এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছে।

CG – 1
C – 1.1
LO 03AE62

## এসো, দেখি! শিখি! নাচি!

দেওয়া প্রতিটি চলন ভালো করে দেখো এবং প্রতিটি নাচের ভঙ্গি ডান ও বাম দিকে করে দেখাও।

এবার আমরা এই নাচের অনুশীলন করি।

- নাচের অনুশীলন ও উপস্থাপনায় সবাইকে উৎসাহিত করবেন।

CG – 1
C – 1.1
LO 03AE62

## এসো, সবাই মিলে নাচি

সবাই একসঙ্গে নাচ করলে আনন্দময় ও প্রাণবন্ত পরিবেশ তৈরি হয়।
ছবিতে দেখানো কাজগুলো ভালো করে দেখো এবং সেগুলো একের পর এক করে দেখো।

**বন্ধুদের সঙ্গে গোল হয়ে ঘেরো।**

**ফুগড়ি (হাত ধরে ঘুরে) খেলো!**

**নৌকা বাইবার মতো ভঙ্গি করো।**

**তালি দাও, সামনের বন্ধুকে তালি দাও।**

**তালি দিয়ে দুই পা সামনে যাও। আবার তালি দিয়ে দুই পা পিছিয়ে আসো।**

**একদল তালি দেবে, আরেকদল পা ঠুকবে।**

- উপরের ছবিতে দেখানো কাজগুলো ব্যবহার করে তোমাদের পছন্দের গানের সঙ্গে এগুলি করে দেখার জন্য উৎসাহিত করবেনা।

CG – 1
C – 1.2
LO 03AE63

## এসো, করে দেখি!

সবাই এক সারিতে দাঁড়াও। সবাই ডানদিকে ঘুরে সামনের বন্ধুর কাঁধে দুই হাত রাখো। সবার সামনে যে বন্ধু দাঁড়িয়ে আছে, তার মতো হাঁটো। তার চলন অনুকরণ করো।

| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
|---|---|---|---|---|---|
| সামনে যাও | পিছনে যাও | সামনে যাও | পিছনে যাও | সামনে যাও | পিছনে যাও |

এবার ৪ থেকে ৬ জনের একটি দল তৈরি করো। দলের সবাই এক সারিতে দাঁড়াও। ১, ৩, ৫ নম্বরে দাঁড়ানো শিশুরা আগে সামনে লাফ দেবে, তারপর পিছনে যাবে। ২, ৪, ৬ নম্বরে দাঁড়ানো শিশুরা আগে পিছনে যাবে, তারপর সামনে লাফ দেবে। দেখো, আবার সবাই এক সরলরেখায় এসে দাঁড়িয়েছে কি না। এবার এই অনুশীলন বারবার করো। যখন ভালোভাবে অনুশীলন হয়ে যাবে, তখন তোমাদের পছন্দের গানের সঙ্গে এই চলনগুলো ব্যবহার করে একটি নাচ পরিবেশন করো।

- দেওয়া চলনগুলো পর্যবেক্ষণ করে শিক্ষার্থীদের পছন্দের সঙ্গীতের সঙ্গে বাস্তবে করতে উৎসাহিত করবেন।
- শ্রেণীর শিক্ষার্থীসংখ্যা অনুযায়ী ৪ বা ৬ জনের দল তৈরি করে এই কার্যক্রম করিয়ে নেবেন।

CG – 1
C – 1.2
LO 03AE63

### নৃত্যের ছবি লাগাও

সমাচার পত্র বা ম্যাগাজিনে ছাপা সমবেত নৃত্যের ছবি অথবা স্কুলের অনুষ্ঠানে তোমাদের করা সমবেত নৃত্যের ছবি খাতায় লাগাও।

**মনে রাখো**

যখন অনেক ছেলেমেয়ে বা শিল্পীরা একসাথে নাচ করে, তখন তাকে 'সামূহিক নৃত্য' বলা হয়।

### এসো খেলি - নেতাকে চেনো?

এখন আমরা সবাই একটি খেলা খেলি। এজন্য সবাই গোল হয়ে বসো। একজন ছাত্রকে রাজ্য দাও। তাকে পাশে পাঠিয়ে দাও। গোলের সবাই মিলে একজন নেতা ঠিক করো। নেতা যেমন নড়াচড়া করবে, অন্য সবাই তার মতো নড়াচড়া করো। নেতা গোপনে তার অঙ্গ ভঙ্গি বদলাবে। যার কাছে রাজত্ব আছে, তাকে দলের নেতা কে তা খুঁজে বের করতে হবে। নেতা চিনতে পারলে সেই নেতা পরের রাজা হবে। এভাবে খেলা চলতে থাকবে।

## আমার কৃতি

এখন পর্যন্ত শেখা সব নাচের ভঙ্গিগুলো নিজের কল্পনা অনুযায়ী একত্র করে নিজের পছন্দের গানে নাচ তৈরি করে উপস্থাপন করো।

- সমাচার পত্র বা ম্যাগাজিন পর্যবেক্ষণ করতে বলুন এবং সেখানে থেকে সমবেত নৃত্যের ছবি চিনে খাতায় লাগাতে বলুন।
- 'নেতা কে?' খেলা শ্রেণীকক্ষে খেলতে বলবেন।
- শেখা সব নাচের ভঙ্গি একসাথে ব্যবহার করে উপস্থাপনা করতে উৎসাহ দেবেন।

CG – 1
C – 1.2
LO 03AE63

# ১৪. নৃত্যময় জীবন

দৈনন্দিন জীবনে আমরা আমাদের হাত বিভিন্ন কাজ করার জন্য নানা ভাবে ব্যবহার করি। হাতের তালু ও আঙুল নাচের সুন্দর ভঙ্গিমা তৈরিতেও ব্যবহার করা যায়। আসুন আমরা এমন হাতের নাচের ভঙ্গিমা সম্পর্কে জানি।

## আমাদের হাতের আঙুলগুলো চিনে নিই।

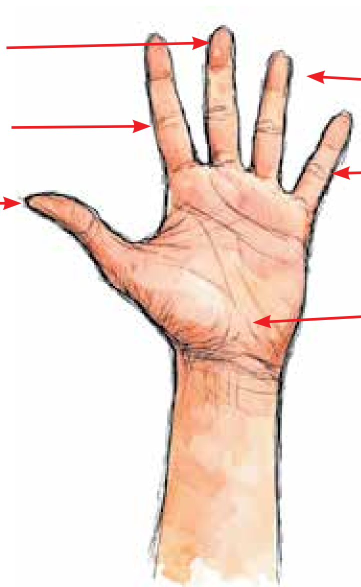


## কল্পনা করি!

তোমরা হাতের তালু বিভিন্নভাবে রেখে দেখো। যেমন হাতের তালু আকাশের দিকে রাখা, হাতের তালু নিচের দিকে রাখা। এভাবে আঙুল ও হাত ব্যবহার করে কী কী ধরনের চলন করা যায় তা নিয়ে শ্রেণীতে আলোচনা করো।

তোমাদের হাতের তালু ও আঙুল বিভিন্নভাবে ব্যবহার করে বিভিন্ন প্রাণী বা পাখি দেখানোর চেষ্টা করো। (যেমন- ময়ূর, টিয়া, হরিণ, সিংহ ও মাছ ইত্যাদি)

## হস্তমুদ্রা সম্পর্কে জানি!

নাচের সময় হাত ব্যবহার করে বিভিন্ন কাজ বা বস্তু দেখানো হয়, এগুলোকে 'হস্তমুদ্রা' বলা হয়।

পরের পাতায় দেওয়া হস্তমুদ্রাগুলো ভালো করে দেখো। দৈনন্দিন জীবনে এই হস্তমুদ্রাগুলো আর কোথায় কোথায় ব্যবহার করা যায় তা শ্রেণীতে আলোচনা করে লেখো।

- শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের দেওয়া হস্তমুদ্রা পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন, সেগুলো নিজে করে দেখতে বলবেন এবং কল্পনাশক্তি ব্যবহার করে দৈনন্দিন জীবনে এর ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করতে বলবেন।

CG – 2,
C –2.1,
LO 03AE64

## ১. আশীর্বাদমূলক হস্ত

................................

................................

................................

................................

## ২. প্রশংসাসূচক হস্ত

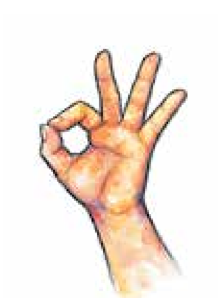

................................

................................

................................

................................

................................

## ৩. মুষ্ঠিবন্ধ হস্ত

................................

................................

................................

................................

................................

- দেওয়া হস্তমুদ্রাগুলি পর্যবেক্ষণ করতে বলুন, সেগুলি বাস্তবে করে দেখাতে বলুন এবং পরে কল্পনাশক্তি ব্যবহার করে ভাবতে বলবেন। এই একই হস্তমুদ্রাগুলি দৈনন্দিন জীবনে কীভাবে ব্যবহার করা হয় সেটা শিখাবেন।

CG – 2,
C –2.1,
LO 03AE64

প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানের চলন লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে সেই চলনকে সুন্দর নৃত্য চলনে রূপান্তর করা যায়। উদাহরণস্বরূপ গাছের বাতাসে দুলে ওঠা, নদীর প্রবাহ, মাছের সাঁতার কাটা ইত্যাদি। প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান ও তাদের চলন পর্যবেক্ষণ করো।

বৃষ্টি

নদী

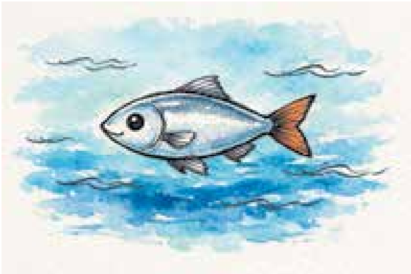

সাঁতার কাটা মাছ

ফুল

উড়ন্ত পাখি

দোলায়মান গাছ

উপরের ছবিগুলিতে দেওয়া প্রাকৃতিক উপাদানগুলি দেখো। এই উপাদানগুলির চলনের কথা কল্পনা করো। এখন এই চলনগুলো নাচের জন্য কীভাবে ব্যবহার করা যায় তা ভাবো এবং সেই অনুযায়ী ছন্দময়ভাবে চলনের করার চেষ্টা করো।

- শিক্ষার্থীদের প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান পর্যবেক্ষণ করতে বলুন এবং সেই অনুযায়ী চলনের অনুকরণ করতে বলুন।

CG – 4,
C –4.1,
LO 03AE70

## চিঠিতে কী লেখা আছে?

এসো, এখন আমরা একটি সুন্দর খেলা খেলি। এর জন্য আমরা কিছু ছাত্রছাত্রীদের একটি দল তৈরি করব। এই দলে যতজন বন্ধু আছে, ততজন প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানের চলাচল নিয়ে লেখা চিঠি তৈরি করো। একজন সব চিঠি গোল করে একটি জায়গায় রাখবে। দলের প্রতিটি সদস্য এক একটি চিঠি তুলবে। তোমরা যে চিঠি তুলবে, তাতে যে প্রকৃতির উপাদান থাকবে তা বুঝে নিয়ে, নিজের কল্পনা অনুযায়ী সেই উপাদানের চলাচলকে নাচের মতো করে দেখাবে।

## প্রকৃতির সাথে নাচি- দুলি

চমৎকার! এতক্ষণ আমরা প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানের সুন্দর সুন্দর চলাচল করে দেখেছি। আমরা ভালোভাবে এর অনুশীলনও করেছি।

চলো, তাহলে এবার আমরা একটি প্রকৃতির গান নিয়ে নাচ করি। নিচের প্রকৃতির গানটি পড়ো। দেওয়া নাচটি দলে অনুশীলন করে শ্রেণীতে উপস্থাপন করো।

- প্রকৃতির উপাদানের সাথে সম্পর্কিত চলাচলের চিঠি তৈরি করে নির্দেশনা অনুযায়ী খেলা করাবেন।

CG – 4,
C –4.1,
LO 03AE70

## কিলবিল কিলবিল পক্ষি বোলতি!

কিলবিল কিলবিল পক্ষী বোলতী!
ঝুলঝুল ঝুলঝুল ঝরে বাহতী,
পানোপানী ফুলে বহরতী,
ফুলপাখরে বর ভিরভিরতী,
স্বপ্নী আলে কাহী,
এক মী গাও পাহিলা বাই ! ।।ধৃ।।
ত্যা গাওয়াচী গম্মৎ ন্যারী,
তিথে নাঁদতী মুলেচ সারী,
কুনী ন মোঠে, কুনী ধাকটে,
কুনী ন বসতে ইথে একটে,
সারে হসতী, গাতী নাচতী,
কোণী রডকে নাহী
এক মী গাও পাহিলা বাই! ।।১।।

**কবি - শান্তা শেলকে**

## আমার কৃতি

তোমার পছন্দের কোনো প্রকৃতি বিষয়ক গান বা শিশুদের গান বেছে নাও। বেছে নেওয়া গানের ওপর তোমরা দলগতভাবে নিজেদের কল্পনা দিয়ে নাচ পরিবেশন করো।

- শিক্ষকরা শ্রেণীকক্ষে নাচের প্রত্যক্ষ উদাহরণ দেখাবেন। শিক্ষার্থীদের নাচের চলন পর্যবেক্ষণ করতে, অনুশীলন করতে এবং পরিবেশন করতে উৎসাহ দেবেন।

CG – 4,
C –4.1,
LO 03AE70

# ১৫. নৃত্যের সঙ্গী

আমরা নৃত্য করার সময় সঙ্গীত ব্যবহার করি। সঙ্গীতে গানের পাশাপাশি ছন্দ, লয় এবং তালও থাকে। সঙ্গীতের সঙ্গে নৃত্যের জন্য লয় ও তাল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

এসো, আমরা লয় ও তাল সম্পর্কে জানি।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও এবং প্রকৃতিতেও লয় থাকে। ঘড়িতে তিনটি কাঁটা থাকে ঘণ্টার কাঁটা, মিনিটের কাঁটা এবং সেকেন্ডের কাঁটা। ঘণ্টার কাঁটা ধীরে চলে, মিনিটের কাঁটা মাঝারি গতিতে চলে এবং সেকেন্ডের কাঁটা দ্রুত চলে। এই গতিকেই লয় বলা হয়। দুইটি তালের মধ্যে সমান ব্যবধানকে লয় বলা হয়। লয় মানে গতি বা বেগ। লয় তিন প্রকার।

**লয়**

১. বিলম্বিত লয় - ধীর গতি

২. মধ্য লয় - মাঝারি গতি

৩. দ্রুত লয় - দ্রুত গতি

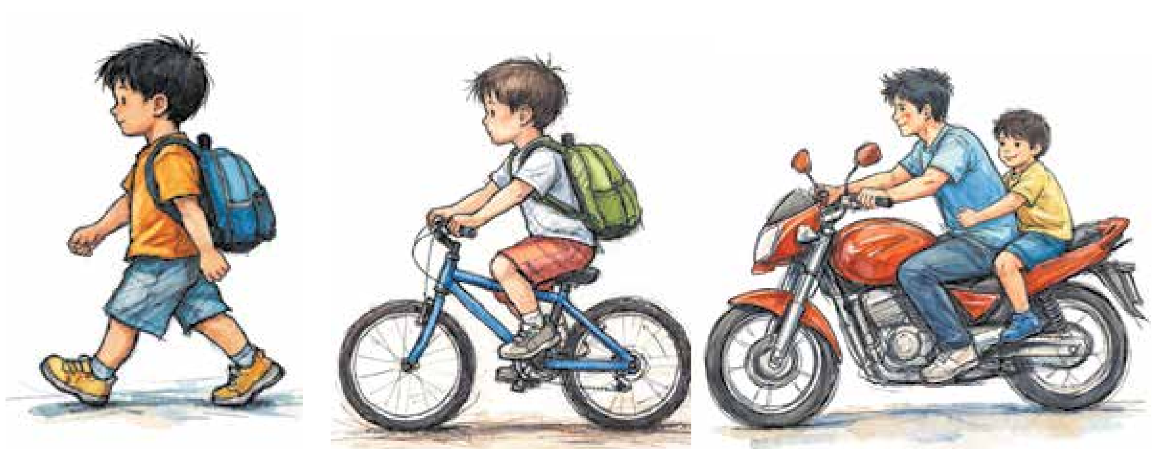

বিলম্বিত লয় - ধীর গতি    মধ্য লয় - মাঝারি গতি    দ্রুত লয় - দ্রুত গতি

- লয়ের ধারণা বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে বুঝিয়ে বলুন।
- লয় সংক্রান্ত কার্যক্রম একা বা দলগতভাবে বোঝা যায়।

CG – 2
C – 2.2
LO 03AE65

## লয়ের আনন্দ!

এই তিনটি লয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত কাজ করি।

### ১. বিলম্বিত লয় - ধীর গতি

১ থেকে ৪ পর্যন্ত সংখ্যা ক্রমানুসারে বলো। শুধু ১ সংখ্যা বলার সময় তালি দাও।

| ১. | ২. | ৩. | ৪. |
|---|---|---|---|
| | X | X | X |

### ২. মধ্যম লয় - মাঝারি গতি

১ থেকে ৪ পর্যন্ত সংখ্যা ক্রমানুসারে বলো। এখন ১ এবং ৩ বলার সময় তালি দাও।

| | | | |
|---|---|---|---|
| | X | | X |
| ১. | ২. | ৩. | ৪. |

### ৩. দ্রুত লয় - দ্রুত গতি

১ থেকে ৪ পর্যন্ত সংখ্যা ক্রমানুসারে বলো। প্রতি সংখ্যা ১, ২, ৩, ৪ বলার সময় তালি দাও।

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| ১. | ২. | ৩. | ৪. |

চিত্রে দেখানো অনুযায়ী বিভিন্ন গতিতে তালি দাও।

এবার এই তিনটি গতির মধ্যে যেকোনো একটি গতি বেছে নিয়ে সেই অনুযায়ী হাতের সহজ নৃত্যভঙ্গির মতো চলন করো। তারপর গতি পরিবর্তন করে একই চলন বিভিন্ন ছন্দে করে দেখো। যেমন- হাত পাখার মতো নাড়ানো, চুটকি বাজানো।

- উপরের কাজগুলো শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ, অনুকরণ ও অনুশীলনের জন্য উৎসাহিত করবেন।

CG – 2
C – 2.2
LO 03AE65

## তাল

তালের তাৎপর্য-হলো গান বা বাদ্যযন্ত্রের জন্য নির্দিষ্ট একটি সময়ের কাঠামো। তালকে ছন্দ বা ঠেকা দিয়ে গণনা করা হয়। উদাহরণ- কেহেরবা তাল, যার ৮টি মাত্রা থাকে, এর বোল হলো-ধা গে না তী না ক ধী ন।

### লয় ও তালএর আনন্দ!

কেহেরবা (কাহারবা) তালকে ধীর, মধ্য ও দ্রুতএই তিন প্রকারের গতিতে ব্যবহার করে বলে দেখো। তালএর প্রতিটি অক্ষর বলার সময় দুই হাতে তালি বাজাও বা এক পা মাটিতে ঠুকে তাল দাও।

### কেহেরবা (কাহারবা) তালের কৃতি

এখন আমরা এই কেহেরবা তালকে লয়ে বলব। এর জন্য এই বোলের ৮টি অক্ষরের জন্য ৮ জন বন্ধু নিয়ে একটি দল বানাও। প্রত্যেককে একটি করে অক্ষর ক্রমানুসারে ভাগ করে দাও। তালের নিয়ম অনুযায়ী নিজের নিজের অক্ষর নির্দিষ্ট গতিতে বলো। সবাই যেন একই গতিতে বলার অনুশীলন করে।

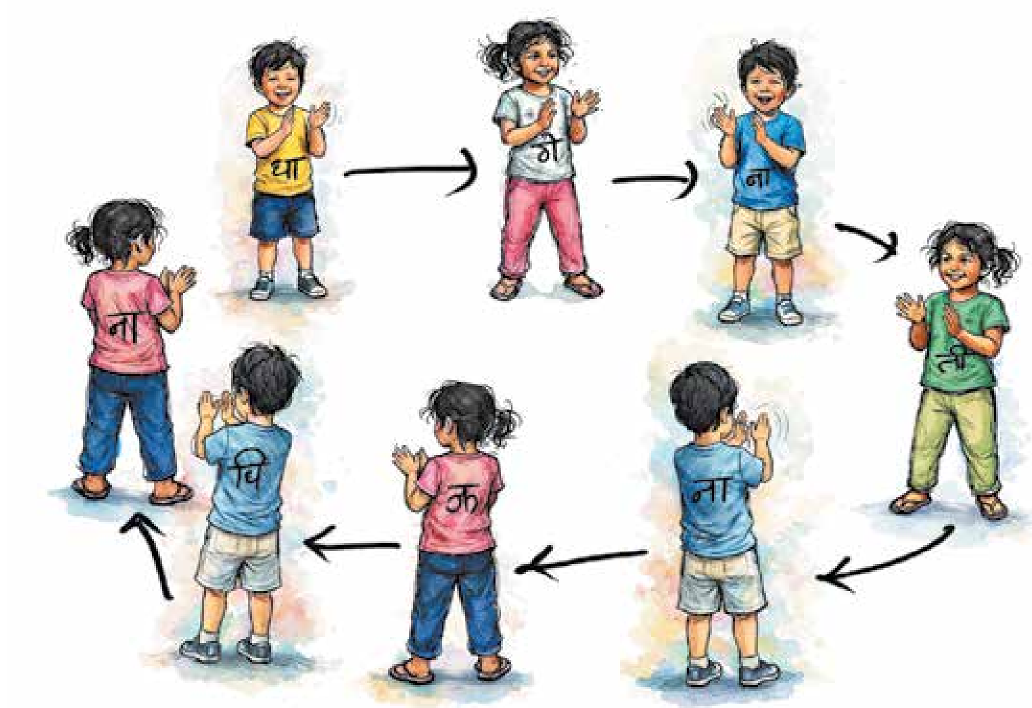


- কেহেরবা তাল বিভিন্ন গতিতে বলে অনুশীলন করো।
- তালের অক্ষর উচ্চারণ এবং তালি বা পা ঠোকার কাজ একসাথে হচ্ছে কি না তা লক্ষ্য করো। পাশাপাশি খেয়াল রাখো, প্রত্যেকটি বোল যেন একে অপরের পরে একই ছন্দে বলা হয়, এটা লক্ষ্য রাখবেন।

CG – 2
C – 2.2
LO 03AE65

## বাদ্য

এসো, নৃত্যের জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র সম্পর্কে আমরা জানব!

নিচে দেওয়া বাদ্যযন্ত্রগুলোর ছবি দেখো। আওয়াজ শুনে আলোচনা করো এগুলো কোন প্রকারের নৃত্যে ব্যবহার করা হয়।

তবলা

ঘুঙুর

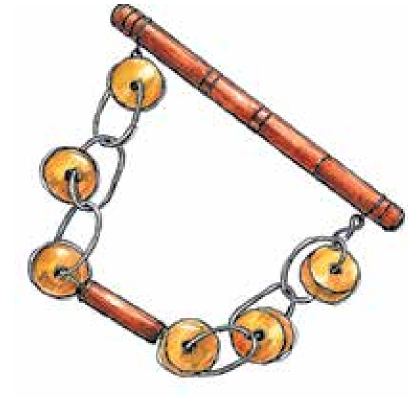
লেজিম

ডফলী

মৃদঙ্গ

মঞ্জিরা (করতাল)

ঢোলক

হারমোনিয়াম

- বাদ্যযন্ত্র গুলোর ছবি দেখে তাদের শব্দ এবং নৃত্যে তাদের ব্যবহার নিয়ে শ্রেণীকক্ষে আলোচনা করো।
- বিভিন্ন নৃত্যের প্রকার সম্পর্কে জানো এবং সেই নৃত্যে কোন কোন বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হয়, তা বলো।

CG – 3
C – 3.1
LO 03AE66

### পরিবেশের বাদ্য

তোমার পরিবেশে দেখা বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের নামের একটি তালিকা তৈরি করো।

...................... ......................

...................... ......................

...................... ......................

### এসো, চিত্র আঁকি!

তোমরা যেসব বাদ্যযন্ত্র চেনো, সেগুলির আকার ভালোভাবে বুঝে ছবি আঁকো।

### নিচের বাদ্যযন্ত্রগুলো খুঁজে নামের সঙ্গে ছবির রেখা টেনে মিলাও।

| | | |
|---|---|---|
| তবলা | | বাঁশি |
| মৃদঙ্গ | | মঞ্জিরা |
| ঢোল | | করতাল |
| ঢোলকি | | হারমোনিয়াম |
| তাশা | | ঘুঙুর |

**মনে রাখো :**

নাচার সময় আমরা চলন, অভিব্যক্তি এবং তাল ব্যবহার করি। এর ফলে আমাদের সৃজনশীলতা এবং আত্মবিশ্বাস বাড়ে।

- বাদ্যযন্ত্রের আকার ভালোভাবে বুঝে সহজভাবে ছবি আঁকতে হবে।
- ছবিতে বাদ্যযন্ত্র চিনে নিয়ে নাম ও চিত্র গুলির জোড়া বানাতে বলুন।

CG – 3
C – 3.1
LO 03AE66

## বেশভূষা / সাজপোশাক)

আমরা সবাই বিভিন্ন ধরনের পোশাক পরি। মহারাষ্ট্রের নারী ও পুরুষরা বিভিন্ন ধরনের পোশাক পরে উৎসব ও অনুষ্ঠানে নাচ করে থাকে।

**ছবিতে থাকা পোশাক দেখে নাচের ধরনটি চিহ্নিত করো। সেটি দুই থেকে তিনটি বাক্যে বর্ণনা লেখো।**

নাচের নাম –

নাচের নাম –

## আমার কাজ

১) আশেপাশের এলাকার স্থানীয় নাচের প্রকার পর্যবেক্ষণ করে তার জন্য প্রয়োজনীয় পোশাক, উপকরণ ও পরিবেশের একটি তালিকা তৈরি করো।

| নাচের প্রকার | পোশাক | সামগ্রী | বাদ্য |
| --- | --- | --- | --- |
| ...................... | ...................... | ...................... | ...................... |
| ...................... | ...................... | ...................... | ...................... |
| ...................... | ...................... | ...................... | ...................... |
| ...................... | ...................... | ...................... | ...................... |

- পরিবেশ স্থানের বাদ্যযন্ত্রের বিষয়ে আলোচনা করো এবং দেখা বাদ্য গুলোর নামের একটি সূচী তৈরি করো।
- স্থানীয় নাচের ধরন দেখে তার পোশাক পর্যবেক্ষণ করো এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ ও পরিবেশের সূচী তৈরি করো।

CG – 3
C – 3.1
LO 03AE67/68

# ১৬. কলা সংস্কৃতি

আমাদের এলাকার স্থানীয় উৎসব পর্ব এবং পরম্পরা মাধ্যমে আমাদের কলা সংস্কৃতি প্রকাশ পায়।

আমরা বিভিন্ন উৎসব, অনুষ্ঠান ও পার্বনের উদযাপন করি। আমরা সেগুলিতে আনন্দের সঙ্গে অংশগ্রহণ করি। নিচে কিছু উৎসব ও পর্বের ছবি দেওয়া আছে। সেগুলো দেখো এবং তোমরা কোন কোন উৎসব ও পর্ব পালন করো তা তোমাদের বন্ধুদের বলো।

এইভাবে আমাদের এলাকায় পালিত অন্যান্য উৎসব অনুষ্ঠানের বর্ণনা তোমরা তোমাদের দলে বা শ্রেণীতে করো।

**পরিরেশের উৎসব-অনুষ্ঠান**

- এলাকায় পালিত উৎসব অনুষ্ঠান পর্যবেক্ষণের জন্য নির্দেশনা দেবেন।
- দলে উৎসব অনুষ্ঠানের বর্ণনা করতে উৎসাহিত করবেন।
- সকলকে সুযোগ প্রদান করবেন।

CG –4
C–.2
Lo– 03AE24

আমাদের শিল্প সংস্কৃতির সঙ্গে চারপাশের পরিবেশের সম্পর্ক থাকে। প্রতিটি ভৌগোলিক গঠনের উপর ভিত্তি করে উৎসব ও পরম্পরায় কিছুটা পরিবর্তন দেখা যায়। যেমন, বলিপ্রতিপদ (বৈশাখানা) কোথাও 'বেঁদুর', কোথাও 'শ্রাবণ পোলা', আবার কোথাও 'ভাদ্রপদ পোলা' নামে পরিচিত। তোমরা তোমাদের শ্রেণীর বন্ধুদের ও শিক্ষকদের সঙ্গে নিচের প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা করো।

- তোমাদের এলাকায় কোন কোন উৎসব পালিত হয়?
- এই উৎসব গুলির কোন কোন পরম্পরা তোমাদের ভালো লাগে?
- তোমাদের আত্মীয়দের গ্রামে কি এই উৎসবগুলি অন্যভাবে পালন করা হয়?

### উৎসবের গান ও নৃত্য

আমাদের রাজ্যে অনেক সুন্দর ভাবে উৎসব পালিত হয়। উৎসবে মানুষ একসঙ্গে আসে, গান গায়, নাচ করে এবং আনন্দের সঙ্গে উৎসব উদযাপন করে। উৎসব আমাদের আনন্দ দেয়, এবং এর মাধ্যমে আমাদের ঐক্য ও সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। উৎসবে সামূহিক ভাবে গান এবং নৃত্য করা হয়।

গণেশোৎসব

নাগপঞ্চমী

হোলী

গ্রামের উৎসব

তোমাদের এলাকায় কোন কোন অনুষ্ঠানে ঐতিহ্যবাহী গান গেয়ে নাচ করা হয় তার একটি সূচী তৈরি করো।

- এলাকায় পালিত বিভিন্ন উৎসব ও অনুষ্ঠানের বিষয়ে আলোচনা করতে বলুন।
- এলাকায় কোন কোন উৎসবে গান গেয়ে নাচ করা হয়, তা নিয়ে আলোচনা করতে বলুন।

CG - C- Lo- 03AE61/71

## স্থানীয় কলা প্রকার ও কলাকার

ভৌগোলিক অঞ্চলের ওপর নির্ভর করে উৎসব-অনুষ্ঠান পালনের পদ্ধতি বদলায়, ঠিক তেমনই প্রতিটি ভৌগোলিক অঞ্চলের শিল্পকলাও পরিবর্তিত হয়।

নীচে কিছু শিল্পধারা ও শিল্পীর ছবি দেওয়া হয়েছে। তোমাদের এলাকায় এর মধ্যে কোন কোন শিল্পকলা পরিবেশিত হয়, সেগুলোর পাশে (✓) সঠিক চিহ্ন দাও।

চিত্রকলা - চিত্রশিল্পী ☐

বাদ্যযন্ত্র বাদন - বাদ্যযন্ত্রশিল্পী ☐

পোয়াড়া - শাহীর ☐

ভারুড় - ভারুড়কার ☐

- বিভিন্ন শিল্পকলা ও তার সাথে সম্পর্কিত শিল্পীদের সম্পর্কে তথ্য দাও।
- এলাকার অন্যান্য শিল্পী এবং সংশ্লিষ্ট শিল্পীদের নিয়ে আলোচনা করতে বলুন।

CG -4
C- 4.1,04.2
Lo- 03AE
42/60/61

এ ছাড়া তোমাদের আশেপাশের বিভিন্ন শিল্পকলা ও সংশ্লিষ্ট শিল্পীদের একটি সূচী তৈরি করো।

| শিল্পকলার প্রকার | কলাকার/শিল্পী |
|---|---|
| ................................ | ................................ |
| ................................ | ................................ |
| ................................ | ................................ |
| ................................ | ................................ |
| ................................ | ................................ |

## স্থানীয় শিল্পীদের সঙ্গে চর্চা

আমাদের পরিসরে অনেক স্থানীয় শিল্পী নানা প্রকার শিল্প নিয়ে চর্চা করে, যেমন- নৃত্য, সংগীত, চিত্রকলা, শিল্পকলা- এদেরকে কলাকার বা শিল্পকার বলা হয়। আমাদের আশেপাশে অনেক ধরনের স্থানীয় শিল্পকলা দেখা যায়। যেমন- নৃত্য, সংগীত, চিত্রকলা, ভাস্কর্য। এই শিল্পগুলি যাঁরা পরিবেশন করেন, তাঁদেরই বলা হয় শিল্পী। শিল্পীরা তাঁদের শিল্পের মাধ্যমে মানুষের মনোরঞ্জন করেন এবং সংস্কৃতি রক্ষা করেন। তোমাদের এলাকার কোনো শিল্পীর পরিবেশনা মনোযোগ দিয়ে দেখো। সেই শিল্পীর সঙ্গে কথা বলার জন্য নিচের প্রশ্নগুলি ব্যবহার করতে পারো। প্রয়োজনে নিজের ইচ্ছামতো আরও প্রশ্ন যোগ করতে পারো।

১) আপনার নাম কী?
২) আপনার পরিবারে কতজন সদস্য আছে?
৩) আপনি এই শিল্প কীভাবে শিখলেন?
৪) এই শিল্প আপনাকে কে শিখিয়েছেন?
৫) আপনি কত বছর ধরে এই শিল্প পরিবেশন করছেন?
৬) আপনার পরিবারের অন্য কেউ কি এই শিল্প শিখেছে?
৭) এই শিল্প পরিবেশনের জন্য কী কী সরঞ্জাম লাগে?
৮) এই শিল্প করতে আপনাকে কার কার সাহায্য নিতে হয়?
৯) এই শিল্পক্ষেত্রে আপনি কাকে আদর্শ মনে করেন?
১০) আমরা কীভাবে এই শিল্প শেখার সুযোগ পেতে পারি?

শিল্পীর সাথে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে করা কথোপকথন লিখে শিক্ষককে দেখাও।

- আশেপাশের বিভিন্ন শিল্প ও শিল্পীদের একটি সূচী তৈরি করতে বলুন।
- স্থানীয় শিল্পীর কাজের জায়গায় ভ্রমণের ব্যবস্থা করতে অথবা কোনো শিল্পীকে স্কুলে আমন্ত্রণ জানান। সাক্ষাৎকারের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশ্ন তৈরি করান।

CG -4
C- 4.1,4.2
Lo- 03AE
25/42/60

## আমার কৃতি

১) তোমার এলাকার যে সব উৎসব তোমরা পছন্দ করো, সেই উৎসবগুলোর ছবি সংগ্রহ করে লাগাও এবং সংক্ষেপে তার সম্পর্কে লিখো।

২) তোমার এলাকার কোনো একজন শিল্পীর সঙ্গে কথা বলে তার সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করো এবং লিখে রাখো।

৩) তোমার এলাকার উৎসব ও অনুষ্ঠানে গাওয়া হয় এমন যেকোনো দুটি ঐতিহ্যবাহী গান সংগ্রহ করে সুরসহ উপস্থাপন করো।

৪) তোমার এলাকার যেকোনো একটি শিল্পকলা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে একটি প্রকল্প তৈরি করো।

৫) তোমার এলাকার স্থানীয় নৃত্য সম্পর্কে ছবি সহ তথ্য সংগ্রহ করো এবং তার সহজ কিছু চলন উপস্থাপন করো।

Notes

# राज्यगीत

जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा
जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा ।।धृ।।

भिती न आम्हा तुझी मुळी ही गडगडणाऱ्या नभा
अस्मानाच्या सुलतानीला जबाब देती जिभा
सह्याद्रीचा सिंह गर्जतो शिव शंभू राजा
दरी दरीतून नाद गुंजला महाराष्ट्र माझा
जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा ।।१।।

काळ्या छातीवरी कोरली, अभिमानाची लेणी
पोलादी मनगटे खेळती, खेळ जीवघेणी
दारिद्र्याच्या उन्हात शिजला
निढळाच्या घामाने भिजला
देश गौरवासाठी झिजला
दिल्लीचे ही तख्त राखितो, महाराष्ट्र माझा
जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा
जय जय महाराष्ट्र माझा ।।२।।

প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা,

যদি কেউ তোমার অনুমতি ছাড়া তোমাকে ছোঁয় অথবা এমনভাবে স্পর্শ করে যাতে তুমি অস্বস্তিকর বা খারাপ অনুভব করো, তাহলে চুপ থেকো না। এমন পরিস্থিতিতে তোমার জন্য নীচের কথাগুলো জানা জরুরি। ...

১. নিজেকে দোষ দিও না।

২. যাদের ওপর তুমি বিশ্বাস করো, তাদেরকে এই ঘটনার কথা বলো।

৩. তুমি POCSO e-box/ পক্সো ই-বক্সের মাধ্যমে তোমার অধিকার রক্ষার জন্য জাতীয় শিশু অধিকার রক্ষা কমিশনে অভিযোগ জানাতে পারো।

**যখন কেউ তোমার অনুমতি ছাড়া স্পর্শ করে, তখন তোমার খারাপ লাগতে পারে। তোমার অস্বস্তি বা ভয় লাগতে পারে। তুমি নিজেকে অসহায় মনে করতে পারো কিন্তু খারাপ লাগার কোনো কারণ নেই যেহেতু এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার জন্য তোমার কোনো দোষ নেই।**

**এই বোতামটি চাপো।**

POCSO e-box এটা NCPCR@gov.in এই ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

**যদি তোমার বয়স ১৮ বছরের কম হয় এবং তুমি কোনো কারণে নিরাপদ বোধ না করো অথবা এধরণের সমস্যাজড়িত ছেলে / মেয়েকে জানো, তাহলে তুমি ১০৯৮ (দশ নয় আট) নম্বরে ফোন করতে পারো। এটা করলে তোমার এবং তোমার বন্ধুর জীবন আরও নিরাপদ হতে পারে।**

**চাইল্ড লাইন - ১০৯৮ - : এই নম্বরটি ২৪ ঘণ্টা খোলা থাকে এবং এটি একটি জাতীয় হেল্পলাইন নম্বর যা মহিলা এবং শিশু কল্যাণ মন্ত্রকের সহায়তায় পরিচালিত হয়।**

এক উন্নত সমাজের দিকে।

Towards a new dawn

মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতী ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মন্ডল, পুণে.

कलाशिक्षण इयत्ता तिसरी ( बंगाली माध्यम )

₹ 68.00

कलाशिक्षण इयत्ता तिसरी ( बंगाली माध्यम )